Bangladesh Journal of Political Economy

Bangladesh Economic Association

BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

Vol. 11 No. 2 A Conference Issue, 1991

MUZAFFER AHMAD
NAZMUL BARI
Editors

Bangladesh Economic Association

EDITORIAL ADVISORY BOARD

1. Prof. Akhlaqur Rahman
2. Prof. Rehman Sobhan
3. Prof. Taherul Islam
4. Prof. Wahiduddin Mahmud
5. Prof. M.A. Hamid
6. Prof. Sanat Kumar Shaha
7. Prof.Mohammad Yunus
8. Prof. Sekander Khan
9. Prof. Moazzem Hossain
10. Dr. A.K.M. Sahadat Ullah
11. Dr. Mahbub Hossain

EDITORIAL BOARD

1.	Chairman	Prof. Muzaffer Ahmad
2.	Executive Editors	Prof. Muzaffer Ahmad Dr. Nazmul Bari
3.	Asstt. Executive Editor	Dr. Debapriya Bhattacharya
4.	Business, Communication and Publication Editors	Mr. M.A. Sattar Bhuiyan Mr. A.K.M. Shameem

This volume contains speeches and lectures presented at the Ninth Biennial Conference held at Dhaka on January 17, 18 & 19, 1991.

BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

Vol. 11 No. 2 A

INAUGURAL SESSION

১. স্বাগত ভাষণঃ *শামসুদ্দিনআহমদ* ১

2. *Inaugural Address*
Towards an Alternative Development Paradigm :
Md. Anisur Rahman 5

৩. *সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভাষণ*
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন–অতীত ও ভবিষ্যতঃ
রেজাউল হক খোন্দকার ২২

4. *Special Address*
Democracy and Development in Historical Perspective—
Lessons for Bangladesh: *Rehman Sobhan* 28

5. *Presidential Speech*
Empowering People through Education : *Muzaffer Ahmad* 46

৬. ধন্যবাদজ্ঞাপন ৬৪

MEMORIAL LECTURES

7. *Professor Abul Fazal Atwar Hussain Memorial Lecture*
Savings in Bangladesh–Some Scattered Thoughts :
M. Habibullah 65

8. *Professor Rakibuddin Ahmed Memorial Lecture*
Toward Twenty First Century–A Suggested Agenda for
Political and Socio-Economic Transformation in Bangladesh :
Qazi Kholiquzzaman Ahmad 74

9. *Professor Shamsul Islam Memorial Lecture*
Modern Rice Technology and Income Adjustments through
Factor Markets –The Bangladesh Case : *Mahbub Hossain.* 89

১০. *অধ্যাপক মাজহারুল হক স্মারক বক্তৃতা*
আইনের শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন –বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ
মহীউদ্দীন খান আলমগীর ১০৬

১১. *এ্যাডাম স্মিথ দ্বিশতবার্ষিক স্মারক বক্তৃতা*
রাজনৈতিকঅর্থনীতিরপ্রত্যাবর্তনঃ *সনৎ কুমার সাহা* ১১৪

বাংলাদেশ জার্ণাল অব পলিটিকাল ইকনমি

নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা–১০০০

* Bangladesh Journal of Political Economy is Published by the Bangladesh Economic Association.

* The Price of this volume is Tk. 150 / US$ 15 (foreign). Subscription may be sent to the Business Editor, Bangladesh Journal of Political Economy, Department of Economics, University of Dhaka, Dhaka-1000. Members and students certified by their concerned departments may obtain at 30% discount.

* No responsibility for the views expressed by authors of articles published in the Bangladesh Journal of Political Economy is assumed by the Editors or Publisher.

* Bangladesh Economic Association gratefully acknowledges financial assistance provided by the Government of Bangladesh.

BANGLADESH ECONOMIC ASSOCIATION, 1989-90

President
Prof. Amirul Islam Chowdhury

Vice-Presidents
Mr. Khondkar Ibrahim Khaled
Mr. M.A. Sattar Bhuiyan
Mr. A.H.M. Mahbubul Alam
Mr. Shah Md. Habibur Rahman
Mr. Md. Ali Ashraf

General Secretary
Dr. Shamsuddin Ahmad

Treasurer
Dr. Nazmul Bari

Joint Secretary
Mr. Zasheemuddin Ahmed

Assistant Secretaries
Ms. Fazilatun Nessa
Mr. A.K.M. Shameem
Mr. Md. Sadiqur Rahman Bhuiyan

Members
Mr. Abdul Awal Chowdhury
Dr. Debapriya Bhattacharya
Prof. Muazaffer Ahmad
Mr. Md. Rokan Uddin
Mr. Md. Main Uddin
Mr. Md. Nazrul Islam
Prof.S.A. Latifur Reza
Mr. Md. Siraz Uddin Miah
Ms. Jahanara Huq
Mr. Matiur Rahman Dhaly
Mr. Kazi Jahid Hossain
Mr. Abdul Malek

Acting President
Prof. Muzaffer Ahmad

স্বাগত ভাষণ

শামসুদ্দিন আহমদ*

জনাব সভাপতি,

অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ডক্টর রেজাউল হক খন্দকার, বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদবৃন্দ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ।

বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনার উন্মেষলগ্নে আমি স্মরণ করছি এদেশের অগণিত গণতন্ত্রকামী স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নাম জানা ও নাম না জানা শহীদদের যারা এদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামরিক–বেসামরিক স্বৈরাচারকে মোকাবেলা করেছেন। বাংলার মানুষ গত পাঁচ দশকে আজ চতুর্থবারের মত ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিবর্তে সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশে জনগণের কাছে জবাবদিহীকারী রাজনৈতিক ও প্রশাসন ব্যবস্থার আশা করছে, তারা জনগণের উপযোগী স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ সকল আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেখতে চায়। তারা গুটিকয় সুবিধাভোগী মানুষের ধনলিপ্সার জন্য নিজেদের শোষিত হতে দিতে চায় না, অতীতের মত জনতার এই বিবেকের সাথে, তাদের এ প্রত্যাশার সাথে, এদেশের অর্থনীতিবিদগণ একাত্মতা প্রকাশ করছে।

সাম্প্রতিক আন্দোলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জনতার ঐক্যের যেমন কোন বিকল্প নেই, তেমনি জাতির জাগ্রত বিবেকেরও কোন বিকল্প নেই। এদেশের সীমিত মানুষের অতি ক্ষুদ্র অংশই জাগ্রত বিবেকের এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদগণ বিভাগপূর্বকালে সাম্প্রদায়িকভিত্তিতে অনগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং এর যৌক্তিক সমাধান খুঁজেছিলেন যোগ্যতা অর্জনের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সমধর্মী উন্নয়নের দাবী উথাপন করে। বিভাগ পরবর্তীকালে এদেশের অর্থনীতিবিদগণ দু'টি খন্ডিত ভৌগলিক অংশে কেন্দ্রিভূত শাসনের প্রেক্ষিতে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে দুই অর্থনীতির তত্ব উপস্থাপন করে ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও একুশ দফা আন্দোলনের অর্থনৈতিক দাবীসমূহের যৌক্তিকতাকে জনতার দাবীর অংশ করে তুলতে পিছ পা হননি। এসময় প্যারিটি তত্ত্বের মূল্যায়ন ও তার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমের দিক নির্দেশনাও তারা দিয়েছিলেন বিভিন্ন গবেষণা, কমিশন, কমিটি, সেমিনার ও সম্মেলনের মাধ্যমে। এজন্য তারা আইয়ুব শাহীর ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্মুখ বিতর্কে নামতেও কুণ্ঠিত হননি। সে সমস্ত বিশ্লেষণ ও আলোচনাই ছ'দফা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমির সংহত রূপ তুলে ধরেছিল।

বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধারা যখন মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত তখন এদেশেরই অর্থনীতিবিদেরা এ সংগ্রামের যথার্থতা তুলে ধরেছিলেন বিদেশের বিভিন্ন ফোরামে সাহসিকতার সাথে। অন্যদিকে মুক্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিনির্মাণের একটি রূপরেখা তৈরী করতেও তারা পিছপা হন না বিজয় এল। মুক্ত বাংলাদেশে এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের দলিল সংবিধানেও আর্থ–সামাজিক ধারাসমূহ রচনায় এদেশের অগ্রণী অর্থনীতিবিদদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

---

* সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

সে সংবিধানের প্রতিফলন ঘটিয়েই রচনা হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যেখানে একটি শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক বিকল্প ও দিকনির্দেশনাও তুলে ধরা হয়েছিল। সকল অর্থনীতিবিদের মতামত একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক হবার কথা নয়। এদেশের অর্থনীতিবিদেরাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতার কথাও তুলে ধরেছিলেন নির্ভিক সত্যাশ্রয়ী মন নিয়ে। দেশে গণতান্ত্রিক সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের তারাই ছিলেন প্রতিবাদী বিবেক। মুক্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনালগ্নে অর্থনীতি সমিতিই সমতাধর্মী কল্যাণাশ্রয়ী একটি মাঙ্গলিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল নির্ভিকভাবে। তারাই মিশ্র অর্থনীতির পুনঃপ্রবর্তনে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হবার অবস্থা বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতার কথা ও দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রাধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। সে সম্মেলনে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি তার উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে অর্থনীতি সমিতিই গ্রামীন উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবার যুক্তি ও কৌশলের পক্ষে সুচিন্তিত বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে সরকারের দারিদ্র্য নিরসনকারী কর্মকান্ডের অন্তনিহিত ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেছিলেন। এই অর্থনীতি সমিতির মঞ্চ থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামরিক শাসনের বিফলতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছিল।

গত দু'বছরেও অর্থনৈতিক সমিতি নিরলসভাবে এদেশের অর্থনৈতিক নীতি ও অবস্থা সম্পর্কে তাদের মতামত তুলে ধরেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অবস্থার বিরাজমানতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুসৃত নীতির বিফলতা, শিল্পক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির বিফলতা ও বৈষম্যধর্মী অবস্থান, আঞ্চলিক সহযোগীতার জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি, গ্রামীন উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির স্থবিরতা, জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের বিবেচনা এ সমস্ত বিষয়ে এ সমিতি সোচ্চার হয়েছে এবং একটি জবাবদিহীকারী প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে কোন বিকল্প নেই তা দ্ব্যার্থহীনভাবে বলেছেন। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক খসড়া পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা করে একটি বিকল্পও উপস্থাপন করেছে। যেখানে শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতসহ জনসেবা খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেবার ও সামাজিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসসহ জনগণের অধিকার অর্জনের জন্য সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি জনগণের কাছে জবাবদিহিকারী গণতান্ত্রিক সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে বিগত কয়েকবছর ধরে ক্রমান্বয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যদিও সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাচুর্য ছিল সর্বোচ্চ। আমাদের দারিদ্র্যকে তুলে ধরে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মূলধন করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্দ্ধারকেরা ফায়দা লুটেছেন অনেক কিন্তু দারিদ্র্য দূর হয়নি, দরিদ্র জনগণ সংগঠিত হয়নি, তার পরিবর্তে বিলাসিতার চরম উপভোগ লাভ হয়েছে কিছু লোকের আর মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে অধিকাংশ লোক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এদেশের অর্থনীতিবিদগণ গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। এদেশের স্বাধীকার আন্দোলনে অর্থনীতিবিদদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ঐতিহ্য ধরেই অপশাসনের বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদেরা ক্তব্য তুলে ধরেছেন, হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং এদেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের থে সক্রিয় একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ছাত্র-জনতা-শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী ও

সংস্কৃতিসেবীদের উত্তাল আন্দোলনেও তারা নিজেদের যুক্ত করেছেন। এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যেমনি জনগণের কাছে জবাবদিহীকারী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার শূন্যতা বা তার খোলসের মাঝে স্বৈরাচারী অবস্থান থেকে উদ্ভুত হয়েছে তেমনি ক্ষুদ্রশ্রেণীর স্বার্থে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তকর নীতির অনুসরণ থেকেও তার জন্ম হয়েছে। বিগত সরকার এদেশের প্রগতির সহায়ক জনকল্যাণকর সমস্ত নীতি ও ব্যবস্থাপনায় প্রাধান্য বিস্তার করে একটি মোসাহেবী দুর্নীতিমুখী অপব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা আজ তাই জরুরী হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্যে এদেশের অর্থনীতিবিদগণ তাদের পূর্বসুরীদের মতই অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাবে যাতে এদেশে আবার অপশাসনের সৃষ্টি না হয়।

আমাদের ব্যর্থতার গ্লানি অনেক। কিন্তু উৎপাদনমুখী জনগোষ্ঠী সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবলমাত্র এ গ্লানি থেকে মুক্তি আসতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রশাসন ও রাজনীতিতে পুরাতন মানসিকতার পরিবর্তন যাতে দেশের মানুষ পারে তাদের উন্নয়নের প্রকৃতি ও গতি নিজেরাই নির্দ্ধারণ করে তাঁর সাফল্যকে নিশ্চিত করতে পারে।

সহ–অর্থনীতিবিদগণ

এ সময় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে অগণিত মানুষ যাদের পেটে ভাত নেই, যাদের পরার কাপড় নেই, যাদের বসবাসের ঘর নেই, যাদের চেহারায় ছাপ রয়েছে স্বাস্থ্যহীনতার, অপুষ্টির ও নিরক্ষরতার। অর্থাৎ যাদের রয়েছে মানুষ হিসাবে বাঁচার মৌল প্রয়োজনের অভাব। দরিদ্রতার এ ছাপ শুধু নব্বই–এ শুরু হয়নি, তা শুরু হয়েছে অনেক অনেক আগে, তা যুগে যুগে শাসন ও শোষণের ফল; ষাটের দশকের চেয়ে সত্তর ও আশির দশকে তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

আজ থেকে উনিশ বছর আগে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালী জাতি হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও পাকিস্তানী শাসনের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল। সেদিন বাঙ্গালী জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল বিশাল এক আশাবাদ ও স্বপ্নের হাত ধরে। তখন আমাদের চোখে–মুখে ফুটে উঠেছিল নূতন আশা ও আনন্দ; আমাদের ধারণা হয়েছিল আমরা শোষিত হব না; ভাগ্যোন্নয়ন হবে লাখো লাখো দরিদ্র মানুষের।

কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জিত স্বাধীনতাকে এক দলীয় শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে; পারে বিভিন্ন সময়ে নানা কৃত্রিম গণতান্ত্রিক মুখোশের আচ্ছাদনে রাজনীতিকে স্বৈরসার্থে ব্যবহার করা হয়েছে; তারই ফলস্বরূপ আয় বন্টন হয়েছে চরম অসম– একদিকে গুটিকতেক লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে অন্যদিকে ভাগ্যাহত লোকদের অবনতি ঘটেছে – তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে।

নব্বই–এর গণআন্দোলন ও অভ্যুত্থান একাত্তরে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ ও স্বাদকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে এনেছে স্বাধীনতা, সেই আশাবাদ ও স্বপ্নকে। লাখো লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত উল্লাস ও চেতনা আজও জাতির নিত্যদিনের চলার প্রেরণা ও পাথেয়। এ চেতনাকে সম্বল করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণে।

আমরা জানি আমাদের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জাতীয় অসীম প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়াই অর্থশাস্ত্রের মৌল অনুশীলন। এই অনুশীলনের ভিত্তিতে আর্থ–সামাজিক বিকাশের পথে দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় এক মৌল দায়িত্ব আমাদের অর্থনীতিবিদদের। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সমকালের প্রচেষ্টার নিরিখে আকাংক্ষিত আর্থ–

সামাজিক বিকাশে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন জাতীয় কর্মকান্ডে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। দারিদ্র দূরীকরণ সহজ কাজ নয়; ইতিমধ্যে এদিকে সরকারী ও বেসরকারী খাতে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাকে কেউ বলছেন লোক দেখানো, কেউ বলছেন এ প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, রয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ, এ সমস্যার সমাধান কেবল অর্থশাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী সমাধানীয় কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিৎ এর সমাধানকল্পে ঐক্যমতে পৌছানো, সমাধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ক্রমবর্ধমান পেশাগত যোগ্যতা অর্জনে আমাদের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা সকল সময়ে সর্বাত্মক প্রসারিত করা কর্তব্য। এই প্রচেষ্টার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের জন্য নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দৃঢ়তা নিয়ে সাংগঠনিকভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

সুধীবৃন্দ

আর মাত্র দশ বছর পরে আমরা এক নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। যথার্থ প্রেক্ষিত ও অবয়বে পরিকল্পিত আর্থ–সামাজিক বিকাশের ভিত্তিতে আমরা অর্থনীতিবিদসহ অন্য সকল সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সমন্বয়ে অচিরেই যদি দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে না পারলেও যদি তা কমাতে না পারি তা হলে স্বাধীন দেশের প্রথম তিন দশকের শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি এদাবী উত্তরসূরীদের কাছে আমরা করতে পারব না।

আমরা অর্থনীতিবিদগণ ও অন্য সকল সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা কখনও মুখ্য ও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও গৌণ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছি জাতীয় বিভিন্ন আর্থ–সামাজিক কর্মকান্ডে। আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে একাত্তর ও নব্বই–এর জাতীয় চেতনা নিয়ে। এগিয়ে যেতে হবে নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশের জনগণের অর্জিত ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে অর্থনীতিবিদদের এ সম্মেলনে সকলকে স্বাগতজানাচ্ছি।

জয় হোক গণতন্ত্রী মানুষের, দূর হোক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অমানিশা।

INAUGURAL ADDRESS

TOWARDS AN ALTERNATIVE DEVELOPMENT PARADIGM**

MD. ANISUR RAHMAN*

1. INTRODUCTION: DO WE WANT DEVELOPMENT?*

["What economists need to do most urgently is reevaluate the entire conceptual foundation and redesign their basic models and theories accordingly. The current economic crisis will be overcome only if economists are willing to participate in the paradigm shift that is now occurring in all fields."

— Frijof Capra, The Turning Point (1983; ch. on "The Impasse of Economics".)]

It is a great privilege for me to have been invited to give the inaugural address to this biennial conference of the Bangladesh Economic Association. The privilege is all the more greater because I left conventional economics about fifteen years back and have been working since then in a field in which economics is not necessarily considered to be the primary motivation. The fact that I am nevertheless addressing you today indicates an openness in the economic profession of the country which is truly healthy and encouraging.

Last March I attended a seminar in Cartigny, Geneva on "Towards the Post-Development Age[1] ". In this seminar I listened to an all out attack on the notion of development from a set of scholars and scholar-activists of both north and the south. The attack included a vigorous plea for abandoning the word "development" altogether. In starting my address I wish to share with you the substance of the discussion and debate in that seminar.

---

* The speaker is much indebted to the International Labour Organisation for hosting his effort to understand and contribute to the promotion of people's collective self-development, through the ILO's Programme on Participatory Organisations of the Rural Poor (PORP) which he has coordinated over the last thirteen years. While the present lecture owes much to the ideas and experiences developed in PORP, the ILO is in no way whatsoever responsible for the views presented herein in the speaker's personal capacity.

** In developing this address the thinkings of Gustavo Esteva (1990), Stig Lindholm (1977), Jean Robert (1990) and Wolfgang Sachs (1990) have been found to be particularly useful. Philippe Egger and Ajit Ghose provided some useful comments on a previous draft; the responsibility for the views expressed here is, however, the speaker's alone.

1. Organised by the Christophe Eckenstein Foundation, Geneva.

It was observed that the idea of "development" was born as part of the "Truman design" of 1949 in response to the emerging cold war between the two great rival ideologies. The threat of the Bolshevic Revolution inspiring social revolutions in the so-called "Third World" was sought to be countered by a promise of "development" and "development assistance" to help "underdeveloped" societies to catch up with the "developed". Development was exclusively defined as "economic development", reducing the degree of progress and maturity of a society to be measured by the level of its production.

Development was considered possible only by emulating the ways of the "developed" nations-their aspirations, values, culture and technology. And financial and technical assistance were offered with a patronising assumption of superiority in the march to civilisation. The attraction of massive external finance and thrilling technology generated client states in the "underdeveloped" world where oligarchies able to capture the organ of the state could enrich and empower themselves as a class relatively to the wider society to whom "development plans" one after another at the national level, and subsequently, "development decades" at the global level, were offered as a perpetual hope for prosperity.

The economic benefits of such development efforts have not even trickled down to the vast majority of the people in most countries honourably referred to as "developing". But the most fundamental loss as indentified by the Cartigny seminar has been the obstruction of the evolution of indigenous alternatives for societal self-expression and authentic progress.

The vast majority of the people were classified as "poor", and therefore as objects of sympathy, paternalistic intervention and assistance. Many of these peoples under the blinding light of compassionate observation which was flashed upon them, have internalised this negative self-image. Perceiving themselves as "inferior", they have sought to be developed" by the "superiors", surrendering their own values, cultures and their own accumulated knowledge and wisdom. Others have been forced to do so by the sheer power of "development" effort which has often uprooted vast masses of people from their traditional life and life styles to become inferior citizens in alien environments. Thus they have suffered not only economic inpoverishment but also a loss of identity and ability to develop endogenously and authentically with their indigenous culture and capabilities-a deeper human misery which as economists we were not trained to recognise.

I had no problem agreeing to this critique of "development". But I was struck by the intensity with which the very notion of "development" was

attacked. It was asserted that the notion of development is an "opium for the people" which legitimises the exercise of power by dominating structures and creates dependence of the people and societies upon them, and which destroys the vernacular domain in which the people could evolve authentically. (The term "people" is used to refer to those sections of the population who have no economic or social status in the society by the standards of the dominating structures - those whom Adam Smith referred to as workers and "other inferior ranks of people"). Granting this, I argued that we should have the right to give and assert our own conception of the term development. I submitted that I found the word "development" to be a very powerful means of expressing the conception of societal progress as the flowering of people's creativity. Must we abandon valuable words because they are abused? What do we do then with words like democracy, cooperation, socialism, all of which are being abused?

The debate was inconclusive. But it was a revealing indication to me of the fact that at least in some societies pro-people forces do not assess that they have the power to use the word "development" to their advantage even by redefining it. This is perhaps not an universal phenomenon yet, and we know of authentic popular movements which are using the notion of "development" as they conceive it, as a motive force in their initiatives and struggle. This throws to us, social scientists, the challenge to understand and articulate what development might mean to people who have not lost their sense of identity and are expressing themselves through authentic collective endeavours, and also to understand how much sense of identity and collective self-expression could be restored to others who may have lost them. In other words, to articulate an alternative development paradigm in which the evolution of popular life is not to be distorted and abused by paternalistic "development" endeavours with alien conceptions but may be stimulated and assisted to find its highest self-expression which only can make a society proud of itself.

2. POPULAR INITIATIVES

In November last year I visited a number of organisations of landless workers in Sarail Upazilla in Bangladesh in the programme of a rural development agency. Every year that I visit such organisations in Bangladesh as elsewhere I learn a lot. Last November in Sarail in particular it was profoundly inspiring, seeing the kind of development some of these organisations of economically depressed classes are initiating.

The organisations of the landless in Sarail are managing, first, group-based saving-and-credit programmes, and the best of them compare well with the best such programme anywhere. Priority is given in these programmes to internal resource mobilisation over external credit. External

credit is given only against an equal contribution from the base groups' own saving fund. The repayment schedule is tailored to the nature of the activity for which loan is advanced, and unlike some other credit-to-the-poor programmes in the country there is no bias here against long-yielding projects by way of requiring repayment to commence immediately. Each credit application is endorsed by two members of the concerned organisation who undertake to follow up the use of the credit and general financial condition of the debtor and to alert the organisation of any unforeseen problem that may arise which might affect timely repayment. The group discusses such a situation with the debtor in its weekly meetings and seeks to assist the debtor overcome the difficulty, sometimes extending the repayment period if the difficulty is considered to be genuine. The approach to the credit operation is thus sociological, humane and self-educational rather than the approach of a credit bank with rigid procedural rules insensitive to specific human circumstances, and the internal supervision procedure reduces the overhead cost of supervision as well. All this, with a repayment record claimed to be nearly 99 per cent in recent years - an worthy illustration of people's self-management.

What was furthermore impressive was that a number of these organisations explicitly assumed a responsibility for the welfare not only of their members but for all "poor" in their respective villages. Cases of unusual distress of economically distressed families, whether they are members of an organisation or not, are brought to its weekly meetings and distress loans, grants and other kinds of assistance are extended. This is a value which some of the organisations that I visited were proud of and wanted consciously to preserve - e. g. candidates for new membership are not tanken in immediately but are asked to attend the weekly meetings of the organisation to be exposed to the issues and concerns of the organisation, and are admitted only when the organisation assesses that the candidate wants to join not for selfish interests only but would also be concerned about the welfare of other poor in the village. Otherwise, they explained to me, "our organisation would be disoriented".

Some organisations have gone further and have initiated development work involving and benefiting the village community as a whole. They have convened meetings of all villagers and proposed large projects in irrigation or flood control which would bring more land under cultivation extensively or intensively, or land would be protected from flood, and land-owning farmers as well as agricultural labourers would be benefited from greater production and employment. The groups have offered their own contributions from their saving fund and their labour to such projects and have invited other villagers, rich and poor, to contribute in cash, kind or labour. In a number of villages such projects mobilising the resources of

whole village communities under the leadership of organisations of the landless are underway. In one village I had the privilege of witnessing a mass meeting discussing the proposal for one such project - the construction of a dam which would save crop land from flood water as well as add land for habitation, and it was being proposed that the extra land to be obtained from the earth work would be allocated in mass meetings to those who had no homestead at all. To me, such constructive and humane leadership in social development coming from the downtrodden was one of the most hopeful signals about the promise of social progress that I have seen anywhere.

In recent years such popular initiatives, spontaneous or "animated" and "facilitated" by social activists, are growing in many countries. Conventional development agencies have started recongnising them in a "participatory development" rhetoric without necessarily understanding their basic aspiration and message - such movements cannot be "coopted" in the conventional development paradigm without being disoriented. Radical thinkers, now disillusioned with the great experiments with "socialism", are also looking at such movements with new hope.[2] However, these grassroots movements and associated animation and facilitation work as a whole have matured sufficiently today and exhibit convergent thinking among significant trends through networking, exchanges, mutual cooperation and joint articulations in terms of their philosophical orientation, to provide the basis for outlining some key dimensions of the alternative development paradigm to which these trends belong.

3. THE CONVENTIONAL DEVELOPMENT PARADIGM

A development paradigm is an agreed school of thinking about how to view development and how to investigate and assess reality for development policy and action, i.e. in broader terms, how to generate knowledge relevant for development. The basic premise of the conventional development paradigm is a conception of hierarchical human spectrum in which some quarters are "superior" to others and are therefore qualified to guide, control and determine the latter's development. In this view some nations are more developed than others; classes within a nation are superior to others in terms of achievement, education, culture. These superior quarters create, or occupy and control already existing structures to exercise organised domination over the "inferiors" - globally, nationally, locally - and take responsibility for their development. A professional class of intellectuals serve these structures by assessing reality and constructing knowledge that are addressed to and supposed to guide policy and action of these structures. Educational and training processes are developed to

2. e. g. Frank and Fuentes (1988).

transfer such knowledge to members of the wider society through a hierarchical teacher-student, trainer-trainee relation. Such processes not only transfer the concerned knowledge but also deepen the hierarchy - the degree holder, the professionally or vocationally trained, are "superior" to the non-graduate or the untrained, and are part of the structural "cadres" of development.

The generation of knowledge in this paradigm is a specialised professional function that is discharged by prescribed methods of the profession which require observation from a "distance" as opposed to getting "involved". The premise is that from one's "superior" vantage position it is possible to look down and assess what an inferior life lacks and needs, for the purpose of formulating development policy and action to help such life move up.

This paradigm, finally, gives primacy to economics - the management of scarce resources - as a part of its ideology, reducing the notion of development to economic growth which in recent times is being tempered with a concern for "distributional equity".

Needless to say, it is the development policy and action of the hierarchical structures dominating society which are responsible for the dismal state of so many individual nations today and of the world as a whole - the ordinary people have not had the responsibility for their, and society's development. In some of the most "developed" societies we are witnessing social disease formations which are going beyond human control. On the whole, the economic, social, moral and ecological crises which we are facing today, coupled with the diversion of resources from productive uses to create means of mass destruction, are ample testimony to the inherent incapability of the dominating structures which have appropriated the responsibility for social and world development, to steer society and the world toward a course of healthy progress. Instead, these structures have lent themselves to malignant interests whose growth and power are now threatening the very survival of the human race.

4. TOWARDS AN ALTERNATIVE DEVELOPMENT PARADIGM

Endogeneity of development

The alternative view of development represented by converging trends in grassroots movements rejects the notion that development can be "delivered" from "above". Development, meaning development of peoples and of societies, is an organic process of healthy growth of creative faculties and their application. This process may be stimulated and facilitated by external elements, but any attempt to force it toward one's own standards from the outside can only result in maiming it. Development

is endogenous - there are no "front runners" to be followed. One can be impressed, inspired by others' achievements, but any attempt to emulate could at best produce a carbon copy in which the originality of a creative social life and evolution would be lost. In reality, even a carbon copy would not be attainable without its necessary historical preconditions, and an attempt to become such a copy can only yield gross distortions.

If development endogenous, then in people's development the people are the subject. This has profound implications for the categorising of people as well as for the relations of knowledge in the society.

Non-hierarchical human relations

In the hierarchical scheme of the conventional development paradigm the broad masses of the people are the objects of development and most of them, with economic "entitlements" less than standards defined by the dominant structures, are categorised as "poor". In fact, the development problem is widely viewed today as overcoming the problem of such poverty thus reducing human aspirations to the attainment of a bundle of economic goods. This problem of poverty has not been overcome and remains intractable for many nations after three "decades of development". In my lecture to the Asiatic Society of Bangladesh last year, I elaborated the argument that even such poverty cannot be overcome by identifying this as the problem to be solved as this creates negative motivations. Subsequently, I was struck by the following story in a paper presented at the Cartigny seminar last March.

"I could have kicked myself afterwards. At the same time, my remark had seemed the most natural thing on earth. It was six months after the catastrophic earthquake in 1985, and we had spent the whole day walking around Tepito, a dilapidated quarter of the Mexico City, inhabited by ordinary people but threatened by land speculators. We had expected ruins and resignation, decay and squalor, but our visit had made us think again: there was a proud neighbourly spirit, vigorous activity with small building co-operatives everywhere; we saw a flourishing shadow economy. But at the end of the day, indulging in a bit of stock-taking, the remark finally slipped out: "It is all very well, but, when it comes down to it, these people are still terribly poor". Promptly, one of our companions stiffened: "No somos pobres, somos Tepitanos!" (We are not poor people, we are Tepitans). What a reprimand! Why had I made such an offensive remark? I had to admit to myself in embarrassment that, quite involuntarily, the cliches of development philosophy had triggered my reaction."[3]

I have myself been a victim of this received culture of thinking and have called the people "poor" in many of my writings. Nor are all people

3. Wolfgang Sachs (1989, Essay 2, p 1).

themselves able immediately to assert themselves as proudly as the Tepitans since many have internalised, as suggested before, the "gaze" of the rich upon the poor[4]. The development problem starts precisely here: there can be no development (which is endogenous) unless the people's pride in themselves as worthy human beings inferior to none is asserted or, if lost, can be restored. The human quality of a people is independent of their economic condition-even more, it can shine and can inspire under the most trying conditions. The people need this self-esteem to give their best, most creative and humane response to their situation, thereby to develop. They must, therefore, be invited and empowered to relate with anyone and with any structure horizontally and not vertically, as equals.

Generation and relations of knowledge

Together, the above two premises - the endogeneity of development and a non-hierarchical concept of human relations - lead to a third premise which concerns the vital arena of knowledge relations and the generation of knowledge relevant for development.

Development being endogenous, it is not possible with somebody else's thinking and knowledge. Nor is a relation of equality possible if one feels that knowledge essential for one's development rests with others.

I once visited a village in Bangladesh with an agency which went there to open a credit - for-the poor programme. I was introduced to the people as a very wise man, thereby doing a damage immediately to the possibility of a dialogue as equals between me and the villagers. I tried to undo the damage by telling them that they had seen "wise" persons like me before, and they knew that they had not benefited much from listening to such persons. If I were thrown now to make a living in their village, I would not be able to survive without their help. Maybe I knew something about international structures and linkages that they did not know, but they knew so much about their own environment that I did not know. Would they, therefore, let me learn from them? I did not succeed much in making a deep-rooted perception of vertical relation change in a few minutes of such smart talk (and after all, this "wise" man had come with and had been introduced by agents of a programme to give them money!).

Let us look at this claim of wisdom a bit more closely. We spend in the order of, say, twenty-five years of our early life in class rooms and studies shut off from active life, to become "educated"- wise. Life moves on meanwhile, struggling and moving through challenges and odds. Those who survive the odds must be very able and wise, and among them must be some who are the ablest, resourceful even if "resource" - less, wisest

4 Aptly expressed by Rahnema (1990, p 4).

and most creative of all human beings. Yet we have the audacity after these twenty-five years of existence isolated from people's life, to stand above this life with our educational certificates in our hands, and tell it how it should move, not caring even to learn from it how it has come so far and what its own thinking on issues of concern to itself are.

The "educated" have not proven to be any more "enlightened" or capable of wise and responsible decision and conduct than the "uneducated". While we "wise" persons have been responsible for the sad plight of the world today, there are numerous examples of ordinary, "uneducated" people devising responses to problems confronting them which show great wisdom, sense of responsibility and morality. But the myth remains that it is professionals, and the "educated" generally, who are the repository of the knowledge and wisdom necessary for development. And that it is they who are the only qualified agents to generate knowledge and construct reality for developmental action. The myth is not only factually false; by perpetuating a vertical knowledge relation it also vitally obstructs development.

Social reality does not exist "out there" in an absolute sense to be observed by standardised techniques. Reality is constructed by the observer, whose own perceptions and values as well as the method of observation determine what is observed, what is abstracted in distilling the observation and what is finally constructed. Reality, in other words, is constructed within a given paradigm - i.e. of a particular epistemological school. Its validity therefore rests on the premise of designing policy and action within the given paradigm. The logical validity of educated professionals constructing social reality - knowledge - by standing apart from people's life and observing this life from their own vantage point, for the purpose of prescribing policy and action addressed to hierarchical structures (and to make great mistakes in doing so) is not in question. But the value of such knowledge stands and falls with the paradigm which premises structural subordination as the basis of development. If the people are the principal actors in the alternative development paradigm, the relevant reality must be the people's own, consturcted by them only.

I was educated in this epistemological theory when in 1976 I visited a "shibir" for "Lok Chetna Jagoron" ("awakening of people's awareness") in the Bhoomi Sena movement in India. In that shibir attended by about 40 acutely oppressed adivasis from a number of villages, the leaders of the movement and of few external "animators" who were also there did not seek to transfer any knowledge external to the endogenous creativity of the people. Instead, they invited the people to create their own collective knowledge about their own social reality - their own social science. The

central invocation in this "animation" work was to invite the adivasis to assert their self-perceived life's experiences as their "truth" irrespective of the "truth" being spread by the dominant sturctures or by the professionals (social scientists). This the participants were first invited to do individually, to assert their personal (subjective) truths; then to discuss the common elements in these personal truths and thereby to move to their collective (objective) truth. They were invited, after this, to take collective action to promote their interests on the basis of their own social knowledge thus generated, and engage thereafter in a systematic collective praxis - cycles of reflection-action-reflection - of their own, to keep on advancing their objective knowledge as well as their overall collective life of which the generation and advancement of self-knowledge is an essential organic component. Thus, i.e. to keep developing, endogenously.

Popular movements in many parts of the world are today using variants of such an approach for the construction of social reality by the people themselves as a basis of and an organic part of their collective self-development. The Freirian movement for "conscientisation" first started in Brazil and today spread in many countries of the world, and the "participatory research" movement pioneered by the International Council for Adult Education[5] and now also a global phenomenon, are overlapping movements with the same epistemological premise as Bhoomi Sena's "Lok Chetna Jagoron". The ILO's programme on Participatory Organisations of the Rural Poor (PORP) has played some role in helping the sharpenings of this approach to social knowledge generation and people's own praxis in both theory and practice. The central premise in this approach is social enquiry by collectives of the people themselves. A strategic task in such people's self-enquiry is the recovery of history by people's collectives, to "rewrite" history with the people as the principal actors having taken initiatives of their own, having responded to action by external or hierarchical forces, and having formulated and implemented collective policy and decisions to promote their own interests. It is of critical importance for the people to take inspiration from history thus "rewritten", to view and assert themselves as the subject of their destiny - reversing the negative self-image that we have given them. Another critical task is the recovery and reassertion of the core values and cultural elements of the people themselves which are being threatened or are eroding as a result of the operation of the development paradigm which the dominant structures have imposed upon them. Finally, the results of such popular inquiry are

5. Based in Toronto, Canada.

the property of the people and are to be documented and disseminated through means of communication of the people themselves in accordance with their level of literacy and cultural development.[6]

"Building" and "sharpening" each other

In people's development, thus, reality will be constructed by grassroots social formations and not by "top-down" professional investigation. This does not deny the role of professionals to contribute to the construction of specific aspects of reality – e.g. macro-national or international aspects to which the popular forces may not have immediate access. Specific skills of professionals may also be of value to popular forces in assessing specific aspects of reality, and a constructive interaction between the two has the possibility of enriching popular construction of their reality always granting, however, the right of popular forces to consider, adapt or reject any external input to their own effort at creating their own reality. Needless to say, from such a constructive interaction the professionals themselves have the opportunity to learn and be enriched immensely.

This brings us to the question of what is conventionally called "education", and "training", and to the idea of "transfer of knowledge".

There is need in every individual to improve one's intellectual capacity, breadth of knowledge and specific skills. The conventional methods of "teaching" and "training" administered in a hierarchical relation and aimed at a "transfer of knowledge" are a dull, depressive approach to serve this need. The "student" and the "trainee" go through such processes mainly because the dominating structures require them to do so for entry into the job market. Such processes have very little to do with real learning, and actually invite the recipients of knowledge to seek ways of acquiring the certificates without necessarily putting in even the prescribed efforts.

Knowledge cannot be transferred – it can be memorised for mechanical application, but learning is always an act of self-search and discovery. In this search and discovery one may be stimulated and assisted but cannot be "taught". Nor can one be "trained" to perform tasks which are not mechanical but creative. Institutions of teaching and training which seek to transfer knowledge and skills serve mainly to disorient the capacity that is in every healthy individual to creatively search and discover knowledge. It indoctrinates them, furthermore, in the value of hierarchy which they then tend to pursue with vengeance – the humiliation of being subordinated is passed on to ones own subordinates.

6. As against the concept of "copyright", as part of a culture of "knowledge capitalism" of professional researchers who research upon the people using the people's time and sell the product for private gains.

For some time in recent years I have been looking for a language to replace words like teaching and training. I got it in March this year from a workshop of African and Caribbean grassroots activists held in Zimbabwe on the training of field animators to promote participatory development. In this workshop I raised my question on the notion of training which I said is a hierarchical notion that creates both hierarchy in personal relations as well as institutions for "training" without an organic relation with and standing above practical life. I asked the participants in the workshop to search whether in the vernacular language of the people with whom they had been working there was any word which expressed an alternative, non-hierarchical concept of learning.

The participants searched, and came up with two words in the Bantu language of South Africa: "uakana" meaning "building each other", and "uglolana" meaning "sharpening each other". I invite you all to reflect deeply on the power and richness these words have in expressing both the concept and practice of non-hierarchical learning in which no one teaches or trains anybody, but instead knowledge is sought and created through mutual dialogue and collective enquiry. I would also invite you to reflect upon the power and richness of such popular conceptualisation as an organic part of their urge for collective self-development in a non-hierarchical framework—a power and richness which we are trying to destroy by imposing upon them concepts of education and training derived from an altogether alien scheme of values—i.e. the values of structural domination.

ECONOMICS

I come, finally, to economics.

A distinction needs to be made between economics as an ideology and economics as a tool for rational calculations. As an ideology, as I have said before, economics puts economic development as the central concern for development as a part of the conventional development paradigm in which the dominating structures and the professions serving them presume to decide what the people's aspirations and needs should be. As tool for rational calculations economics remains an important discipline, and quantitative calculations with which economics is chiefly concerned are also very important in sizing up some major dimensions of the economy. However, it cannot be claimed that economic calculations are necessarily

the prime considerations in the life and aspirations of individuals, communities and societies.[7]

While most economically depressed communities would want to improve their economic condition, most would also have a finite trade-off between higher economic disposition and such treasures as human dignity, indigenous cultures and self-determination if such choice were sharply put[8]. At a more fundamental level as I have stated in my Asiatic Society Lecture, since the distinctive human faculty is the faculty of creativity, every human being must have a fundamental urge to fulfil this faculty; hence the opportunity for creative self-expression—a synthetic representation of all the above treasures—must be the primary "basic need" of human beings as distinct from animals. Whether this is quantifiable or not, economics cannot drop this primal human need from the desired "bundle of goods" and yet claim to be talking of the development of humans rather than of animals. The development problem is, thus not of delivering a material bundle of goods to the people, but of facilitating the maximum scope for self-creativity of the people with which they could create their self-chosen bundle of goods including cultural and intellectual pursuits according to their indigenous urges.

The landless groups in Sarail about whom I talked before, and in numerous other self-mobilised grassroots groups and communities all over the globe, teach us more. They talk inevitably of solidarity among themselves, and many such groups talk of solidarity with other economically depressed or socially oppressed people in their respective neighbourhoods. The economics that we have learnt – the economics of private "utility" or to put it more crudely, private greed – reflects the value orientation of dominant structures of the west whose interests the mainstream of its economics has been serving. Another economics has been serving the interests of structures seeking to exercise domination over the people in the name of "socialism" invoking the value of "bureaucratic collectivism". Neither of these two economics recognises the

7. To quote from an earlier paper of mine: "It is perfectly natural and valid for parents to want to see one's child develop as a wholesome human personality, making a comfortable but not necessarily lavish living, able to handle life's tensions without cracking, develop creative faculties of social value and engaged in their application, emotionally content with life, loved by family and friends and held in broad respect by the wider society. Most such indicators of personal development are not quantitatively measurable but may nevertheless be at the core of enlightened human aspirations, for oneself as well as for one's near and dear ones. There is no reason why, for society or communities of people, the notion of development should be very different, and should take a narrower, predominanly quatitative view, leaving out important, some vital, considerations which can be assessed by analytical reasoning if they cannot be measured by numbers." (Rahman 1989a).
8. Examples of such popular urges are given in my Asiatic Society Lecture (Rahman; 1989b)

concept of solidarity which self-mobilised grassroots groups are asserting to share and care with and for others, to work together not just as a means of enhancing private fortunes but also to develop together, to extend a helping hand to others in distress or lagging behind, and to ensure that development of some does not take place by retarding the development of others. Talk to such mobilised grassroots groups and you will find these to be natural, spontaneous values which guide their collective efforts.[9]

It is unfortunate that economics has not recognised this rationality of solidarity, which is observed in popular behaviour, premised as it (economics) has been either on the rationality of private greed or on the rationality of bureaucratic, hierarchically managed, collectivism. The concern for distributional equity in modern economics which seeks to temper the rationality of private greed is not a response to the popular urge for solidarity which is a value concerned with daily relation among persons rather than with the distribution of social wealth for private pursuits. On the other hand such solidarity which existed in various measures in pre-socialist societies may actually have been suppressed if not destroyed by the introduction of bureaucratic socialism in countries where this brand of socialism was introduced, with accountability to hierarchical structures which was not conducive to the forging or retaining of independent bonds of solidarity among the people[10] . While solidarity as an authentic human value has been disregarded in the economics of capitalism as well as socialism both of which have been premised on hierarchical social relations, it is unfortunate that we have also allowed ourselves to be mesmerised by such economics of exploitative structures rather than rooting our economics in the authentic values of our own people.

People's indigenous behaviour are governed both by the rationality of individual interest and the rationality of solidarity with, let us say, "social

9. For many indigenous communities the idea of solidarity has extended to nature as well. The concept of "owning" and "harnessing" natural resources is relatively recent in many societies imposed by alien elements after colonial conquests. I was told, e.g., by colleagues in Hawaii in a workshop in Honolulu in March-April 1989 that they never had the concept of "owing nature" (e.g., land, forests, the sea). To them nature was a living being to relate with and not to exploit. The same is true of many indigenous communities all over the world. From this we may begin to see the cultural root of the destruction of nature and the ecological crisis that "development" is causing.

10. One would have thought that socialism was premised upon such solidarity. Last year in July I visited a village in Hungary where animation work had been initiated under the ILO's PORP programme to stimulate the villagers to get together and collectively review their experience under socialism. The animator, a professional economist of the country, reported to me that he was finding it very difficult to make the villagers come together and talk about their problems. The culture of sharing personal problems had been destroyed by "socialism"-the hierarchical control of society had generated mistrust of the villagers in each other and fear of offending the hierarchies by horizontal dialogues.

neighbourhoods"—family, kinship, group, community, etc. This solidarity is not only a means of distribution of resources but is also a resource itself which "augments" the totality of resources by bringing individual resources, talents, ideas at the service of a collective as well as by stimulating in a synergic way the creative energy of such collectives. If grassroots groups are exhibiting this value, it is the responsibility of economics to redefine itself to recognise, and serve, this value.

There is evidence, further, that solidarity can be stimulated and strengthened by appropriate policy and action. The relation between individual interest and solidarity is dialectical, the two combining in a unity with its tensions, a unity which may show one face relatively more than the other under specific historical circumstances, and policy and action can and should be addressed to constructing a healthy synthesis between the two. (The argument extends to the question of inter-group or inter-community relation). In the indigenous cultural evolution of the people such a synthesis is observable in the fabric of mutual support characteristic of traditional livelihood. The economics of both capitalism and socialism have denied and sought to destroy this synthesis by championing the motivation of private greed or of bureaucratic collectivism.

Economics as the science of the administration of scarce resources is a potentially valuable science to serve human aspirations. But its presupposition of the devaluation of culturally-determined behaviour has made it an alien science to popular efforts for authentic development. In order to serve authentic development economics needs to know with what values people administer their scrce resources—in particular, when the people mobilise to assert their own consensual values and take collective initiative to promote them as part of their own concept of development—and what implications this has for the very concept of resources and for assessment of the resources at the disposal of a society.

Finally, an economics that asks the people to surrender their pride in themselves and to queue up under the "poverty line" is an economics to serve not the people but domination over them. The people (as well as nations), like the Tepitans, must feel proud rather than poor, as a human spirit facing challenges—none can develop otherwise. The corresponding economics, of necessity, must be the economics of pride (creativity) and not the economics of poverty (consumption).

In my Asiatic Society lecture I have contrasted the creativist view of development with the consumerist view. The two corresponding economics will be radically different. In the creativist view the social optimisation calculus will not be the maximisation of the time stream of consumption but of creatively engaged labour—i. e. "unalienated labour" in

the Marxian philosophy, a concept which got grossly abused by bureaucratic socialism. The concept of employment will be different accordingly—employment to serve orders in hierarchical structures saps one's creativity and is to be minimised. Saiving and investment (in real terms, e. g. making a tool or constructing a dam) will not be considered a sacrifice of "consumption" but a positive way of channelling one's creativity with a direct fulfilment or "utility" of its own in addition to increasing the scope for creativity in future. Such fulfilment is the ultimate act of consumption, a concept which also, therefore, calls for a review.

To construct this economics of creativity which is implicit in so many popular initiatives for collective self-development is the challenge to economists if this profession is to serve the people rather than structures which dominate over them.

5. CONCLUDING COMMENTS: THE ROLE OF THE STATE

I was asked by some colleagues in Dhaka last year what is the macro-counterpart of such thinking—in essence what is the role of the state in this paradigm? I had responded that they should form a "study circle" to examine this question in interaction with popular forces. Let me, to conclude this lecture, say a few more words on this question.

The machinery of the state is constituted by structures which have enormous power over the people; such power inevitably invites bids to capture these structures or control them in some way or other to promote private interests. This is the central lesson of the present century's experiments with social governance through the instrument of nation states which has systematically undermined the people's own governing abilities and imposed social orders—e. g. capitalist, "mixed", socialist—which have predominatly served the interests of minorities in the society.

It was thought that there was a persuasive case for some "guardianship" of society at least as a "trustee for future generations". Alas, what most nation states are bequeathing to their future generations are not very worthy, with massive destruction of nature to satisfy present greeds, mortgaging the future of societies to the humiliating mercy of foreign creditors, malignant social diseases and a chilling sense of insecurity among our children about the future that they see before them.

The role of the state, in order to facilitate and coordinate popular initiatives rather than to dominate over the people, therefore, needs indeed to be redefined. But I suggest that we should not put theory too much ahead of practice. For then, as in the case of democracy and socialism, theory would be abstract and would end up being used by forces with contrary commitments as a ploy to continue domination. The task of social science at the moment is to work with popular movements, and assist

them articulate their own social visions and link with each other to develop broader popular forums for such articulation. The theory of the state, and a theory of how attempt might be made to bring about a desired form of state, should emerge from such processes rather than precede them or be developed independent of them.

REFERENCES

Capra, Fritjof (1983). The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. Bantam Books.

Ekins, Paul (1990). Economy, Ecology, Society, Ethics: A Framework for Analysis—Real Life Economics for a Living Economy. Paper for the Second Annual International Conference on Socio-Economics. George Washington University, Washington DC. USA March 16-18.

Esteva, Gustavo (1990). Towards the Post-development Age? Paper presented at the Foundation Christophe Eckenstein Seminar "Towards the Post-Development Age". Geneva, Switzerland, 5-9 March.

Frank, Andre Gunder and Marta Fuentes (1988): "Nine Theses on Social Movements". IFDA Dossier 63, Jan/Feb 1988.

Friedman, John (1979): "Communalist Society": Some Principles for a Positive Future". IFDA Dossier 11, September.

Lindholm, Stig (1977). Paradigms for Science and Paradigms for Development. Paper presented at the second meeting of the phased seminar "From village to the Global Order". The Dag Hammarskjold Foundation. Uppsala. October.

Rahman, Md. Anisur (1989a): Qualitative Dimensions of Social Development. Paper presented at the Workshop on the Evaluation of Social Development Projects and Programmes in the Third World, Swansea, Wales, U.K. Sept 19-22.

..... (1989b). "People's Self-Development", National Professor Atwar Hussain Memorial Lecture, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 16 October. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.) Vo1. XXXIV, No 2, Dec.

Rahnema, Majid (1990): Poverty. Paper preseted at the Foundation Christophe Eckenstein Seminar reference above.

Robert, Jean (1990). After Development: the Threat of Disvalue. Paper presented at the Fondation Christophe Eckenstein Seminar reference above.

Sachs, Wolfgang (1990): On the Archaeology of the Development Idea. Six Essays. Paper presented at the Christophe Eckenstein Seminar reference above.

Other relevant references are given in Rahman (1989b).

সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভাষণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন–অতীত ও ভবিষ্যত

রেজাউল হক খোন্দকার

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সমিতির এই দ্বি–বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ জানান। এরূপ সম্মান পাবার কি যোগ্যতা আমার আছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আপেক্ষিক বায়োজেষ্ঠ্যতাই বোধ হয় আমাকে এ সম্মান দেবার কারণ। আমিও তা গ্রহণ করে নিয়ে আমার বয়সের উপর ভিত্তি করেই আজকের সভায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ব্যক্ত করব।

মোটামোটিভাবে আমার জীবনের প্রথম তৃতীয়াংশ কেটেছে ব্রিটীশ ভারতে, দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তানে, এবং শেষ তৃতীয়াংশ সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে। প্রত্যেকটি খন্ড কমবেশী ২০ বছরের মত। আর আমার ৪০ বছরের কর্মজীবনের অর্ধেক কেটেছে দেশে ও অর্ধেক বিদেশে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার এই অভিজ্ঞতাকে মূল্যবান মনে করি। তাই, এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকেও আজকের আলোচনার উপাদান কুড়াতে চেষ্টা করব।

আমার বক্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে আমি আমার বিগত জীবনের ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে যে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি তার মূল্যায়ন করব। আর দ্বিতীয় ভাগে আগামী কয়েক দশকে–পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনার উপর ব্যক্তিগত মতামত রাখব।

অতীতের মূল্যায়ন

এই শতাব্দির ৩০ দশকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র আমার চোখে এখনও ভাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বাংলার জীবন ছিল স্থবির। গ্রামাঞ্চলে লোক জন প্রায় নিজের এলাকায়ই তাদের গতিবিধী সীমাবদ্ধ রাখত। কৃষিই ছিল বাংগালী মুসলমানদের প্রায় একমাত্র পেশা। আর নিজের উৎপন্ন ফসলের উপরই নির্ভর করত তাদের জীবন ধারণ। কৃষিতে ব্যবহৃত উৎপাদন পদ্ধতি ছিল সনাতনী এবং উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই নিম্নমানের। তখনকার জনসংখ্যা আজকের তূলনায় এক–তৃতীয়াংশ হলেও খাদ্যে তখনও ঘাটতি ছিল এবং বার্মা থেকে চাল আমদানি করে আমাদের পেট ভরাতে হত। তখনও অনেক ভূমিহীন গ্রামবাসী অনাহারে বা অর্ধাহারে দিনাতিপাত করত। আর প্রায় পরিবারই ছিল আসবাবপত্র বিহীন। বস্ত্র–পরিধান ছিল খুবই সীমিত–গ্রামের বাজারে দেখা যেত লোকজন শুধু লুঙ্গি বা ধুতি পড়ে এসেছে; গা খালি, কাঁধে হয়তোবা একটা গামছা। আর জুতার ব্যবহার প্রায় ছিলই না।

আর্থিক এই দুরাবস্থার উপর ছিল জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনের উৎপীড়ণ। বৃটিশরা শাসক হলেও জমিদাররাই প্রজার জীবনের উপর অধিকার বিস্তার করে রাখত; আর মহাজনের কাছে দেনার দায়ে দরিদ্র চাষী ছিল প্রাণান্ত।

বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রায় ছিলই না। স্কুল–বয়সী ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত না। অনেক স্থানে নাগালের মধ্যে কোন স্কুল ছিলই না। স্কুল থাকলেও অনেকের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব ছিল। আর সনাতনী জীবনধারণের পক্ষে শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও মনে করা হত না।

আমার বাল্য জীবনে গ্রামাঞ্চলে হাই স্কুল পাশ মুসলমান খুব কমই দেখেছি, আর কলেজ পাশ প্রায় ছিলই না। অবশ্য গুটি কয়েক আন্ডার–মেট্রিক বা আন্ডার–গ্রাজুয়েট যোগ্যতার বড়াই করত। এটা ছিল অবশ্য কেবল মুসলিম সমাজের চিত্র। অন্যদিকে, হিন্দুরা ছিল সর্বদিক দিয়ে অনেক উন্নত। শিক্ষকতা, ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি পেশা অনেকটা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চিকিৎসার তেমন সুব্যবস্থা ছিলনা। গ্রামে সুদূরে দু'একজন আধা–ডাক্তার হয়ত পাওয়া যেত, তবে তাদের অধিকাংশই ছিল অমুসলমান। মৃত্যুর হার ছিল অধিক। প্রায় পরিবারেই যতজন শিশু জন্মগ্রহণ করত তার প্রায় অর্ধেক শিশু অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করত। পানীয়জল বলতে বিশিষ্ট কিছু ছিল না। পুকুর বা নদীর জলেই ধোওয়া, নাওয়া ও পান করা সবই চলত। কোন কোন গ্রামে হয়ত দু'একটা টিউবওয়েল ছিল। তবে তার জল পান তেমন জনপ্রিয় ছিল না। বিদ্যুৎ ছিল গ্রামবাসীর জন্য এক অদেখা বস্তু, আর শহরেও তা ছিল সীমিত।

বাড়ী ঘরও ছিল অত্যন্ত দরিদ্রমানের। শনের ঘরই ছিল সাধারণ আবাস; টিনের ঘর ছিল সীমিত স্বচ্ছলতার নিদর্শন। অনেক পরিবারই মেঝেতে শুয়ে নিদ্রা যেত–কাঠের চৌকি ছিল কেবল অল্পকয়েক বাড়ীতে। আসবাব পত্রের মধ্যে ঘটি বাটির বেশী তেমন কিছু ছিল না। রান্না হত বেশীর ভাগ মাটির হাড়িতে; ধানের অবশিষ্ট নাড়া, শুকনা পাতা অথবা কুঁড়িয়ে আনা শুকনা গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুড়িয়ে। অনেক পরিবারে খাওয়া–দাওয়াও চলত মাটির পাত্রে।

রাস্তাঘাট প্রায় ছিলই না। নৌকাই ছিল গ্রামাঞ্চলে একমাত্র পরিবহণ। গৃহবধুর অপেক্ষা করতে হত বর্ষাকালের জন্য বাপের বাড়ী নায়র যেতে। শুকনা কালে যাতায়াত ছিল পায়ে হাটার দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নদীপথ থাকলেও জলের গভীরতা অনেকস্থলে নৌকা চলাচলের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। অবশ্য, সেকালে লোকজন তার নিজের এলাকার বাইরে খুব কমই চলাচল করত।

এই হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার গ্রাম বাংলার চিত্র। এরূপ চিত্র বোধ হয় কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজ করছিল। দুই–তিন শতাব্দী পূর্বেকার বাংলার যে চিত্র পুস্তক পুস্তিকায় পাওয়া যায় সে চিত্র আর বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ দশকের চিত্র প্রায় একই রূপ। তাতেই মনে হয় যে বাংলার জীবন–ধারণ ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিতভাবে অনুন্নত ছিল। এই অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে গত ৫০ বছরে পরিবর্তন ও অগ্রগতির একটা পরিমাপ পাওয়া যাবে।

এবার একটু বলি ঢাকা শহরের কথা। এ শহরেই আমার জন্ম, তাই বাল্যকাল থেকে ঢাকা আমার কাছে বেশ পরিচিত। ঢাকা ছিল জেলা শহর এবং খুবই সেকেলে। রাস্তার মাধ্যমে যোগাযোগ শুধু নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে রাস্তা শেষ হত যেখানে আজ

শেরাটান হোটেল অবস্থিত। কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে কুর্মিটোলায় বিমানঘাটি নির্মানের ফলে এ রাস্তা টঙ্গি পর্যন্ত প্রসারিত ও পাকা করা হয়। আজকের শেরাটন ও সোনারগাও হোটেলের মধ্যবর্তী স্থানে তখন ছিল ঘন জঙ্গল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান, তবে তার ছাত্রের অধিকাংশ এবং শিক্ষকের প্রায় সকলেই ছিলেন অমুসলমান।

ত্রিশ দশকের বাংলার এই চিত্রের সাথে আজকের বাংলার চিত্র তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে কয়েক শতাব্দী কাল অনড় থাকার পর গত ৫০ বছরে বাংলার চিত্রে চমকপ্রদ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজ সারাদেশে যোগাযোগের সুব্যবস্থা হয়েছে। উপজেলা শহরে পর্যন্ত গাড়ী করে পৌছা যায়। নানা পেশায় বাংগালী মুসলমান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্কুল কলেজে ছাত্রের সংকুলান হচ্ছে না। জীবনধারনের মানেও অনেক উন্নতি হয়েছে। খাবারে প্রকারভেদ অনেক বেড়েছে। এককালে শহরে পর্যন্ত রেডিওর ব্যবহার কম ছিল; আজ রেডিও, টেলিভিশন এমনকি ভি, সি, আর গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। শহরের বিপনীসমূহ ভোগ্যপণ্যে ভরপুর। ছাত্রাবস্থায় আমার নিবাস সোনারগা হতে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ট্রেনে করে ঢাকা আসতে প্রায় সারাদিন লেগে যেত; আজ ৪০ মিনিটে সরাসরি গাড়ী করে এ দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সোনারগায়ের গ্রামাঞ্চলেও আজ অনেক টেলিফোন হয়েছে; ত্রিশ দশকে শহরেও টেলিফোন ছিল বিরল আর গ্রামের লোক টেলিফোন যন্ত্র দেখেইনি।

আমরা গত ৫০ বছরে কতদূর উন্নতি সাধন করেছি তা সম্যক উপলব্ধি করছিনা। কারণ, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা এখনও অনেক দরিদ্রতর। অন্যান্য দেশ আমাদের তুলনায় আরও দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাই, আমাদের জীবনধারণের মান এখনও আপেক্ষিকভাবে খুবই অনুন্নত। কিন্তু ত্রিশ দশক থেকে আমাদের অগ্রগতি অতীতের প্রেক্ষিতে অতুলনীয়।

গত ৫০ বছরে অর্থনৈতিক উন্নতির এই যে বর্ণনা দিলাম তা সঠিক হলেও আমার শ্রোতৃমন্ডলির অনেকে আমার এই উজ্জল চিত্রকে সহজে মেনে নিতে চাবে না। তার কারণ আজও বাংলাদেশ দারিদ্রে জর্জরিত। কেবল পাশ্চাত্যের তুলনায় নয়, এশিয়ার অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু অতীতের তুলনায় আমরা–অর্থাৎ বাংলার মুসলমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি লাভ করেছি, একথা উপলব্ধি না করলে ভবিষ্যতে অগ্রগতির পথ নির্দেশনায় অসুবিধা হবে বলেই আমার মনে হয়।

অনেক আগেই জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ আর মহাজনের আর্থিক আগ্রাসনের অবসান হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালেই সীমীত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সুযোগে মহাজনদের কাছে দরিদ্র চাষীর ঋণের বোঝার লাঘব সাধন সম্ভব হয়। আর ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হবার সাথে সাথেই জমিদারী প্রথার অবসান সম্ভব হয়। বাংলার জমিদারদের অধিকাংশ ছিলেন অমুসলমান, আর তারা পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ায় জমিদারী প্রথার অবলোপ সহজ হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার সাধন সুগম করে। অবশ্য, আজও সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিপীড়নমুক্ত নয়, তবে এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে বিগত ৪০–৫০ বছরের তুলনায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আজ অনেক বেশী মুক্ত।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

এবারে আসছি ভবিষ্যতে সম্ভাবনার আলোচনায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়া খুবই সাহসিকতার পরিচয়। দেশের বিশাল জনগোষ্টির প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের প্রাপ্ততা খুবই অপর্যাপ্ত। দারিদ্র দেশময় প্রসারিত। বিনিয়োগের প্রয়োজন জাতীয় সঞ্চয়ের কয়েকগুন এবং বর্তমানে বিনিয়োগ প্রায় সর্বাংশে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কাছাকাছি রয়েছে। সার্বিকভাবে এরূপ অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সম্বন্ধে খুব একটা আশাবাদী হওয়া কঠিন।

তবুও আমি আশাবাদী। অবশ্য, এই আশাবাদের পক্ষে তেমন জোড়ালো যুক্তি দেখাতে পারব না। অনেকটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এই আশাবাদ পোষণ করছি। তবু বলছি কেন আমি আশাবাদী।

আমার বিশ্বাস যে, আমাদের মানব সম্পদের বিকাশ ও রূপান্তর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করবে। মানব সম্পদের উন্নয়নে আমরা গত কয়েক দশকে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছি। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটীশ শাসনের অবসান হয় তখনকার বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিল না। প্রশাসন ক্ষেত্রে উপ–সচিবের উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা এবং জেলা ও বিভাগীয় কমিশনার প্রায় সকলেই ছিলেন অবাংগালী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন অবাংগালী আর অমুসলমান অধ্যপকেরা প্রস্থান করার পর কয়েক বছর শিক্ষকের স্বল্পতা বিরাজ করেছে। সব পেশায়ই যোগ্য লোকের অভাব ছিল। ব্যবসা–বাণিজ্যও ছিল অবাংগালীর হাতে। শিল্পক্ষেত্রে অবাংগালীরা কেবল পূজীর মালিকই ছিলনা, শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায় ও কারিগরী ক্ষেত্রেও অবাংগালীদের ছিল আধিপত্য।

সর্বক্ষেত্রে মানবসম্পদের উন্নয়নের এই নিম্নমান যা ১৯৪৭ সালে বিরাজ করছিল সে থেকে ১৯৭১ সালে সার্বভৌমত্ব লাভ করা পর্যন্ত বাংলাদেশ জনশক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। লক্ষনীয় যে, ১৯৪৯ সালে যে সব বাংলাদেশী প্রথম কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন ১৯৬৯–৭০ সালে তাদের অনেকে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হবার পরই বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব লাভ করে। একইরূপে, ১৯৪৭ সালে যখন সামরিক অফিসার ক্যাডারে বাংগালী মুসলমান প্রায় ছিলই না সে সময় থেকে সামরিক পেশায় যে সব বাংগালী যোগদান করেন তাদের মধ্যে কতিপয় জেনারেলের পদে উন্নীত হবার পর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আসে। এক কথায়, ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের জনশক্তির মান দেশ পরিচালনার জন্য নেহায়েত অপর্যাপ্ত ছিল। সে অবস্থা থেকে দুই দশকের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার চাহিদা মিটিয়ে যোগ্যলোকের সরবরাহ চাহিদাকে ছাড়িয়ে গেছে। সর্বক্ষেত্রে যোগ্যলোকের অভাব থাকায় প্রথম দুই দশকে আমরা অনেকেই আপেক্ষিকভাবে সহজেই উচ্চপদের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্নরূপ। চাকুরী বা পেশায় সংরক্ষিত বাজারের (প্রটেকটেড মার্কেট) পরিবর্তে আজ কঠিনপ্রতিযোগীতা।

মানবসম্পদের বিকাশে আরও দ্রুত অগ্রগতির উপরই নির্ভর করবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত। এ পর্যন্ত যতটা উন্নতি হয়েছে তা দেশের অভাব পূরণে যথেষ্ট হলেও

ভবিষ্যতে এই উন্নতির হার দ্রুততর এবং তার রূপ বিশেষভাবে পরিবর্তিত না হলে দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবে না। আমার বিশ্বাস আগামী দিনের প্রজন্মদের পক্ষে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা সম্ভব হবে। প্রয়োজনের তাগিদেই তারা মরিয়া হয়ে দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হবে।

তবে মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন ক্ষমতায় মৌলিক রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত এ সম্ভাবনা বাস্তবায়ীত হবে না। গত কয়েক দশকে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী ও পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের অভাব থাকায় চিরাচরিত শিক্ষা ও দক্ষতার জোরেই কর্মসংস্থান করে নেয়া সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আর হবে না। কর্মের বাজারে এখন চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী এবং তা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে, সরকারী ও বেসরকারী খাতে, চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে। তাই, ভবিষ্যত মানব সম্পদের উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রয়োগ এমনটি হতে হবে যার ফলে সার্বিক উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে চাহিদার প্রসারতা সৃষ্টি হয়।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের আগামী প্রজন্মরা তাদের কর্মদক্ষতায় এরূপ মৌলিক রূপান্তর সাধনে সক্ষম হবে। সৃজনশীলতায়, উদ্ভাবন ক্ষমতায় ও লাভজনক উদ্যোগ ও উদ্যমে তারা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে ব্রতী হবে এবং সফলতা দেখাতে পারবে। চিরাচরিত প্রক্রিয়া স্থান করে দিবে আধুনিক প্রক্রিয়ার জন্য। এককথায় প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আসতে হবে এক বিপ্লব।

নিজের মনেই প্রশ্ন জাগেঃ আজকার বিরাজমান সমাজচিত্রের প্রেক্ষিতে কর্মক্ষমতায়, প্রযুক্তিতে ও উদ্ভাবনায় এরূপ মৌলিক রূপান্তর সম্ভব কি? স্বাভাবিক উত্তর নেতিবাচক। সমাজ জীবন আজ বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত। সাধারণ মনোভাব সৃজনশীলতার পরিপন্থী। সমষ্ঠিগতভাবে দেশ যেমন বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তিগতভাবে লোক সরকার বা অন্যের মুখাপেক্ষী। যদি আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাই, অথবা এমনকি বার্মা ডিঙ্গিয়ে নিকটবর্তী পূর্বদিকের দেশের দিকে তাকাই–যেমন থাইল্যান্ড, মালয়েশীয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া ও তাইওয়ান–তবে সহজেই অনুমান করতে পারি যে জনশক্তির দক্ষতাই শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথার্থ নয়, তার মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধ উৎপাদনশীলতার উপর বিস্তর প্রভাব রাখে। বাংলাদেশের মানুষ এখনও বিতর্কমুখী; সমালোচনামুখী, অভিযোগমুখী ও অন্যের মুখাপেক্ষী। নিজের বিফলতার জন্য নিজকে দায়ী না করে অন্যকে দায়ী করতে বেশী প্রবন। এই মনোভাব নিশ্চয়ই সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপন্থী নয়।[১]

বাংলাদেশের মানবসম্পদ ও জনশক্তিতে প্রকৃতিগত ও মৌলিক রূপান্তর সম্ভব হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই রূপান্তর হতে হবে দু'প্রকারের। প্রথমতঃ উদ্ভাবন ক্ষমতা ও প্রযুক্তির বিকাশ হবে জন–সম্পদের প্রধান উপাদান। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগ হবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষ প্রক্রিয়া। উদ্যোগ হতে হবে বাজারমুখী, আর বাজার হতে হবে বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ উৎপাদন হতে হবে বিশ্ববাজারে রপ্তানীমুখী। বাজার থাকলে বাংলাদেশী উদ্যোগ সফলতা দেখাতে পারে তার প্রমান আগেই পাওয়া গেছে পোষাক শিল্পের সাফল্যে। বর্তমানে বিশ্ববাজার

১. এ প্রসঙ্গে জনৈক মতিয়ুর রহমান লিখিত Bangladesh Today: An Indictment and a Lament নামক পুস্তকে বাংলাদেশী চরিত্রের যে চরম বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা উদ্ধৃত করছিঃ "A Bengali Muslim is an incorrigible romantic, incurably fond of myths and fancies, strangely indifferent to realites, generally indolent and apethetic, but capable of incredible feats of negative heroism".

দ্রুত প্রসারমান। ১৯৯২ সাল থেকে পশ্চিম ইউরোপ হবে একক বাজার আর দ্রুত বিবর্তমান পূর্ব–ইউরোপ খুলে দিতে পারে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার। নিকট প্রতিচ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশীয়া, মালয়েশীয়া ও ফিলিপিনের বাজার ক্রম প্রসারমান। এসব বাজারে রপ্তানী নির্ভর করবে আমাদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতার উপর। আর এই প্রতিযোগিতা ক্ষমতা নির্ভর করবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ও উদ্ভাবনায় আমাদের দক্ষতার উপর। ব্যক্তিগত উদ্যোগই হবে এ সম্ভাবনার চাবীকাঠি। সরকারের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। সরকারকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে নীতি নির্ধারণে, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ও রপ্তানী বাণিজ্যে আমাদের প্রতিযোগিতায় সহায়ক হবে। তবে, সফলতা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মেধা ও দক্ষতার উপর।

আমার বিশ্বাস এরূপ বিবর্তন সম্ভব। তবে, বর্তমানে বিরাজমান সমাজচিত্রে আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ সম্ভাবনা বাস্তবায়ীত হবে না। আর সমাজচিত্রে এরূপ মৌলিক পরিবর্তন এক প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব হবে না। আজকের কিশোর ও তরুন আর আগামীদিনের প্রজন্ম বর্তমানের নেতিবাচক মনোভাব ও প্রবনতাকে প্রতিযোগীতার তাগিদে বর্জন করে নব উদ্যোগ ও উদ্ভাবনায় সফলতা দেখাতে পারবে বলেই আমার মনে হয়। বিগত ৫০ বছরের উন্নতির চিত্র আগেই এঁকেছি। আগামী ৫০ বছরে উল্লেখিত সম্ভাবনা বাস্তবায়ীত করতে পারব। চলতি দশকের শেষে, অর্থাৎ আগামী শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের মানবসম্পদের রূপান্তর শুরু হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক মনোভাবে পরিবর্তন এখন থেকেই। অবশ্য আমার প্রজন্ম শেষ হতে চলেছে। পরের প্রজন্মে এ পরিবর্তনের সূচনা হবে। আগামী ১৫ বছরে এই পরিবর্তন গতিশীলতা লাভ করে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নত ও সদা–অগ্রসরমান করতে পারবে। এটাই আমার আশা ও বিশ্বাস।

SPECIAL ADDRESS

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN HISTORICAL PERSPECTIVE : LESSONS FOR BANGLADESH

REHMAN SOBHAN*

INTRODUCTION

The Bangladesh Anti-autocracy Movement in Historical Perspective.

The fall of the regime of President Ershad which had ruled Bangladesh since March, 1982 in the face of a mass movement is of some historical significance. To place the present movement in Bangladesh in some historical perspective it is useful to recollect that since the end of the Second World War entrenched autocracies were compelled to abdicate power in the face of popular mobilisations in only four Third World countries, viz. Iran, Philippines, Nepal and Bangladesh. In all other cases we have observed that the transition from an autocratic regime came either through armed insurgency and/or civil war or through the armed forces whether under popular pressure or in their institutional interest agreeing to transfer power to civilian regimes through free elections. In the case of the Philippines, at the final stage of the anti-Marcos movement a segment of the armed forces under the present Defence Minister, General Fidel Ramos, joined the anti-Marcos Movement in the streets thereby dividing the loyalties of the armed forces from the Marcos regime. In the case of Iran, mass mobilisation against the Shah was of such intensity that conditions of armed insurgencey and civil war prevailed between the army acting in defence of the Shah and the people. Thus the popular mobilisation in Nepal which compelled the monarchy to accept a transitional government led by the leading democratic parties, to frame a constitution vesting power in the people, comes closest of Bangladesh's experience with mass mobilisation in terms of its features and outcome. However, the Nepalese movement was more protracted and violent due to the incumbent regime's use of the armed forces to suppress the movement. In this sense in Bangladesh, notwithstaning the large number's of brave students and ordinary people who fell victim to acts of state terrorism in the anti-Ershad Government, the final denoucement of the autocratic regime was relatively peaceful.

---

* Former Director General, Bangladesh Institute of Development Studies

The world's attention is now focused on whether Bangladesh can effect the transition from a long period of autocratic rule to a viable democratic policy. The mere holding of free and fair elections on 27 February, 1991 and the swearing in of the first new Government to hold state office through the direct outcome of a free election does not guarantee the durability of the democratic experiment. There are many third world democracies which have been forced from office by unconstitutional coup d'etats. This paper thus argues that a central factor in determining the outcome of the return to democratic politics in Bangladesh will depend on how the elected Government handles its development agenda. Contemporary third world experience points to the symbiotic linkage between democracy and development. This paper will thus attempt to place this relationship in some historical perspective before it. In conclusion, it addresses itself to the specifics of this relationship for Bangladesh in the 1990's.

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN HISTORICAL PERSPECTIVE

The Democratic Tradition.

Democracy has not been the normal order of governance in Third World countries. A review of the broad spectrum of such countries would indicate that not more than 22 countries could pass muster today under any acceptable definition of democracy. These include, in Asia, and Philippines, Republic of Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Pakistan in Africa, Zimbabwe, Senegal, Nammibia and Tunisia; and in Latin America and the Caribbean, Argentina, Peru, Brazil, Uruguay, Ecuador, Venezula, Colombia, Chile, Jamaica, Trinidad and Barbados. Of these, Singapore, Malaysia, Senegal and Zimbabwe are for all practical purposes one-party states with no discernible opposition. Whilst, Thailand, Philippines, Pakistan, Brazil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile and Peru have lived through long episodes of military rule and have only recently replaced military/authoritarian regimes through free elections. This indicates that only seven states in the entire Third World: India, Sri Lanka, Venezuela, Colombia, Jamaica, Barbados and Trinidad have any durable acquaintance with democracy. Of these, the democratic order in Sri Lanka and Colombia are under severe threat by armed insurgency or the power of the drug mafia.

Yet the urge for democracy remains strong as may be witnessed by the popular mobilizations which overthrew established oligarchies, as in Iran, Philippines, Nicaragua, Ethiopia, or kept the military/authoritarian regimes under pressure to expand democratic opportunities, as in Chile, Argentina, Brazil, Urguay, Tunisia, Algeria, Morocco, Egypt, Jordan, Pakistan, Nepal, Burma, Republic of Korea, People's Repunlic of China and Taiwan Province of China. Of the above cases in Latin America and in South Asia,

Burma and the Philippines, democratic cultures which had been usurped by military/authoritarian regimes have kept challenging such systems, though not always with complete success.

Democracy and Popular Mobilization

In no case has a democratic transition from authoritarian rule been effected without pressure from popular mobilizations, though in most cases it has been the contraditions and weaknesses within the authoritarian regimes which have been the immediate motive force underlying the democratic transition. But in all such cases, had there been no democratic trasition and/or mobilization, it is unlikely that such a transition would have been feasible. In a large number of Third World countries, such popular mobilizations underlay the anticolonial struggle or were instrumental in overthrowing long established authoritarian/autocratic systems.

The anti-colonial movements founded on popular mobilizations must be distinguished from those where power was transferred by the colonial rulers at their own pace and to suit their own intersets, as largely happened in the African states ruled by France, where only in Guinea did a popular mobilization under Seku Toure challenge the French presence. In other parts of Africa, ruled by the British, Portuguese and Belgians, democratic mobilizations and even armed insurgency, as in the Portuguese territories and Kenya, brought in a new and broader class base to sustain the struggle. Similar forces underwrote the anti-colonial movements of South Asia, Indonesia, People's Democratic Republic of Yemen (PDRY) and the anti-colonial struggles of the Maghreb countries where the challenge to French rule and British hegemony was powerful. In the case of Algeria and Indo-China, such struggles were sustained by armed insurgency. Revolutionary challenges to long established autocracies, as in pre-revolutionary China, Iran, Philippines, Cuba, Nicaragua, Ethiopia, involved large-scale mobilizations and in particular cases, protracted armed struggle before the ancient regime was overthrown.

In parts of the Arab world, as in Egypt, Iraq and Libya, feudal monarchies were overthrown by the junior officers in the army claiming to act in the name of the democratic process. In Egypt, there had been a long established tradition of democratic mobilization first against British hegemony and then against the monarchy which had motivated junior officers such as Gamal Nasser who led the coup. A similar though less developed tradition inflwnced the Iraqi coup in 1958. Such military regimes have indeed initiated some social reforms but have operated through one-party systems.

The above historical perspective on domocratic struggles in the Third world suggests that, whilst authoritarian systems prevail in most of the Third

World, in a large number of such countries an earlier democratic tradition, long suppressed, aspires to assert itself and has over time continued to mount challenges to such authoritarian systems. Such regimes have as a consequnce had to modify their authoritarian style of governance, widen the process of democratic participation or resort to increasingly severe measures of repression.

It is only in those societies where neither the pre-colonial nor post-colonial political process demanded any discernible popular mibilization that authoritarian systems continue without challenge. Even in such regimes, their inner contradictions, corruption, low levels of development and arbitrary forms of governance, create instability, violence and frequent regime changes. In such regimes with low levels of economic performance, dominant authoritarian elites, whether civil, military or ethnic, have often been overthrown by segments of the armed forces, or challenged disaffected segments of the population.

Defining the Problem

How far have these moves away from democratic processes or towards democracy been influenced by the development process and in turn have influenced the pace and direction of development? This proposition needs to address the question of wheather the compulsions of development, demand a retreat from representative pluralist systems, or wheather the weakness of representative institutions constrains the developement process. In turn, it is important to understand how far the nature and outcome of the development process influences the demand for and viability of democratic institutions.

Contradictions between Democracy and Development

At a theoretical level, it is arguable that regimes which came to power wheather through the anti-colonial struggle or against established authoritarian regimes would be sensitive to concerns of the broad coalition of forces mobilized behind the struggle. The duration and militancy of the struggle broadens its base and marginalizes the more privileged segments of the coalition. In post-colonial, anti-authoritarian struggles, the privileged elite tend to indentify or be identified with the authoritarian system and themselves become the target of the mobilization, though in cases where the "maximum leaders", their cronies and family dominate the state and its resources, even the broader segment of the privileged classes may become part of the coalition supporting the democratic mobilization.

Such popular mobilization, once successful, have to be sensitive to the concerns of their constituencies. These may include narrow goals of cheap consumer goods, housing and jobs for the masses, credits, subsidies, permits, import protection and executive office for the privileged segments

of the coalition. In most developing countries with limited reserves and productive capacity, it is difficult to accommodate all these demands in the short run. The poorer and more densely populated the country, the wider the coalition, and the more militant the democratic movement, the wider the gap between expectation and reward.

Such post-colonial post-insurgency regimes are thus placed in a crucial dilemma. To accommodate these demands is a long-run task which demands mobilization of resources,both domestic and external. These resources need to be invested to build a modern infrastructure for development and to enhance productive capacity within a process of structural change. Efficient management of these investments is needed to generate current outputs and reinvestible surpluses.

To this end, open-ended increases in current consumption must be moderated to increase the rate of domestic savings, taxes must be imposed and collected, enterprises must be protected from undue wage demands and labour unrest, the machinery of government and public law enforcement function efficiently and consistently so as to enforce rules, minimize investment costs and maximize generation of the surplus. Where a domestic entrepreneurial class of some maturity and capability exists, the state must be able to channelize public resources and initiate policies to encourage private investment and productive rather than rent-seeking entrepreneurship.

In most cases, democratic regimes swept to power by populist coalitions have been unable in varying degrees to reconcile the potentially conflicting goals of development with the multifarious demands of their political constituencies. Attempts to enhance the consumption and employment expectations of their constituents have led to mounting public expenditures, low levels of public savings, mounting budget deficits, leading to domestic inflation moderated only by the size of the balance of payments deficit. Frustrated wage claims have led to labour militancy, the pressure for employment has led to overmanning of public and even private entreprises with its consequential impact on efficiency and surplus genetation.

In constrast, such regimes seem quite ineffective in redistributing income from the affluent classes to invest in its populist programmes. In societies where such classes are an important presence and may even be a part of the ruling coalition, they evade taxes, default on public loans, and export capital.

The scarcities arising out of insufficient and underutilized productive capacity are often combatted by a regime of controls and permits designed ostensibly to protect the public from inflation. Such regimes tend to lead to

misallocation of resources, bureaucratic corruption and the enhancement of rent-seeking opportunities for the business classes, particularly those who can draw upon their links with the ruling party to acquire control over rent-generating scarce resources. Such a regime with high public expenditures and low revenue-generating abilities is prone to inflation which inevitably erodes its populist support base. Such a regime becomes vulnerable to assult from the once privileged classes disaffected by its populist policies and more recently by its external financiers who, for ideological and political reasons, want to dismantle the populist coalition and replace it with a regime committed to accumulation, economic liberalization, promotion of private entrepreneurship and foreign capital.

The Move from Democratic to Authoritarian Institutions

Populist regimes faced with depreciating popularity, fearing challenges from the left, whether at the polls or through popular mobilizations and from externally sponsored developmentalist coups, themselves move towards authoritarianism. Such apprehensions may, before the event. lead to imposition of one-party states or the immasculation of the legal opposition. This may be followed by curbs, whether by law or force, on free expression, political organization and popular mobililization. Such arbitary measures feed on themselves as arrogation of power to the state and suppression of dissent feed the original excesses of the system which inspired the curbs. Once popular regimes with a wide support base witness a weakening of their links with their constituents, as ruling political parties atrophy into rent-seeking bureaucracies where the forms of representative and participatory institutions replace the substance. The very weakening of these institutions, the loss of contact with the masses, makes it difficult to rally people behind austerity measures or moves to redirect the economy. The progressive loss of support and the consequential erosion of legitimacy expose such regimes to insurrection, assassination and coup d'etats which emerge as a solvent for change in regimes where the democratic opposition tends to be ineffective.

The Developmentalist Coups

Usually such populist regimes fall to "right wing" coups led by the military acting in the name of development and vanquished democratic rights. Such "developmentalist" regimes seized power from populist regimes in Pakistan (1958 and 1977), Indonesia, Turkey, Nigeria, Ghana, Guinea, Brazil, Argentina, Uruguay, Peru and Chile.

Such developmentalist regimes tend to embrace the liberalization package of the World Bank/IMF to promote private enterprise, open up the economy and suppress working-class demands. They, however, have not been particularly successful in mobilization of domestic resources, improving efficiency, building up an innovative and dynamic

entrepreneurial class and in realizing sustained growth through structural change. With some exceptions such as Republic of Korea, Taiwan province and Singapore and, with qualifations, Brazil, such regimes fail to either sustain the development impulse or improve discernibly the conditions of life of the population and end up with massive external dependence accumulated during the liberalization phase, high inflation and unemployment.

The One-party States

Not all populist regimes have been toppled by rightwing coups. Some, such as the regimes in Tanzania and Zambia, have survived as one-party states, where the same problem of economic crisis affecting other populist regimes has been contained by the charisma and durability of the leadership. However, their mounting economic problems, failure to ensure effective participation of the people in the process of planning, development and governance, leads to some alienation in their popular support base and peoples them to become more repressive in order to contain dissent. In recent years, faced with low-performance economies and a weak capacity for domestic resource mobilization, such regimes have been exposed to pressures from their principal aid donors to liberalize their development policies.

Regimes which came to power through popular coup d'etats against entrenched oligarchies, as in Egypt, Algeria, Iraq, have all gone through the same developmental crisis identified above. They have survived in power by initiating, under both external and domestic pressure, their own liberalization package.

The outcome of such initiatives to liberalize the economies without a change in the character of the state, makes the fate of such changes uncertain. Faced with negative reactions from their "populist" constituencies such reforms tend to succum to the inner contradictions of the regime. In the case of Zambia, Algeria and Egypt, the austerity package lead to mass mobilizations against the regime which could only be moderated by their withdrawal and, in the case of Algeria, promises of systemic change towards a more democratic order.

The Non-populist Authoritarian States

Within the one-party states, we have the non-populist varieties such as the monarchies of the Gulf region and such regimes as in Cote d'Ivoire where regimes have remained unchanged for generations. Whilst such regimes have been exposed to substantial developmental pressures leading to some element of structural change, they have been characterized by lack of populist mobilization challenging their authority. Their capacity to ensure substantial increments in levels of living as in the

Gulf states is an important factor but, even in such states as Cote d'Ivoire, tensions arising out of deteriorations in the macro-economy, corruption and inequality precipitate popular pressures. Here the lack of a democratic tradition and use of repression may contain dissent in contrast to the democratic mobilizations which overthrew the monarchy and social order in Iran. Such regimes by definition tend to be more private-sector oriented. But, as in the Gulf states, sudden wealth has massively escalated the role of the state as the prime mover of development. The dynamics of regime change in such societies merits special attention. The contradictions between the aspirations of an educated professional class running the state and the dominant role of a feudal/autocratic regime need to be analysed.

The Revolutionary States

Revolutionary regimes which came to power by overthrowing and entire social order and not just a particular authoritarian system, have their own dynamics. Such revolutions tend to have clearly articulated ideological underpinnings where the mobilization is likely to be directed against a ruling class and not just an individual. Such revolutions as in People's Republic of China, Democratic People's Republic of Korea, Vietnam and Cuba, became one-party states on ideological grounds. The absence of pluralism is to some extent compensated by greater participation through a process of consultation at the work-place and community and by making the reward for work more closely related to effort. Control over productive assets and over the planned use of surplus labour by the state and/or community, make it possible for such regimes to raise the level of domestic investments by enhanced mobilization of savings in cash and kind. The nature of the political and economic system is well suited to this mobilization of resources, without undue public outcry for greater current consumption. Such mobilization of resources can be directed towards realizing growth and structural change in the economy, which can be sustained through reinvestment of the surplus over long periods of time. The moderation of increments in current consumption are compensated by greater security of employment, guaranteed basic needs for all, albeit at a low level, broadening of economic opportunities through universal and democratically accessed education and some visible identification of the link between collective effort and individual reward.

Such systems, whilst useful in promoting structural change and fuller utilization of under or unused factors of productions, may in some cases frustrate more efficient factor use and inhibit some degree of effort and creativity. As such economic systems grow and become more complex and consumer tastes become more diversified and exposed to global consumption standards, there is need for greater flexibility to reduce

reliance on administrative decisions and to fine tune reward more closely to the quality and volume of labour invested in the task.

A system of greater participative democracy is however not a complete substitute for a more representative system which permits public dissent and free political organization. Ossified party and state bureaucracies come to dominate the state and reduce state institutions into formal rather than substantive mechanisms for ensuring popular participation in the institutions of work and governance. Such systems tend to become insensitive to mounting economic problems, changing economic forces and in the perspectives of their people. In such circumstances, the prevailing political order may itself become a fetter on the expansion of productive forces.

The Democracies

The few countries where representative institutions have survived within a plural political system have by no means been models for efficient and equitable development. The democratic order in such states has been no more immune to the emergence of a rent-seeking elite who have indeed thrived within the system of patronage politics where a political elite seeks to intermediate all relations between the people and the rulers. This control over the vote banks is facilitated by rent-seeking opportunities built into the development system. Sectional coalitions operating outside the political system become pressure groups who have to be placated through policy moves and allocation of resources at the cost of investment and productivty.

Such societies breed their own alienation against the institutions of the state and remain exposed to endemic civic unrest, sectarian, sectoral and class struggles undermine political institutions and make them unworkable, as in Sri Lanka, or expose them to usurpation by a criminal class as in Colombia. In such systems, the development process is weakened and the consequential failure to meet the aspirations of the constituents or ensure more effective participation in the systems of governance weakens the viability of democratic institutions and makes it more difficult to restructure the economies towards a more dynamic development path.

The Democratic Transition

We have observed that a variety of authoritarian systems co-habit the Third World. These systems may be derived from popular anti-colonial movements which institutionalized themselves in one party states; popular revolutions or ideological groups, wheather marxist or Islamic, which have opted for one-party states; military groups whether of left or right which either stayed in power or transformed themsevles into civilian authoritarian

regimes as in Egypt, Iraq, Libya, Pakistan under Ayub and Zea ul Haq and Republic of Korea under Park Chung Hee. We also have regimes which remained authoritarian from their inception as in the case of many francophone states in Africa, which have either survived as one-party dominated states as in Cote d'Ivoire, Senegal and Mali or have been ruled by a series of military/authoritarian regimes which have invariably come to power through military coup d'etats.

A number of such regimes have however had to moderate their authoritarian character, put on civilian clothes, progressively widen democratic opportunities and eventually relinquish power through effecting a transition to civilian rule through reasonably free elections. In the last case, the most recent examples include Brazil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Peru, Chile, Turkey, Tunisia, Sudan, Pakistan, Philippines and Republic of Korea.

We have observed that in all such cases where authoritarian regimes have sought to widen participation and eventually relinquish power, they have done so under pressure from popular mobilizations and due to the contradictions within the regime which weaken their authority to rule. How far have such mobilizations been derived from the dynamics of the development process adopted by these regimes?

Developmental Pressures Behind the Transition

In the case of one-party states which have remained in power notwithstanding the popular mobilizations and revolutionary upsurges, the contradiction between catering to popular constituencies and sustaining growth and structural change have already been identified in the experience of such regimes since toppled by coups. The surviving regimes have obviously been more successful at containing popular resistence and keeping the military at bay. But they have themselves had to make concessions moderating their "popular" agenda by accepting Bank/Fund stabilization and adjustment programmes, liberalizing their economies and exposing themselves to external influence, as in the case of the "Infatah" opening initiated by Sadat in Egypt after the death of Gamal Nasser, or in Tanzania or Zambia more recently.

These modifications in development strategy have invariably derived from the contradictions within the populist agenda which have accentuated the economic crisis in these regimes. However, such changes in direction have not always led to political changes. In the case of Algeria and Tanzania, the idea of a move away from the one-party state currently under debate has in part been motivated by their incapacity to sustain a stable development process.

The Transition in Revolutionary Regimes

The revolutionary regimes have faced their own political crises derived from the incapacities of their economies to accelerate improvements in living standards and to sustain the process of participation of the people in the institutions of state. The move towards economic liberalization as a panacea to the weaknesses of the economy has not been matched by the liberalization of the polity towards encouraging dissent, organization and more representative institutions. In all such cases where populist/radical regimes have been under pressure to reform they have in recent years moved towards reducing centralization in the planning of resource use, price reforms and exchange rate adjustments, enterprise autonomy and some element of privatization of economic activity. Such measures have encouraged some socio-economic groups to become more autonomous of the state whilst accentuating contradcitions between different echelons of the state and social groups who have gained or lost from these reforms. Such contradictions have manifested themselves in tensions and demand for greater political participation as in the People's Republic of China and Algeria.

Transition from "Liberal" Authoritarian Systems

The transition from military front regimes to civil/representative systems has its own special features but must obviously have elements in common with populist/authoritarian systems. Such regimes which see themselves as promoting "development" tend to be largely committed to promotion of private entrepreneurship. However, such regimes proved to be no less prone to import substituting industrialization, protectionism, dependent on administrative measures to allocate resources, state participation in the economy and as a source of investment finance, aid dependent and quite conducive to rent-seeking activity. Such a degeneration of the regime tended to derive from the underdevelopment character of the private sector which was expected to be at the centre of their developmentalist strategy. The liberalization of such regimes towards less protectionist systems with prices and exchange rates closer to their equilibrium levels and privatization of public enterprises, is thus a more contemporary phenomenon, originating in the limited capacity of the original authoritarian models to realize sustained growth and structural change.

The liberal models have in common their promotion of private economic activity, perpetuation of economic growth, perpetuation of inequalities and growing external dependence to sustain the development process. However, the more contemporary liberalization model has in most cases led to economic recession, growing unemploy-ment, decline in current consumption of goods and social services. They have not always led to enhancement in savings, investments, sustained growth or even price and balace of payments stabilization.

The deceleration in external resource inflows due to the particular impact of the debt crisis has meant that only a very few countries, such as Republic of Korea, have managed to bring about discernible improvements in their economy. But the Republic of Korea and Taiwan Province were also more successful in making the earlier more controlled and planned developmentalist model effective in realizing sustained growth and structural change.

The dynamics of regime change in such authoritarian systems must obviously derive from the capacity of such regimes to successfully realize their developmentalist goals. Here the experience of such regimes has yielded very few success stories. The success stories in Republic of Korea, Taiwan Province, Singapore, Hong Kong and, within limits, in Indonesia and in the first decade of military rule in Brazil, are few and far between. They all had in common a disciplined and coherent military with clearly articulated group interests and a shared commitment to channel resources to an entrepreneurial class which in all cases except Indonesia was visible and had distinctive innovative capabilities. Access on a large scale to external capital and its participation in the economy and the use of state enterprise to fill the entrepreneurial vacuum became critical variables.

Such regimes were not adverse to using highly coerceive measures to suppress social contradictions and challenges to their allocative strategies. The Republic of Korea and Taiwan eliminated through quite drastic land reforms any challenge from the traditional ruling calsses and could thus more easily lay the roots of an entrepreneurial as opposed to rent-seeking, non-feudal culture.

The transition to democracy in the Republic of Korea and Brazil and pressure for such a transition in Taiwan derivetheir cause from the emergence of a large middle class, high levels of secondary and even tertiary education, which have come out of the development process and a working class which has grown in size and been more concentrated, in the urban centres. Even the business classes have become more autonomous of the state, less dependent on state patronage to sustain rentier incomes and more capable of sustaining their own social reproduction through generation of surpluses from productive investments.

Obviously states such as the Republic of Korea, Taiwan and Singapore,have also been more efficient managers, more sensible in their policy directions and more efficient in their coercive capabilities which gave them a special advantage over less efficient authoritarian states. In such circumstances, popular mobilizations as in the Republic of Korea and Brazil at a time when some element of weakness and weariness in the military due to internicine differences and apprehension for the credibility of the military

as an institution, paved the way for the withdrawal. In Brazil, the intractable nature of the debt crisis alienated the support base of the military amongst the business and wide segments of the middle classes. The logic of withdrawal was thus derived in part from the process of development, in part from the political inheritence of these countries.

In virtually all other cases, the military/authoritarian regimes failed conspicuously to realize significant structural change for sustained development. Privatization and liberalization, accentuated inequalities and in the face of more severe stabilization measures, increased deprivation for broad segments of the population. Low income groups bore the brunt of these measures. But even entrepreneurs were alienated through exposure to import liberalization, tight money, desubsidization and greater exposure to market forces. Many such regimes had deteriorated rapidly into purely rent-seeking states, plagued by corruption, arbitrary and personalized decision-making, inefficient and counter-productive administrations.

Such systems proved particularly prone to social disorder manifested in mobilizations by various social, ethnic, sectoral groups seeking to protect their group interests in a deteriorating economic environment and state of law and order compounded by arbitrary and corrupt law enforcement. Such systems become more prone to coups, assassination and terrorism.

The weakening and disarticulation of the state was however likely to culminate in a substantive democratic transition only if a political mobilization of some power could put sufficient pressure on the regime. Such pressures could lead either to its overthrow or to persuade it to broker a transition if the military as an institution was to be kept intact. This in turn depended on the unity of the democratic opposition, their organizational strength and the credibility of their leadership. The capacity of the parties to draw upon the growing disaffection of organized groups such as students, workers, women, became an important factor in the transition. The fact that armed insurgency may have been challenging the regime further weakened state authority and encouraged them to seek a more peaceable democratic transition.

The Viability of the Democratic Transition

Obviously, the democratic transition is and in many cases has been far from permanent. Pakistan (1971-1977), Turkey, Nigeria, Ghana, and Sudan, have witnessed the overthrow of democratic regimes which succeeded military regimes. Current transitions in Uruguay, Argentina, Pakistan and the Philippines are under threat of overthrow.

In such situations, the development strategy of the post-transitional state is of some importance. Sudan, democratic transition fell under

pressure of its acceptance of IMF austerity programmes as much as its failure to resolve the insurgency in the South. The acceptance of a more liberal development agenda may expose such regimes to the same set of crises which undermined their authoritarian predecessors. In such circumstances the same cycle of forces which brought down the earlier populist regimes could be repeated. In such circumstances the capacity to mobilize popular constituencies on a more durable basis by effecting structural shifts in assets and resources to secure the support of such classes become crucial. The capacity to empower such classes through giving them a genuine stake in the viability of the new order through greater participation and lasting benefits becomes of importance in ensuring the survival of such regimes. In this process, the economic system must demonstrate some macro-economic viability in terms of reducing the external resource gap by raising domestic savings and improving capacity use, if the economy is not to become vulnerable to external pressure and resource scarcities at home.

Here again, the strength of democratic organizations, both political and social has to be built up. Elements of a political concensus within the democratic spectrum on the political rules of the game and the development agenda need to be established if a social base for preserving democratic reforms is to be secured. Obviously the extent to which such policies alienate entrenched social groups who benefited from the old order and the capacity of such groups to mobilize military and external forces in their support becomes important.

The degree of the domestic democratic mobilization must of course expand in direct proportion to the strengh of the authoritarian regime. The strengthening of the military to fight insurgencies as in the Philippines, in Sri Lanka and Sudan, or to cope with presumed external threats as in Turkey, the Republic of Korea and Pakistan, and the strategic stakes of superpowers in strengthening the military in such frontline countries is likely to create severe problems for the viability of the transition. Here the scope for demilitarization of the policy through resolving on-going insurgencies, building peaceful relations with neighbours and withdrawal from the strategie orbit of the superpowers remain important elements in ensuring the durability of the transition.

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN BANGLADESH IN THE 1990

Bangladesh's Inheritance in the 1990's

If we situate the prospective renewal of Bangladesh's experiment with democracy in its wider Third World context it is apparent that the tasks ahead for both sustaining a democratic order and a viable development agenda are severe. Few Third World countries have managed to contain the populist pressures generated by a mass movement and channel it to

building a programme for sustainable development. The tendency to lapse into a high spending, low saving, economy, heavily dependent external resource inflows where donor's acquire an increasing ascendence over the development agenda is writ large in the contemporary history of the Third World.

The new democracies of Latin America in Brazil, Argentina and Peru are all attempting to reconcile their obligations to democratic mandate with the need to tackle inflation, cut their external budget deficits and renew a process of sustained growth.

Bangladesh's new democratic order has if anything a more unfavourable development inheritence. A decade of autocracy has left us a unequally personalised development process where all power and patronage was increasingly centralised and development administration was left without any guiding norms. Allocative decisions tended to be arbitrary and no historical memory accumulated to provide a set of precedents needed to sustain disappeared administration. All cases were unique and determined by the bi-lateral relationship prevailing at a particular moment of time between the dispenser of power and patronage and its recipient. It was thus hardly feasible to build up a system where the development agenda derived less from a set of agreed priorities to utilize scarce resources or indeed from the workings of a free market but depended on whims and material compulsions of the decision makers.

In such circumstances, it becomes more easy to understand how the Bangladesh economy stagnated in the 1980's and become structurally atrophied. It is no less surprising that the rate of investment should decline, the rate of savings degenerate to one of the lowest in the Third World, that revenue collections should remain at an unchanged level over a decade, that the share of current expenditures should in the last half of the 1980's come to exceed that of development expenditure and that foreign aid should come to underwrite virtually the entire development budget.

The Bangladesh economy in the 1980's represented an extreme outcome of a system where public accountability was non-existant, where power and resources derived from above and without and no person or institution remained answerable to the people. The social contract underwriting such a system was thus based on transferring resources to those who could get access to the patronage of the state or could pressurise resources through sectional or personal action from the state. The state in turn could not impose better financial discipline or extract fiscal resources from a society which denied it any legitimacy. Support could thus only be purchased and this also from resources exogenously derived. In such circumstances the development partners have come to aquire extraordinary leverage over the identification of development priorities, formulation of policies and management of the economy. This reflected their growing apprehension that the $ 18 billion sent into Bangladesh was being inefficiently utilised and their lack of confidence in the seriousness, probity and competence of the Government of Bangladesh.

In such circumstances the urge of the donor's who have to draw upon resources voted by their electorates, was in their own interest quite rational. Development aid is no more an open ended relief kitchen where all countries, however, delinquent in their use of resources can lay claim to unrelieved generousity from the donrs. Indeed during the 1990's Bangladesh will have to compete for external resource transfers in an increasingly uncongenial arena for development aid. Today many Third World countries have under compulsion of external debt servicing been transferring resources to the developed world. The United States has in the last decade emerged as the largest absorber of the world's structural surpluses to underwrite its deficit on both budgetary and external accounts. Eastern Europe and even the USSR are now new claiments to the global surpluses whose appetite for capital imports will grow over the 1990's and will out of political necessity have to be accommodated. The progressive degeneration of the economies of Sub-Saharan Africa and the prospect of a post-Aparthied South Africa laying claim to the humanitarian concerns of the developed countries are all likely to leave Bangladesh rather low in the strategic, commercial and humanitarian priorities of the world.

In such circumstances in the 1990's a democratic Bangladesh will have to increasingly look within itself to build an agenda for sustainable development. It will have to learn to mobilise resources both through a more descended and efficient fiscal and monetary system as well as through a variety of unconventional ways based on tapping the underutilised human and material resources of the country. It will have to significantly expand its export capability in an uncongenial environment for world commerce. It will have to reorder its incentive structures to reward risk taking, entrepreneurship, creativity, skills and hard work rather than a class of rent-seekers, commission agents and patronage hunters, who have tended to influence investment priorities for public and private expenditures.

Development Priorities to Sustain Democracy

Such a disciplining of the economy and a reordering of priorities and incentives is in fact only feasible under a democratically elected government. Such a government can initially lay claim to the support of its electorate if it frankly spells out to them the nature of the crisis inherited by the new democratic order and the need to contract a development agenda based no openness and fair play where effort and reward are closely related. If the new political order degenerates into a system where party functionaries, friends and relations of those in power become the new rent seeking elite then the democratic order will remain under threat not just from extra-constitutional forces but from within itself where the society may degenerate into a form of institutionalised anarchy where resources are allocated by contests of force between different interest groups, and even powerful individuals.

If a democratic order is to be sustained in Bangladesh development planners will have to put the concerns of the democratic majority of the poor at the centre of their development agenda. It is this majority whose votes will be solicited in the next two months. If democracy is to mean anything in Bangladesh we must build a political consensus which commits the nation to categorically enunciate a development programme to eradicate poverty by a specific date, possibly the end of this century. We need to do so far three reasons:

i) Poverty is morally unacceptable, particularly in a society such as ours where some people have become enormously wealthy and enjoy First World life styles whilst the majority of their fellow citizens are not guaranteed the minimum decencies of subsistence or human dignity. All major religions of the world preach that poverty is morally repugnant. To the extent that we have for three decades solicited foreign aid in the name of the poor the persistence of poverty in Bangladesh is a fraud against the international community and is indeed increasingly regarded as such by the electorates of aid giving countries.

ii) Poverty is inefficient. Many studies of the agricultural, rural and small industries and services sector in Bangladesh have established that it is the hardworking poor who are the most efficient of our social classes. Their rates of return on capital are the highest, their choice of technology more appropriate to our resource base, their consumption less import—intensive, their willingess to stake their own equity more apparent and their repayment of loans more reliable than the better off sectors of society. To leave the diligence of this class unrewarded, its skills underdeveloped and its capacity to use local resources underutilised is a luxury no poor and externally dependent country such as Bangladesh can afford.

Finally for the large scale industrial sector poverty constrains their market. To eradicate poverty in Bangladesh would expand their domestic markets by creating a level of effective demand which would sustain a major transformation in the fortunes of the manufacturing sector in Bangladesh. Moves to eradicate poverty will thus both stimulate and sustain economic growth and promote a more self-reliant development strategy.

iii) Finally we need to commit ourselevs as a nation to eradicate poverty in order to sustain a democratic polity. Unless a democratically elected party can sustain the support of the democratic majority of the poor by inspiring credibility in a development agenda directed to the poor such a party will face a progressive erosion in the support base of the poor. It may win subsequent elections through patronising vote banks of the rural elite, by demagogy and even coercion but if it cannot deliver on its commitments it will delegitimise itself in the eyes of the poor who are the strongest and most reliable support base for a democratic polity. Once a regime begins to alternate itself from this base it becomes prey to conspiracies against the democratic order from those seeking to arbitrarily seize power. A regime secure in the affections of the democratic poor would be impregnable

against anti-democratic conspiracies and could put the masses into the streets to protect any challenge to the democratic order. Democracy and a development agenda for the poor thus mutually reinforce each other as the basis for a sustainable democratic order.

Conclusion: Seeking a Consensus

In conclusion it must be recognised that the task of sustaining democracy and development in Bangladesh is likely to be formidable. Since the inception of Pakistan in 1947 no transfer of power at the national level in erstwhile Pakistan and after 1971 in Bangladesh has taken place through the balot box. To realise such a transfer of power after 27 February, 1971 when a freely elected Government takes office will be a giant step forward for the people of Bangladesh. For them to sustain this process so that after five years such a Government will be held accountable at the polling stations by the people for their performance in office will be the acid test for the durability of plural institutions.

In similar vein the scope for forging a development agenda which can sustain the democratic process will be a no less formidable task. The malaise of weak economic performance, structural deformity, low savings, mounting external dependence, administrative indiscipline, corruption and lack of accountability originated from the period of Pakistan rule and has been compounded by acts of omission and commission of successive regime in post-liberation Bangladesh. The regime of the 1980's in that sense marks the extreme degeneration of a developmental order which had already been infected years ago. To reverse this process of degeneration of the economy will thus demand a political consensus within Bangladesh which must be underwritten by the full support of the people. The people will have to be clearly told of the crisis we face, the demands to be made on them, the identifiable benefits which can accrue to all the people and particularly to the democratic majority of the poor.

Above all those who exercise state power and this includes both those in Government and opposition at all levels of governance, must demonstrate clearly to the people their credibility to honour their promises, accept the same sacrifices as asked of the people and should consciously and conspicuously move away from the culture of patronage and self aggrandisement associated with the holding of state power. Such a change of directions demands exceptional statesmanship of our prospective leaders which looks beyond party interests and develops a vision of a national interest needed to build the consensus to sustain a development agenda for the forthcoming democratic order.

PRESIDENTIAL SPEECH

EMPOWERING PEOPLE THROUGH EDUCATION

MUZAFFER AHMAD*

INTRODUCTION: LITERACY, CONTINUING EDUCATION AND INTERNATIONAL HESITANCY

World Declaration on Education for All (EFA) has transformed universal basic education into the global enterprise, even though the UN body concerned with Education, Science and Culture has nothing in its constitution to indicate overriding importance of the promotion of literacy throughout the world as its prime concern. Immediately after the World War II, in shaping a multilateral system in the face of emerging military, economic and ideological rivalry and a desire to contain military, economic and racialist excesses, the genuine concern was for peace and progress, rule of law and respect for justice and promotion of international collaboration. Initially the interest of the allies was restricted to reduction of the impact of war devastation on the extent and quality of schooling. But by 1948, the concern of UNESCO was extended to encompass the economic and social advancement of the less developed part of the world. In the world fora, the French were the first to emphasize the importance of ensuring that all peoples might share in the world's full body of knowledge and culture in the belief that a contribution would thereby be made to economic stability, political security and general well-being. However alongside the emphasis on moral solidarity of the intellectuals by the developed nations which did not find an effective outlet, the establishment conference of UNESCO heard the delegates of less developed countries, particularly Colombia and Mexico, who emphasised the need for a World Campaign Against Illiteracy as a pre-condition for achieving the objectives of UNESCO. Mr. Jaime Torres Bodet of Mexico prophetically argued that any form of partiality in education implies disastrous consequences and that being fully convinced of the importance of higher level of living and civilisation, we should evdeavour to make education reach every strata of population. The argument was not only in favour of equality of access to educational opportunities within national boundaries but also equal chancess across the national frontiers. We are far away from the first and even further away from the second.

* Acting President, Bangladesh Economic Association.

UNESCO's explicit interest in an early commitment to literacy lies here, even though it lacked an immediate defition of a consistent and coherent rationale for its purposes and programmes as its scope of activities were increasingly widened, during the course of early deliberations, for political purposes. But importantly it was not designed as an agency with substantive funding activities to achieve even its primary objectives. Thus promotion of literacy was constrained by lack of funds and so-called prohibition on intervention in domestic matters. Even then, Sir Alfred Zimmerman and later Sir Fred Clarke recognised the importance of literacy for accelerating the pace of social change and emphasized the urgent necessity of 'universal schooling for children', 'spread of literacy among adults' and 'community supported mass education'. The first session of general conference of UNESCO resolved that 'the organisation should launch on a world scale, an attack upon ignorance and help to establish a minimum Fundamental Education for all citizens. Sir Julian Huxley broadened the cencept of education and noted the six characteristics as follows: (1) education for individual should be permanent and continuing, (2) education should have social utility, (3) education should be developed on a scientific basis, (4) education should foster full development of human potential, (5) education should be wider than utilitarian, and (6) education should have international humanistic orientation. For Huxley, literacy was 'technically, scientifically, culturally and morally' a pre-requisite for development and progress as well as for fostering social and political consciousness with ready access to accumulated scientific and cultural knowledge through educational process everywhere which alone can develop and transform the society meaningfully.

Mr. Torres Bodet who succeded Huxley articulated two stages of mass campaign against illiteracy. First phase concerned with teacher education, modernisation of teaching techniques and strengthening of the school system. The second phase was enactment of a literacy bill which obligates each educated adult to teach an illiterate and voluntary literacy centres to supplement such person-to-person instruction. He emphasised that all developmental programmes must contain educational provision.

The UNGA, in launching the development decade in December 1961, unambigously noted that mass illiteracy was acting as a break upon the advance, both of individual countries and of human society as a whole, along the path of economic and social progress. The resolution called for concrete and effective measures for eradication of mass illilteracy. In December 1963, a global survey of illiteracy, including recommandations for national campaigns, costs and financing of a global campaign and a proposed programme of multilateral support was published. It noted that available resources are too small and thinly spread. M. Rene Maheu, who

succeeded Mr. Bodet, had to retreat to an Experimental World Literacy Programme (EWLP) and concede to functional literacy in place of universal literacy as USA was opposed to 'plunging into the limitless quicksand of the attack on illiteracy'. The logic behind functional literacy was augmentation of labour productivity through selective technologically oriented education programmes while universal literacy could be made to wait thus constraining large scale human resource development in the less developed countries which had little financial resource to be allocated to education sector. The UNESCO's retreat from universal literacy to pragmatic, selective and experimental approach in the face of non-availability of resources made education available to few in selected trades related to so-called development programmes. The philosophy of liberating man through productive labour and linking education directly to development programmes was acceptable to a broad spectrum of developed nations but it ignored the essence of literacy and education which the founding philosophers of UNESCO had envisaged.

Maheu was followed by M' Bow whose election came in the wake of the first wave of third world assertion in international arena in the context of NIEO based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all states 'which shall correct inequalities and redress existing injustices'. During the crisis years of UNESCO (1974-87), there was no catchall approaches like fundamental education or functional literacy which even though rhetorical had lent to UNESCOs visibility and leadership in matters of literacy. As a consequence of the crisis, the first medium term plan based on EWLP emphasised on the need to adapt literary strategy to divergent demographic, economic and social conditions, enrolment ratio, cultural factors etc. In the absence of a central focus literacy became less prominant in development programmes of the less developed nations. The second medium term plan, conceptualised by Semma Tanguiane, emphasised the need to integrate education and work while literacy effort was seen as part of organically integrated and school-based and out-of-school educational effort. In 1985, it was proclaimed that literacy efforts are in danger of ineffectiveness when conceived and implemented independently of paimary schooling. The idea that emerged was education for all and in it universal primary education and literacy for adults were viewed as complementary efforts. M' Bow seem to have adopted Paulo Fiere's idea that the need is to make each adult an agent of his or her own literacy training. Thus philosophically the emphasis was laid on endogenous development of literacy work which would encompass functionality (in meeting ones immediate needs), participation (in social change) and integration (as a pluri - dimensional being) so that literacy work becomes a work of liberation of man from chains and constraints. This conceptualisation was wide and accorded recognition of the need for

diversity, as a consequence UNESCO embarked upon regional programmes which helped to offset vagueness of the conceptualisation in the regular programmes.

In its endeavour to be morally and politically neutral, UNESCO, despite such rhetoric emphasizing cultural, humanistic and spiritual dimensions, did in practice fell back upon the steady, intensive and rigorous introduction and adaptation of the individuals to the world of technique in formulating its literacy programme. But its education philosophy has always embodied a rejection of the idea that 'education is merely the transfer of knowledge and skills', that it is 'undertaken perimarily to meet economic needs' and that its major function is to 'reproduce from one gneration to the next the cultural and economic characteristics of a society'.

One has to see World Declaration (WD) adopted at the world conference on EFA in the context of this complex history of literacy programmes of UNESCO. Literacy as a basic human right and education as investment to create productive capacity have sustainable political appeal. In world declaration it is not difficult to find the echo of Huxley, Bodet, Maheu and M'Bow. WD has recognised ever increasing complexity due to economic stagnation, widening disparity, rapid population growth for the developing countries, and stressed the need for higher allocation of resources to education. It speaks in terms of basic learning needs which comprise both essential learning tools (such as lilteracy, numeracy etc.) and basic learning content (such as knowledge, skills, values etc.). The declaration recognise the variation that is needed from country to country as articulated during the earlier years. The objective of such educational development has been couched in traditional UNESCO format of respecting cultural and spiritual heritage, of furthering the cause of social justice and tolerence, of ensuring respect for humanistic values and human rights for peace and solidarity. One may wonder whether such traditional jargonistic qualification could be used to delay EFA as it did in the past.

The vision of basic learning needs for all encompasses universalizing access and promoting equity (Bodet), focusing on learning instead of teaching (Maheu), broadening the means and scope of basic education (Huxley), enhancing the environment for learning (Zimmeman & Clark) and strengthening partership (M' Bow). The emphasis on primary schooling as the main delivery system is again derived from Zimmerman and Maheu. The recognition of the diverse learning needs of youth and adults had found articultation in Bodet and Clarke.

WD has gone on record for reemphasizing the need for supportive policies in the social, cultural and economic sectors, mobilizing resources internally and internationally and declaring attainment of universal basic

education as a common and universal human responsibility. In this sense one is tempted to conclude that WD is fundamentally a reassertion and integration of the ideas articulated by UNESCO over the last forty years.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN ASIA AND PACIFIC REGION

As would be expected, there is a wide variation in effort and achievement in the education sector in the Asia and the Pacific region; both absolutely and relatively. The World Development Report (WDR) classifies the countries into four groups, including one-subgroup, according to GNP per capita. In the low income economies, we find as many as 12 (of 42) countries of this region, amongst the lower middle income countries there are 4 (of 37), amongst the upper middle income group there are 1 (of 17) and amongst high income economies there are 2 (of 25). Per capita GNP for 1988 varies from US $ 170 for Bangladesh to US $ 9220 for Singapore. More relevantly Human Development Report (HDR) has classified the countries into three groups in terms of Human Development Index. Of the 44 low human development group countries 6 are from this region, of the 40 medium group 9 are from this region, and of the 46 high human development group 7 are from this region. The HDI index varies from 0.236 for Bhutan to 0.936 for Hong Kong.

Table-1: The Regional Diversity in Economic, Educational and Human Development

Country	Nominal Per Capita GNP	Rank as per Nominal GNP	HDI index	Real GDP Rank (IPPP)	HDI Rank	Adult Literacy Rate (85)	Literacy Deprivation
Bangladesh	170	5	0.318	6	23	33	0.76
Bhutan	180	9	0.236	3	12	25	0.86
Nepal	180	11	0.273	8	17	26	0.84
China	330	21	0.716	22	66	69	0.23
India	340	22	0.439	25	37	43	0.60
Pakistan	340	23	0.423	33	36	30	0.80
Sri Lanka	420	31	0.789	38	83	87	0.15
Indonesia	440	34	0.591	44	54	74	0.59
Philippines	630	44	0.714	46	65	86	0.39
PNG	810	51	0.471	50	39	45	0.63
Thailand	1000	57	0.783	55	78	91	0.10
Malaysia	1940	74	0.800	80	85	74	0.30
Korea	3600	89	0.903	92	97	95	0.06
Singapore	9070	101	0.899	110	96	86	0.16
Hong Kong	9220	102	0.936	111	105	88	0.14

Source : WDR (90) and HDR (90)

It is evident from the Table I that the correlation between nominal GDP and HDI index in positive but not perfect, same is true about correlation between real GDP (PPP) and HDI or between nominal or real per capita income and adult literacy rate or literacy deprivation index. To put it differently, higher per capita income is generally associated with higher HDI index, but even at lower per capita income level hgher HDI and higher adult literacy rate is attainable.

This brings us to the issue of resource allocation for education in general and to primary education in particular. Here again, the countries persented in table I shows great diversity. The expenditure on education as a percentage of GNP is lowest in the Philippines (1.7%) and highest in Malaysia (7.9%). However, expenditure on education as a percentage of central government expenditure varies from a low 2.6% for Pakistan to a high 19.3% for Thailand. Further, expenditure on primary education as a percentage of total education expenditure varies from a low 35.1% for Nepal to a high 93.5% for Sri Lanka. Again no linear correlation is evident. However, given the level of development per se, higher the resources devoted to education and in that to primary education, higher is the adult literacy and gross primary enrolment rate.

Table - 2 : Regional Diversity in Expenditure on Education and Attainments in Education

Country	Education Expenditure as % of GNP (86)	Education Expenditure as % of Centl. Govt. exp (88)	Primary Education exp. as %. of Total Ed. Exp. (88)	Adult Lit. Rate (85)	Gross Pry Enrolment (87)
Bangladesh	2.2	14.8	39.1	33	59
Bhutan	—	—	—	25	24
Nepal	2.8	10.9	35.7	26	82
China	2.7	—	28.5	69	132
India	3.4	2.9	43.3	43	98
Pakistan	2.2	2.6	40.2	30	52
Sri Lanka	3.6	7.8	93.5	87	104
Indonesia	3.5	10.0	—	74	118
Philippines	1.7	15.7	61.8	86	106
PNG	5.6	15.9	—	45	70
Thailand	4.1	19.3	59.0	91	95
Malaysia	7.9	23.4	37.9	74	102
Korea	4.5	19.0	—	95	101
Singapore	5.2	14.4	28.7	86	105
Hong Kong	—	—	31.4	88	106

Source : WDR (90) and HDR (90)

The relation between percentage of people below poverty line or gini coefficient with adult literacy rate of gross enrolment rate of male or female is not linear. Even then in general the countries with higher incidence of poverty has in general higher incidence of illiteracy and lower female participation in primary education. The drop-out rate is also high for countries with high incidence of poverty. Further progression from primary to secondary and from secondary to tertiary drops off sharply for countries with higher incidence of poverty and this is more so for females than males.

Table-3 : Poverty, Adult Literacy, Primary School Enrolment in the Region

Country	Percentage of People below poverty line	Gini coeff	Adult literacy	Literacy deprivation	Gross enrolment rate (87)			Dropout rate
					M	F	T	
Bangladesh	86	0.39	33	0.76	76	64	59	80
Bhutan	—	—	25	0.86	31	20	24	—
Nepal	61	0.53	26	0.84	104	47	82	73
China	08	—	69	0.23	140	124	132	32
India	48	0.42	43	0.66	113	81	98	—
Pakistan	32	0.36	30	0.80	51	28	52	51
Sri Lanka	—	0.57	87	0.15	105	99	104	12
Indonesia	39	0.31	74	0.59	120	115	118	20
Philippines	58	0.45	86	0.39	105	107	106	25
PNG	67	—	45	0.63	75	64	70	33
Thailand	29	0.47	91	0.10	—	—	95	36
Malaysia	27	0.48	74	0.30	102	102	102	03
Korea	16	0.36	95	0.06	104	104	101	01
Singapore	—	0.42	86	0.16	118	113	105	05
Hong Kong	—	0.45	88	0.14	106	105	106	02

Source : WDR (90) and HDR (90)

ROLE OF HIGHER EDUCATION IN EMPOWERING PEOPLE WITH EDUCATION

It will be noticed that Framework of Action (FA) does not accredit any explicit role to Higher Education for meeting Basic Learning Needs (BLN). WD however mentions higher education as a beneficiary of the sound basic education. This is the carry over of the legacy of the tradition where higher education has demonstrated, even in the recent years, an inherent tendency to behave as a closed system, as the persuit of knowledge for its own sake, because of its ability to be energized from within the academia. The world of affairs related to vocationalism and technology were largely kept apart for many many years. Even when the tradition of liberal education yielded to discipline based education, higher education remained concerned with abstraction and generality where the basic drive is towards the validation of the basic disciplines. Such a tradition not only created barriers restricting interaction with industry, commerce and perfession on

the one hand but also fragmanted horizontally and vertically the education system which ideally should be considered as an organic whole.

However this remoteness of higher education is flawed not only because serious academic enquiry should take place within a real world context so as to be subject to empirical test wherever possible but also because higher education being highly subsidised is obligated to provide public service and must concern itself with the legitimate expectations of the society which in a developing economy cannot but encompass, among others, EFA because it is fundamental to transformation of the society and because it is a basic human right of all citizens of the country.

In this context, it is worth recalling that the major dimensions of educational accountability are (i) access (equity), (ii) relevance (appropriateness) and (iii) excellence (quality) which should be understood broadly for the system as a whole so as to maintain balance and standard. It would suffice to say that higher education, as part of its social accountability, is required 'to illuminate a whole range of problems within the world of affairs' in order to facilitate the process of change which is the basic idea underlying EFA. 'This calls for a concious and systemic reconciliation by the higher education institutions as the apex body of the system to the responsibilities for furthering and fostering scholarship and to the society for the development of a just and equitable ethos for progress and prosperity. Thus the involvement in the practical concerns of the society has to be rooted in the academic ethic and that the scholaslic pursuits should have a societal concern. The broader view of the academic ethic would be to embrace both scholastic and operational dimensions in research, teaching and learning related to the world of affairs. It needs to be recognised that higher education and a nation's future are bound togather and the quest for knowledge must be such as to help prepare the individual citizens to participate most effectively in the dynamics of social and economic evolution. The purpose of education, particularly higher education in the context of wider academic ethic, should be to inculcate in the people an ability to conceptualise, an ability to seek out and master the knowledge base required to address a problem, an ability to analyse the system of relationships to give coherence and find alternate solutions to the relevant problems and finally, an ability to evaluate and synthesize the outcomes of analysis. Thus the objective of purposive and progressive education is to encapacitate individuals to work in the emerging systemic problems that beset the society; and underdevelopment, deprivation, illiteracy are the fundamental systemic problems of the developing countries. Thus higher education sub-system has to get involved in assessing needs, planning action, devising supportive policy, and in providing managerial and technoligical capabilities for defining the basic

learing needs and for devising ways of attaining education for all. This might require a frontal attack on the widespread conservatism of academics in regard to innovation in teaching and learing because EFA requires a multisectoral strategy and non-strereotype diversified approach without which motivation for learning cannot be created as relevance and appropriateness are keys to mobilisation and retention.

It follows from the above that the implication of embracing a broader academic elthic which is a necessity particularly in the developing countries, is the preparedness of the academic commnunity to exhibit a sense of immediacy and purpose, to embrace a wider sense of values so as to be able to pursue more effective interaction with the world of affairs. It is demanding in personal terms, it may even be professionally less rewarding and therefore it requires conviction about the benefits of an actively interactive relationship within the educational system and with the world outside academia. An open and interactive institutional system benefits the community and in turn benefit from it. This is particularly so when continuing education finds a place in the set up.

Thus the role of higher education for EFA can only be viewed in the broader than traditional context of academic ethic which addresses itself to the needs of the society and views higher education as part of the integrated system of education within the balanced ideals of scholarship and public service. Such an approach is capable of enriching the basic disciplines through interaction with the world of affairs involving research, teaching and learning with a purposive thrust. The integrated but open system would naturally have social dimensions in view and the linkage of higher education to the feeder system would also become purposive and interactive as a result of such an approach.

EDUCATION AND COMMUNITY INTERACTION

One of the basic problem hindering EFA is that the world of school has remained largely esoteric, has become basically a route for escape from rural to urban communities or beyond and that relevance oriented innovations could not be sustained for long. The pre-school experiments in many developing countries promoted by non-governmental organisations (NGO) caters basically to left-out groups and works as a surrogate for extended family care, while those for elites promote access to better schools. Thus the divisive social system in the community continues. Such pre-schools are informal extensions of primary schools emphasizing literacy and numeracy without community-based orientation. Such pre-schools are basically isolated and alienated from the educational system as a whole inhibiting progression. EFA cannot be a vehicle for promotion of such efforts. Thus schooling, even at the early childhood, has to be related to an assessment of perceived needs. In this assessment, normally the

relationship between higher education and community remains at a rarefied level on the one hand and community does not generally express common sense of purpose in the developing countries. Because of this rarefication of relationship and diffusion of the nature of the community, it has become difficult to make meaningful interaction amongst various components of the education system on the one hand and community and education as a whole on the other. This has made the delineation of learning tools and learning contents at various levels difficult or mechanical.

The educational system and community interactions are determind by value dimensions, teachers skills, curriculum and policy level decision-making. In all these matters the universities have been found to have an overriding influence. Radical political decisions like national literacy campaigns or universal primary education programmes even when taken without consultation with educational institutions and administrations, generally rely heavily on the academic specialists. The education commissions or national education policy seminars are generally widely manned and influenced by university people. Through such policy implementation decisions the attitudes and values of the higher education actors as well as university-society links seem to influence the education system as a whole.

It would be of interest to recall here the findings of Renold Dore that the curriculum down to the level of primary schools are shaped through the backwash effect of university admission and examination system. If the university has a conscious interaction with communities, the school curricula seem to reflect these. The developing countries, suffering from the legacy of the colonial education, have not been able to establish meaningful linkages with the community. The universities in these countries suffer from transnational dependency and as such the community education interaction for development remains limited in terms of impact. This has hindered the school-community relation.

The skills of the teachers represent perhaps the obvious area is which higher education has hindered the dynamics of development in the school system. The universities as the apex body of turning out and training teachers either directly or through validations of training remains responsible for imparting appropriate skills for the teachers at all levels including primary and continuing education. The studies find a whole range of constraints with respect to teaching skill e.g. the inappropriateness of training programme has turnedout teaching force with inappropriate or inadequate skill as they lack professionality to undertake roles as agents of change and development because of the persistence with academic modes and lack of appropriately relevant curricular, pedagogical and epistemological models and methodologies for various levels of education

which perforce has to be diverse. This has been compounded by inappropriate development and utilisation of resources. The studies have found that training for developing skills for adult and community education is only marginally differentiated from that of pre-school or primary education. Universities have a role in shaping expectations about schools through its influence on incubation of values, skill development, policy delineation and curricula.

Even when the universities affect the school in the developing countries, the universities have little interaction with community where it is located. The demand on the university is to produce high level manpower and public service through relevant research, appropriate skill development of educators or progrommes of continuing education which have found little or no place. Even where these were started, they generally degenerated in its effectiveness after a few years without an invigorating leadership with a broad vision which promotes both relevance and excellence. In this context EFA brings forth a challange that needs to be met adequately and appropriately by the higher education institution.

EDUCATION FOR ALL AND HIGHER EDUCATION

WD very specifically recognised that sound basic education is fundamental to the strengthening of higher levels of education and of the scientific and technological literacy and capacity and thus to self-reliant development. WD has defined the purpose of EFA quantitatively to meet BLN of every person including all child, youth and adult and qualitatively as comprising of essential learning tools and basic learning contents, and emphasised that knowledge, skill, values and attitudes are required by people not only for survival but also to develop their latent and potential capacities so as to improve the quality of life through informed decisions and continuing learning which are fundamental to the development of a nation, society as well as individuals.

Recalling that higher education in the context of wider academic ethic cannot remain a closed system by itself and that higher education has backwash effect on all levels of education through its influence on values, policies, curriculum and teaching- learning skill development, it is important to realise that the education system as a whole to be purposive has to be treated as composed of organically interdependent and interacting sub-systems. This being so, higher education can make meaningful contribution in appropriately broadening means and scope of basic education and strengthening the interrelationship of the sub-systems as well as in enhancing the environment for learning. This would involve such inputs as appropriately differentiated teacher training for various levels of education developed through experimentation and interaction with community and target groups in the context of assessed needs. This is

necessary in order to achieve equitable access, sustained relevance and guarding the quality of effective learning achievement. However the contribution of higher education sub-system in this regard can come through appropriately designed and sustained action research for development of pedagogical methodology, design of curricula, development of teaching material, training and re-training of educators and creation/adoption of appropriate technology for effectively communicative teaching. Because of limitation of resources, such activities would require innovative approaches.

Higher education sub-sustem has traditionally played an important role in teacher training. Even though there is general agreement that teacher education should consist of liberal, subject related and professional areas, the EFA seem to indicate that such training to be relevant and differentiated for different groups, need be supplemented by augmented clinical work, competency based teacher education (CBTE) and field based experiences which could strengthen the existing system and help development of realistic and relevant skills and understandings of the prospective teachers as social change agents. These need be further supplemented by in-service training and refreshers courses as well. This is more so because EFA has to address the diverse BLN of child, youth and adults, and of the poor, disadvantaged, disabled and women in a planned manner so that achievements and programmes could be reviewed against time-bound targets in terms of expected attainments and outcomes.

We have earlier mentioned how higher education through its linkage and backwash effects, influences curricula and teaching materials alongside teaching pedagogy and manpower. EFA has recommended that relevance of the curricula be augmented by linking development of skills to learner's concerns and experiences. The higher education sub-system has a role to play in order to identify the imperative needs. 'One may recall here how EFA was defined in the USA in the 40s. Educational Policies Commission at that time listed "ten imperative needs viz. (1) productive work experiences, (2) health and physical fitness, (3) rights and duties of democratic citizens, (4) conditions for successful family life, (5) consumer behaviour, (6) understanding science and nature of man, (7) appreciation of art, music and literature, (8) use of leisure time, (9) respect for ethical values and (10) ability to think rationally and communicate clearly. WD has emphasised on incorporation of useful knowledge, reasoning ability, skills and values taking into account family environment and culture as well needs and opportunities of the communities, particularly with respect to health, nutrition, population, agriculture, environment, science, technology, fertility awareness and social issues. This appropriately calls for a re-examination of curricula and teaching materials.

The need assessment of the community and society at large has been mentioned with great emphasis. This is basic for preparing long-term plans for EFA and also help to devise local plans and target oriented action plans. Planning involves evaluation of existing conditions on the ground specifying targets and objectives promoting a well defined EFA with modalities to mobilise family and local community support, assessing cost and defining priorities, and finally designing cost-effective policy and institutional package needed for implementation. The higher education institutions need get involved in need assessment and evaluation of alternative action strategies so as to be able to perform its function of teacher education and curriculum preparation effectively and efficiently.

Community support mobilisation has been considered as a basic strategy for EFA. We have earlier mentioned that school-community interaction reflects largely the university-community relation. In order to increase higher education-community interaction, it is necessary for higher education system to behave as an open system and adopt wider academic ethic. In order to assess and respond to community and society's needs, higher education system has to interact effectively with the community and work towards a more effective balance between knowledge and public service. In this context access to relevant and appropriate curricula in development of skill, analytical ability, rational value system as well as concern for others, respect for others rights and concern for equitable development have been mentioned in EFA. Community support is not only essential as a mechanism for effective delivery system but it is also influential in devising a cost-effective approach for EFA. As in many countries primary and adult literacy programmes are not adequately funded from the public exchequer and higher education pre-empts much of the available resource, it is important that higher education devise ways of mobilisation of support, minimisation of wastage, intensive use of resources and cost effective approaches at all levels including its own.

This brings us to the issue of improvement of managerial capability for EFA. Management education and training for educators and administrators are imperative. Management is a developed discipline related to optimal use of resources for planned outcome through skilful outlay of man, money and material. Management education should never be confused with business education. The application of management science in the field of education in most of the developing countries is still very limited. The effective use of resources extends to space, institutional support and time. It is not merely a question of control and supervision. Higher education system has much to contribute towards development of management modules through case studies particularly with respect to EFA.

Planning for EFA would require a data base encompassing the basic teaching unit and the community upto the national level. Educational planning is not merey an agglomeration of projects with designed resource outlay for a desired impact. Planning with resource constraint requires development of flexible strategies and EFA involving deversified groups would need this all the more. Since target-oriented and time bound programmes need be adjusted overtime, a basic methodology for generation, storage and analysis of the available resource, utilisation and impact need be developed. This is within the competence of higher education system, provided the wider academic ethic in HEI promotes increased community interaction for public service. However it will be necessary to mobilise quality information through sensitising the educators, learners, community and related organisations.

Regional cooperation for EFA has been emphasised in the framework of action. This is important not only for exchange of information, experience and expertise but also for technical and policy consultation and development of strategy. In this context non-formal education and experience of using NGOs for EFA as well as cooperation amongst apex higher education institutions in devising programmes for development of skill, managerial efficiency, institutional effectiveness, cost-effective use of resource, augmentation of impact, development of appropriate curricula and mobilisation of support are important areas. Regional networking of teacher training programmes, programmes for development of institutional and managerial efficiency, methods for collection and analysis of relevant data for EFA would deserve priority.

In a SAARC seminar, the following steps were proposed viz (1) formation of a literacy group comprising of members from each country to review EFA programmes, (2) establishment of Regional Institutes for Adult and Non-Formal education, (3) holding annually a seminar on policy and programmes for EFA and (4) exchange of curricula and teaching materials for EFA. It was further proposed to establish of a regional education information system for exchange and dissemination of information and documentation on curriculum contents, learning resource materials, test items, monographs on research findings, case studies, innovative development etc. Further inter-country transfer of expertise was viewed as a possibility with respect to female literacy; it was proposed to develop and exchange consciousness raising programmes involving innovative use of mass media with a view to project positive image of women and emphasizing their role as effective change agent. The curricula for female education and other 'definable groups' need be related to issues that are relevant to them.

HOW TO GO ABOUT

We have emphasised that the Higher Education sector can play a significant role in promoting Education for All if appropriate harnessing of the potentials that exist is exploited for achievement of EFA. This is not only because sound basic education is fundamental to strengthening of higher level of education but also because the higher education system, being a part of the greater socio-economic system, is potent to contribute meaningfully towards development of differentiated basic learning packages, of improving management competency of the delivery system, of developing on a continuous basis the necessary data and achievement parameters. The need is to sensitise the HEI to play an extended role in order to make meaningful learning revolution to take place in an orderly manner so that all including the disadvantaged are enabled to take part in the process and the results of such a social development.

It is felt that HEI could make contributions in the following areas for empowering people with education:

a. The HEI system should continuously interact in a purposive manner with the community in order to improve methodology and content of teacher and literacy worker training so as to increase effectiveness of teaching-learning process at the grassroot level.

b. The HEI should be engaged in continuous analysis of the contents of curricula for its relevance, taking into consideration the differentiated basic learning needs of different groups and the community and for accommodating the dynamics of development and change.

c. The HEI could directly get involved and devise institutional linkages for training barefoot literacy workers that would be required to achieve EFA within a time limit in the most critical countries like Bangladesh. The use of the facilities of open university and distance education for community level workers would indeed be helpful. Leaving this task to NGO only means that essential back up support is missing.

d. The EFA programme has to be cost-effective. One of the pre-conditions for cost-effective approach is managerial competence in harnessing and using resources. The HEI should take on itself the task of developing a management manual for EFA programme and design programmes for management personnel involved in EFA.

e. In order to be able to participate effectively in the EFA programmes properly, the HEI would require systemic preparedness which calls for an adjustment of the traditional policies with respect to research and teaching. Accommodation of field work for EFA within the curricula and time-use plan of the faculty alon gwith allocation of other resources may be required.

f. HEI could constitute an EFA group drawing people from various disciplines with relevant expertise so as to work on basic learning package including tools and contents. Such a group should have commitment and competence to carry-forward the task meaningfully and wherever necessary and feasible in an innovative manner. They should not fear to experiment with alternatives where such experiments are likely to contribute towards more effective approach for EFA. This would require enhanced interaction with communities and disadvantaged groups on the part of HEI.

g. None of the universities in Bangladesh has Department of Adult Education or centres for continuing education. It is important to see that such departments are created and that they do not become stereotype and are flexible enough to accommodate new knowledge and are able to undertake works in new areas or initiate promotive and evaluative research and allow access to the unreached group.

h. HEI has to work closely with relevant organisations to identify psycho-social obstacles to achieving EFA. Such an endeavour could include awareness raising activities through media, consciousness raising activities with latent actors in potential cooperative agencies and sensitising interaction with policy makers.

i. HEI in order to be able to carry out its social responsibility with respect to EFA must activate its function of research and development in this respect. This would encompass research for assessing community's perception of basic learning needs, for knowing the capacity of the delivery system, for designing appropriate pedagogical methodology, for collection and collation of relevant data and for making impact assessment. Pilot research projects in these areas would indeed be helpful.

j. Creation of a data base and updating it continuously through participation of collaborating grassroot level institutions/individuals is considered essential for monitoring progression towards EFA. HEI can not only design systems for collection, storage and analysis of such data but they should be the main actor in this respect as can be seen from experiences of some of the universities in the region e.g. Chuaalonkorn in Thailand. Being a depository of relevant data base and with a capacity to update it, HEI is in a position to simulate alternative programmes to correct mistakes, suggest alternatives and amend programmes as and when necessary.

k. A national consultative group including people from HEI multi-sectoral unit could help exchange of experience at the national level, identify priority action programmes and examine alternative approach for selecting the cost effective programmes.

l. Networking of national institutions including NGOs is considered essential to avoid unnecessary duplication, to stimulate each other with experiences of successes and failures, and to coordinate the programmes of action in order to reach the left-out groups if any.

m. The countries of south Asia have many commonalities, some have achieved more successes than others and some have richer experiences than others. Sub-regional net-working is considered helpful to exchange expertise, experience and materials. There is even a possibility of mounting joint research projects and to undertake comparative studies which illuminates the reasons for better achievements or identifies causes for slower progress. Interaction amongst the activist, policy makers and implementors help to generate synergic impact on national programmes.

n. Broad regional networking of institutions and policy makers is also considered helful to identify areas for regional studies, particularly with respect to policy alternatives and exchange of experiences under different socio-political conditionalities and promoting partnership for preparation and exchange of effective curricula, training methodology, creation of data base, methodologies for impact analysis. As countries of the region are at different levels of development, such cooperative venture would help to bring out commonalities and contrasting endeavours to create better understanding and sharing of the socially oriented intellectual endeavour at HET level.

o. The Open university model, with its emphasis on open access and alternative modes of delivery-such as distance education-is highly appropriate for furthering continuing education, adult literacy and primary education. Where feasible and appropriate, the open university model should be extended, and traditional universities should consider creating departments based on aspects of the open university philosophy, such as, education at a distance. Open universities, in a very short time, seem to have made visible impact in teacher training, curriculum preparation and designing test items. Their involvement in EFA programmes was found to be essential and logical. The open universities within the national context could take a lead in sensitising HEI and interact meaningfully with them in augmenting the potential of HEI in making contribution for achieving EFA

p. It is necessary for the developing countries to prepare national action plan for EFA. Clearly, higher education institutes in the country has the capacity, particularly with regard to research on relevant issues, to make a significant contribution to the formulation of national action plans. But higher education institutions must itself create demonstrable capacity as a contributor to national action plans; it should not wait to be asked.

q. Inter agency cooperation for EFA is essential. The agencies in the past in the perspective of their programmes had launched segmented approach to use education sector facilities. For EFA, it is the considered opinion that an integrated approach would be more logical and cost-effective and those segmented approaches should find a logical place in it.

To conclude, I would like to reemphasize that development has eluded us and developmental problems have became grave overtime because we have neglected our most valuable resource i e. people. If we are able to empower them with appropriate education and skill, they would became the most potent agent for development and change. In this context, the universities and higher education, institutions need to reorient their activities and help Bangladesh propel itself in the path of self-reliant growth through EFA , as education which meets appropriately defined basic learning needs is the primary prerequisite for development. I am constrained to say our universities have failed even to demonstrate this consciousness while the students have always responded to the call of national purpose in the political plane.

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

জনাব সভাপতি, অধ্যাপক সোবহান, ডক্টর খন্দকার, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, সহ-অর্থনীতিবীদগণ ও সুধীবৃন্দ।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাবার আগে আমি স্মরণ করছি এদেশের ছাত্র-জনতার ঐক্য গড়ে তুলতে যারা নিরলস কাজ করেছেন এবং এদেশের হতাশাগ্রস্থ জীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার যারা করেছেন তাদেরকে। জন, জমি, জলে সমৃদ্ধ এদেশে কেবলমাত্র বিভ্রান্তিকর প্রশাসনের নাগপাশে শোষিত হয়েছে কিন্তু সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সাধারণ মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বারে বারে এই বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন সময়ে এর কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী হয়েছে। ফলে আমাদের জ্যেষ্ঠ্য সহ-সভাপতিসহ কিছু সম্মানিত সদস্য স্বৈরাচারের যাঁতাকলে নিগৃহীত হয়েছেন। আজ এই মঞ্চ থেকে আমি সে সমস্ত কার্যকলাপের ফলে যারা তাদের পেশাগত কাজে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন সমিতির পক্ষ থেকে তাদের পুনর্বাসন দাবী করছি।

আমাদের নবম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, গত দু'বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের শীর্ষ পর্যায়। এ সম্মেলনসহ অন্যান্য আঞ্চলিক বা বিশেষ সম্মেলনে নিবন্ধ উপস্থাপন করে, আলোচনায় অংশ নিয়ে এবং অন্যবিধভাবে যারা আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের আমি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক রচনা, কলেজভিত্তিক বক্তৃতামালা ও জার্নাল প্রকাশনায় যারা সাহায্য করেছেন তাদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আমাদের আর্থিকভাবে সহায়তা দান করেছেন, তেমনি সহায়তা পেয়েছি আমরা ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের কর্তৃপক্ষের। তাদেরকে আমি সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের কৃতি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান গত তিনযুগ ধরে এদেশের সমস্যা ও সমাধানের জন্য যে সৃজনশীল অনুশীলনের ধারা সৃষ্টি করে দেশপ্রেমে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তা আজ সর্বজনবিদিত। তিনি সর্বদা সমিতির ক্রিয়াকর্মে যে উৎসাহ ও সময় দিয়েছেন সেজন্য তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেও মাটির মানুষের উন্নয়নের তাগিদে গতানুগতিক অর্থনীতির ধারা থেকে সরে মানুষকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন অধ্যাপক আনিসুর রহমান। তার সমাজসচেতনতা এদেশে তার অনেক ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করেছে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে সমন্বিত করতে। তিনি আজ আমাদের নবম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে সুদূর ইউরোপ থেকে এসে আমাদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেজন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।

এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যারা ডক্টর রেজাউল হক খন্দকার তাদেরই একজন। এদেশের কথা বিদেশে বসেও তাকে ভাবিয়েছে। প্রবাসেও তিনি বাংলাদেশ ফোরাম গঠন করেছেন। তিনি আমাদের সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ নিয়ে কিছু মনিষীকে সম্মাননা জানিয়েছি। গত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের মতই। যারা আমাদের আন্তরিকতায় সাড়া দিয়েছেন তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বশেষে অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে সকল সদস্যদের, বিশেষ করে সম্মেলন সংক্রান্ত সকল কটির সদস্যদের, ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের সক্রিয় সহযোগীতার জন্য।

PROFESSOR ABUL FAZAL ATWAR HUSSAIN MEMORIAL LECTURE

SAVINGS IN BANGLADESH : SOME SCATTERED THOUGHTS

MD. HABIBULLAH*

Capital is an indispensable ingredient of economic growth. Capital grows out of saving but in Bangladesh, rate of saving is very low. In the seventies, we could not save even 4% of our G.D.P. The government in the third and fourth five year plans attached top priority to poverty alleviation for which employment generation is essential.

For employment generation, it is necessary to invest in agriculture, fishery, forestry, industry, trade, transport, education, health and other forms of infrastructural facilities. Investment is possible in two ways. First, by raising domestic saving and second, by accepting foreign aid. Today, many developing countries are accepting foreign capital, foreign loans & foreign grants. Even socialist countries like USSR and China are accepting foreign aid to supplement their own saving. Countries do it knowing it fully well that aid givers have some invisible goals of their own behind giving aid as pointed by Hoffmen, Morgan and Enke. Some of the social leaders in Bangladesh decry acceptance of foreign aid but at the same time many of them hide their own income to reduce tax liability. There may be a positive co-relation between foreign aid & domestic saving if the resources thus mobilized are untilized carefully, intelligently, relationally, innovatively and tactfully after proper cost-benefit analysis. This does not seem to have happened in many LDCs. Economist Morgan has reported that foreign aid instead of accelerating economic growth in the desired manner, contributes to the economic prosperity of priviledged groups like polititians, social elites, intelligentia, industrialists,selected urbanites and academicians. The donors have also benefited; for every dollar given to a developing country, the donors get benefits of more than one dollar. This has been reported to be true in Giasuddinh Mollah's recent study also. International aid giving agencies who are interested in the productive utilization of aid, now insist on mobilization of domestic resources in the form of counterpart or mat china funds to qualify for aid. Reportedly, developing countries like Bangladesh can not make full use of aid because

* Professor, Department of Accounting, Dhaka University

of the pauicity of domestic savings. Here lies the urgency of raising the level of domestic saving for promoting development with equity.

Domestic saving depends on local people's level of income and their propensity to consume. In the dictum is one should cut his coat according to his cloth. Today that ideal seems to have become inperative. It is now advised that one should purchase his cloth according to the requirement of his coat. The idea is that instead of economising expenditure on essential items, one should work harder to raise the volume of his income. For this reason, moon-lighting has become almost a common feature. Employess of Government offices, public corporations and autonomous bodies, teachers of schools, colleges and universities, lawyers, doctors, engineers and others are found to be engaged in many cases in second or even in third income-generating activities such as private trading, private practice, private tuition and consulting business.

In Bangladesh, according to Harunur Rashid, for ensuring the minimum calorie requirement of the people, at least 20% of the GDP should be invested in the productive sectors. But in the recent past, we could not save even 4% of our G.D.P. According to recent Annual report of Bangladesh Bank, our saving was 2.5% in 1988-89 and 3.8%. in 1989-90. Very recently saving as percentage of GDP has been 21 in India, 26 in Indonesia, 29 in Malayasia, 24 in the Phillipines and 40 in Japan. We are now depending on foreign aid for about 85% of our development budget. People with foresight are of the view that foreign aid should play a subordinate role in financing economic growth; it should supplement rather than supplant it. Perhaps for this, the wisemen of the past advised us not to burn candles during day time as this habit will lead us to poverty and wasteful use of resources has been decried in the holy Quran. But misuse of resources and wasteful expenditures have become very common in the public and private life of the country.

For the sake of analysis, saving is divided into 3 sectors namely, government sector, corporate sector and house-hold sector. According to Alamgir and Rahman, during the decade 1960 to 70, the contributions of these 3 sectors were 24% 11% and 65% of total savings respectively. During the decade of 1971 to 81, the government sector contributed 48%, corporate sector 3% and household sector 49% according to a Bangladesh Bank Survey. After 1980-81, due to change in government's Industrial Policy, the contribution of different sectors started to change. Atwar Hussain and Abdullah Farouk in their study conducted for the Planning Commission found that household sector was contributing 85% of national saving largely from remittances in the pre-middleast crisis period . The contribution of household sector is similarly high in India being about 80%. Feeling of the professional economists about the future saving potential of

the household sector appears to be mixed. One group thinks that the contribution of house hold sector will increse because of augmented inflow of remittances, increased agricultural output per acre, increased employment opportunities within the country, increased income from tertiary activities and increased motivation to work harder for raising the living standard. Another group views the future of the house hold the sector as being uncertain because of rising prices of essential goods and services, income instability, probability of depression in trading activity, worsening of the employment situation and prospect of crop failures due to environmental factors and destruction of assets by natural calamities like the one that occurred in 1988. The old saying that budget in the sub-containent is a gamble in the monsoon still prevails to a large extent despite extension of irrigated farming and progress of industrialisation.

Still there is reason to believe that household sector will continue to play a big role in the total national saving inspite of rising propensity to consume. However, it is believed that both domestic saving and foreign aid may get a set-back. Bangladesh may not be able to raise its domestic saving to the level of 10% which is considered as the minimum and foreign aid may not contribute another 10% for raising total investment to the level of 20% as required to maintain the tempo of development at the desired level. The pessimistic view emanates from the consequences of the recent events in the Middle East and East Europe. Further, the present political, social and legal environments of the country do not generate high hopes about rural savings rather rural poverty is likely to be shiffed to the urban areas.

Historically, the culture and habit of the people of former Bengal, particularly of the muslims, were not very much conducive to saving. At the start of the century, according to information collected by Atwar Husain from different district gazetteers, saving ratio was not very high. According to provincial Banking Enquiry Committee of 1928-29, saving was 6.6% only. The muslims in particular had some reputation as being spendthrifts. In the early sixties, Habibullah conducted two studies. One was a case study of Dhaka city covering 300 families. Another was on Rural Capital Formation covering 500 families in 5 regions. In the urban saving survey, 62% of Dhaka families had positive saving and 28% had negative saving. It was noted that tendency to save increased with the increase in income level of the family. Taking into account non-moneitized capital formation, ratio of rural saving was 5% in Charduani, 21% in Boaldar, 7% in Nickly, 27% in Dohajari and 5% in Mokarrompur. In recent times, rural saving appears to have improved slightly. This is apparent from 1985 study of Atwar Husain and Abdullah Farouk.

For augmenting household saving, several organizations have been at work but their success has not been significant because of high propensity

to consume among the affluent families. Bangladesh has more affluent families now than before. They often indulge themselves in conspicuous and unceonomic consumption. Acquired wealth is consumed within a generation of one or two. Bangladesh muslims, according to Siddiqui, cannot maintain status for more than 3 generations. This is due to competition for social status and snobbery. It is unfortunate that society today gives bravado to spendthrifts and saving-minded people are decried as being misers . The nationalized commercial banks have gone to the rural areas. They have done some commendable work. Private commercial banks have also been making efforts to induce people to save. Co-operative societies have increased in number. Sawnirvar movement has also been expanding its activities. Postal saving bank and Government Saving Bureau have also been propagating the importance of saving. But the efforts of all these saving organizations have not been spectacular though they mobilised substantial volume of deposit. For example, national saving programmes of the Saving Bureau mopped up Tk. 450 crores only in 1988-89. Rising price of consumer goods is partly responsible for this, so are prices of essential medicines.

Saving is an attitude of mind. Studies already mentioned found savers even among the very low income groups and dissavers among the very high income brackets. Desire to save can be cultivated in people's mind through education, motivation and demonstration. The desire which drives people for palatial buildings in the posh areas like Gulsan, air-conditioned cars, ornaments of diamonds, coloured televisions and other gadgets of luxury type may be diverted at least partially to banks, post-offices, insurance policies and other saving instruments if they are indoctrinated to think about the future of their children, about old age, about rainy days and about uncertainy. A recent study by M.Com. students of Dhaka University indicated the changing value about repayment of parental debt. The same became apparent in the study of 1644 elderly people by Bangladesh Geriartic society conducted with WHO support under the leadership of late Dr. Md. Ibrahim. Saving may be possible if effort is made to curtail expenditure on non-essential social ceremonis like birth day, marriage day death day, Akika ceremony, Eid festivals etc. Desire for a better life can induce common man to work harder and earn to satisfy their dream of a satisficing and secure life. Ford family saved to build business first and then to discharge its social responsibility. R.P. Saha did the same to help the poor people. Saving is facilitated if family expenditure is incurred through a well-thought out budget. In this respect, the women community can play a vital role if they are properly oriented.

Khaleda Salahaddin made a study of saving habits among the women of Dhaka city for Banking Commission and noted that potentiality of saving

was substantial. In the villages, there are women who tend chickens and sell eggs to finance the education of their sons upto the university level. If they have to overspend one day in entertaining guests the overexpenditure is made good by under-expenditure the next day. Saving propensity is low among those who are fascinated by cars, jewellery, imported cosmetics, costly home furnishings, eye-catching crokeries, katan-saris and social competition in the purchase of Korbani animals. Foreigners have expressed surprise to see fleets of modern cars side by side flocks of half-fed and half-naked destitute human beings. When Bangladesh adopted socialism as one of the pillars of its constitution in 1972, no restriction was imposed on couspicuous consumption as USSR did. In the initial stages, USSR banned production of luxury items. Goods considered luxury were allowed after the sixties only by Krushev. In Bangladesh conspicuous consumption in public and private sector continues unabatted even today.

Economist Samuelson attached top priority to saving. In his book, he quoted the equations of happiness and misery of Micawber, a character of Dickens' David Copperfield. Equation of happiness states that if income is 20 pounds, expenditure will be 19 pounds, 19 shillings and six pence. Equcation of misery says when income is 20 pounds expenditure will be 20 pounds and 6 pence. In Bangladesh, there are cases of employed persons with same income, of them the calculative ones save to finance daughter's education in medical college and son's education in Engineering University, meet children's marriage cost as well as pilgrimage cost of husband and wife while, the non-calculative persons fall into debt Without accomplishing much.

Social vanity of domostrating affluent living has caught the imagination of many people. People generally imitate their peers. There is little response to austerity measures if the leader advises his fellow being to cultivatate austerity after beibg dressed in cambridge suits and Oxford shoes himself. It is not understood way our leaders cannot behave like Gamal Abdel Naser of Egypt and Gomulka of Poland who used to live in two roomed simply built residences. Prof. A.F.A. Husain had the courage to observe the marriage ceremony of his well placed son through a simple afternoon tea party shunning the glamour of dinner in the posh hotel.

In many developing countries, substantial volume of saving comes from the corporate sector. Industrial financing has been facilitated through sale of shares and debentures through stock exchanges. Bangladesh government in its privatisation policy pinned much hope on the country's emerging captains of industries to impart marketability, profitability and liquidity to the saved-up capital of the society. ICB was created to promote saving and broadening the base of industrial ownership. When shares of

companies were floated, people's response was treamendous leading to oversubscription. But managerial incompetence of the private sector promotors have made most of the enterprises sick. The conservative dividend policy of those running profitably has frustrated the hopes of the people in institutionalisd saving and they donot invest in shares. This is apparent from extension of time over and again for the newly floated units.

The government sector also has been frustrating. It has not been able to generate saving. Administrative expenditure of government offices has been rising at a faster rate than income generated. This is particularly due to over-manning, clamour for more and more fringe benefits and expenses in unproductive areas. The government has shown a pronounced propensity to spend in pompous ceremones, decorous buildings and structures and in defense and administrative establishments Government is also called upon to increase its expenditure in economic and social infrastructures like transport, communication, education and medical care, besides reliefs and rehabilitation. Most of the big industrial and commercial enterprises are still publicly owned. In many cases, these are badly managed. Sincerely committed and effectively trained managers are few in number. Public Accounts Committee noted serious neglect of duty and lack of sense of accountability. Many instances of wasteful use of resources and unscrupulous expenditures have been apparent from a perusal of Government Commercial Audit reports on Public Corporations, nationalised banks and autonomous bodies. Many public sector units have been kept alive subsidy on the plea of social profit. It is irony of fate that these days disinvested industrial units have also been demanding subsidy. According to one I.L.O. expert Siddiqui, value added in manufacturing in Bangladesh is lower than that in Nepal; management capability is poorest in public as well as private sector industry and public utilities. Establishments and administrative units are not suited for profitable operations. Private units in many cases do not have proper attitude of corporate style of management required for profit making and corporate saving. An audit of Ministry of Finance of 1985-86 covering Ministries and Development Departments showed wastage of Tk. 996 million in development projects only, foreign purchases being excluded. Such wastages in private sector and leakage of resources outside through them is also common.

Positive action is necessary to raise rate of saving at least 3 times by eliminating wastages. This calls for several measures. First, those responsible for pilferage of organisational resources has to be disciplined with iron hand without exception. This plea was made by late Professor Husain in the Debate on Development organised by Unnayan Parishad as early as 1982. Second, wilful defaulters who took loans from commercial banks, co-operatives, Shipla Bank, Shilpa Reen Sangstha and House

Building Finance Corporation have got to be promtly and decisively handled. Third, officers neglecting duty including these holding political office should be penalised. Objective writing of Annual Confidential Report which is now done half-heartedly as per Public Service Commission's observation should be property filled and evaluated. Fourth, sufficient margin will have to be kept between net income received by investors and rate of inflation. Fifth, Stock market should not be allowed to remain captive in a few hands. Sixth, managerial effeciency has got to be raised to reduce costs for which there is much scope as revealed in a recent doctoral thesis of Dhaka University. Seventh, the functioning of Government Commercial Audit System should be activised so that it can strengthen its efforts in digging out misuses and manipulations of resources. Eighth, a system of cost audit for Public and private sectors should be installed to find out causes of high production cost for which Bangladesh products are being priced out in the competitive export market resulting in reduced export earing of foreign excghange. Ninth, the model of buying on credit and not repaying it should be discouraged. Tenth, emphasis should be intensified on small saving so that the poor can become partners of development process. Eleventh, practice of levy on bank deposit, investment in Defence certificates, 5-year saving certificates, 6-years and 3-year Bonus certificates and ICB unit certificates should be reviewed to ensure that saving is not diverted to land purchase. Twelveth, case of small farmers deserves sympathetic consideration since these people save more than medium farmers as per the findings of all research. Thirteenth, supervised credit should be introduced in line with Grammen Bank Model so that petty entrepreneurs know how to organise, direct and control their activities. Fourteenth, loss of standing crops by floods and cyclones, damage of crops by rats and death of animals and poultry birds due to lack of proper veterniary care and in-surance policy, should be minimised. Fifteenth, system of social audit is needed to examine the judiciousness of policy prescription that now guide social, economic and cultural development. Sixteenth, checking of import and export vouchers should be activised to prevent flight of capital by those who consider foreign lands safer places of investment. Seventeeth saving should be used prudently on the basis of cost-benefit analysis. Areas promising optimum return should get priority. USAID study indicated 4 times higher return and 6 times greater employment in certain areas of investment which donot get adequate attention. Eighteenth, present income distribution policy under which bottom 20% of the population enjoy, less than 10% of the national income may be reviewed to as certon whether uneven distribution really promotes saving and capital formation. Nineteeth, use palterns of foreign remittances may also be examined.

According to Bertrand Russel, to be saving-minded, one has to develop himself spiritually and materially. It is beneath the level of dignity of a self-esteemed person to be dependent on others patronage. Mrs. Lenin refused to accept state grant, instead she worked and earned her bread, according to Barnard shaw, as noted in Abul Fazal's Roj Namcha. Astonishingly enough, in a country having Islam as State religion, rich people are lavish in spending for conspicuours consumption which is discouraged in Islam. To quote Siddiqui, if wastage, corrupttion and mismanagement can be reduced by 30%, our G.D.P. will grow by 10 to 15% per year without additional investment, thereby permitting higher saving ratio.

REFERENCES

1. Rashid Mohammed H. A paper Presented at a Workshop on Motivation of Domestic Saving in Bangladesh, Dhaka, April,1985.
2. Habibullah Md. Pattern of Urban Saving, Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1984
3. Husain A.F.A. and A. Farouk: Household Saving in Bangladesh, Planning Commission, Dhaka, 1986.
4. Habibulla Md: Rural Capital Formation in East Pakistan, Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1963.
5. Husain A.F.A: Role of Saiving and Wealth in the South Asia and the West, UNESCO, Paris, 1964.
6. Alamgir Mohiuddin and A. Rahman: Saving in Bangladesh, Research Monogram No. 2, BIDS, Dhaka, 1974.
7. Bangladesh Bank: Saving Behaviour in Bangladesh, 1984.
8. Dhaka University Studies, Part-C, June, 1986.
9. Bhowmic, Bulbul: Alternative Investment Opportunity for Small Savers, Dhaka University Studies, Part-C, June, 1985.
10. Alam, Mahmudul: Capital Accumulation and Agrairan Structure in Bangladesh, Centre for Social Studies, Dhaka,1984.
11. Alam, Shamsul and Alam, Md. Ferdous Income surplus and Investment Pattern of Selected Farm Families in Bangladesh, The Bangladesh Journal of Agricultural Economics, December, 1986.
12. Rahman, Atiur: Paper Presented at a Seminar organised by OSU and Bangladesh Bank, December, 1986.
13. Habibullah Md. and Ahmed, Mahbub: A Study for National Commission on Money, Banking and Credit, Dhaka, 1985.
14. Dey, Manoranjan: Paper Presented at a Seminar of Young Economists Dhaka, December, 1984.
15. Alamgir, Mohiuddin: Bangladesh: A case of Below Poverty level Equilibrium, BIDS, Dhaka.
16. Rahman, Khalilur: Economics for Administrations, Pakistan Administrative Staff College.

17. Bangaldesh Bank: Annual Rreport, 1989-90.
18. GOB: Fourth Five Year Plan 1990-91 to 1994-95.
19. Morgan, Theodore: Economic Development, Harper and Row, New York, 1975.
20. Kabir, S. and Siddiqui, A. J.U. : Latters to Bangladesh observer.
21. Habibillah, Md. and Ahmed, Mahbub: Profit Planning and Social Profit, Banking Commission Study.
22. Habibullah, Md: Emerging Accounting Education in Bangladesh, Dhaka University Studies Part-C, June, 1989.
23. Report of the Commission on Money, Credit and Banking, 1986.
24. Samuelson Paul A: Economics, Mcgraw Hill, 1958.
25. Habibullah, Md.: Accountability of Public Sector Enterprises in Muzaffer Ahmad and McClean Gary (ed) , Business Research Reports, Vol. II, University Grants Commission, 1989.
26. Government Commercial Audit Report on Banks, Sector Corporation Enterprises for Several Years.
27. Abul Fazal: Lekhaker Rojnamcha.
28. Enke, Stephen: Economics for Development, Prentice-Hall, Englewood, N.J. 1964.
29. Ministray of Finance, Audit Report,: 1985-86.
30. Siddiqui, A.M.A.H.: Human Resources Development and Utilisation, Paper Presented at the seminar of Chittagong Chamber of Commerce, 1989.

PROFESSOR RAKIBUDDIN AHMED MEMORIAL LECTURE

TOWARD TWENTYFIRST CENTURY : A SUGGESTED AGENDA FOR POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION IN BANGLADESH

QAZI KHOLIQUZZAMAN AHMAD*

A. PROLOGUE

I wish to thank the organizers of this Conference of Bangladesh Economic Association for inviting me to deliver Professor Rakibuddin Ahmed Memorial lecture this year. At the outset, I pray for the salvation of his departed soul.

Many of you surely known that Rakibuddin Ahmed's main field of research was jute. One of his very significant and well-known contributions is his book Progress of the Jute Industry and Trade, 1855-1966 published in 1966. I also worked in the same field from late 1960s to mid-1970s and occasionally since then. When I accepted the invitation some time ago my intention was to write on aspects of economics of jute. But in view of the tremendous political developments in recent days fundamentally changing the political landscape of the country, I am very much inspired to address larger issues that may be in the agenda of the soon to be elected democratic government toward bringing about political, social and economic transformation in the country. If Rakibuddin Ahmed was alive today, he would surely have been excited about the new developments.

B. INTRODUCTION

General Ershad's exit represents a new watermark in the struggle against autocratic rule in Bangladesh. This completes the first phase of people's movement for the establishment of democracy, rule of law, public accountability and an equitable society. It all clicked at last. Students of Dhaka University deserve highest marks for forging unity among themselves, forgetting past differences. United, they in fact acted as the catalytic force behind the larger unity established among the student community, the political paties, various professional groups and people at large. They fought and struggled with idealism, honesty, single-mindedness and determination, I congratulae them. As an ex-student of

* Chairman, Bangladesh Unnayan Parishd (BUP). Dhaka. Views expressed are his personal.

this great alma mater, I feel proud. I also wish to congratulate the political parties and alliances, various professional groups and people at large for rising to the occasion and together resolutely carrying the struggle forward.

Let it be noted that it is a positive development that the armed forces have shown a commendable maturity in not trying to thwart the people's spontaneous movement. They deserve our appreciation. I hope that in future they will play their appointed role just as other public servants, and will keep away from trying to take over the political and administrative leadership of the country, which is the business of the politicians. But any one from defence services can, like other government employees, quit his/her job and join politics if he/she so desires and seek mandate from the people to participate in the political process of the country. It is the people who should ultimately determine whether those elected for and entrusted with the running of the country are performing their role adequately and properly. There should therefore be a guaranty that the government faces the people at appropriate intervals so that an incumbent government can be judged and reelected for a further period or thrown out depending on its performance.

As someone who was a humble participant in the Liberation War in 1971 as a functionary in the Planning Cell' of the Government of Bangladesh in Exile (at Mujibnagar), I am naturally very happy to see that a scope has once again developed for the people to have their say in the affairs of the state and the economy. However, we have a monumental failure in our track record. The nationalist and nation-building enthusiasm of the people including students, youth, workers and the general mass that was brought to the fore by the Liberation War which, if properly marshalled, could have initiated and carried forward processes toward a truly democratic and self-reliant society, but was sadly allowed to drift and degenerate. Autocratic rule took over. People were marginalized and made irrelevant in matters both of politics and economics. It is my fervent hope that this sad history will not repeat itself. All concerned must make sure that it does not. The onus is mainly on the political leadership. But leadership in various professions and sectors also have their roles to play in this context.

The Second phase has now begun with the formation of an interim government. The main task of the interim government is to prepare for and hold free and fair elections to elect a sovereign parliament as the basic element of a future democratic government within the constitutionally stipulated short time period. This is a formidable task. Political parties and people have very important roles to play in this matter—they must cooperate with and strengthen the hands of the Acting President in the task of holding free and fair elections.

Law and order situation needs to be improved. In this context, it is extremely important that there are no arms in the hands of the members of the public and that arms currently held by sections of the public must be recovered without fear or favour.

It is understandable that different parties who will participate in the elections will have their own ideologies, approaches and programmes. But the supreme ideology to which everybody must subscribe is the national interest and people's welfare. If all concerned hold on to this ideology steadfastly, then diversity of opinion, approach and work programmme should in fact enrich and strengthen the process of progress toward a truly democratic and equitable society.

While working to hold free and fair elections, the interim government no doubt also has to re-establish and maintain a functioning government in the interim period and tackle major problems facing the country. But, a whole catalogue of challenges accumulated over the years awaits the newly elected government to face and resolve in relation to both political and economic processes.

The dawn of the twentyfirst century and a new millennium is just one decade away. No patriotic citizen of the country would like to see Bangladesh cross that threshold with uncertain and shaky steps under the weight of an autocratic political system, rampant poverty, mass unemployment, severe malnutrition, widespread illiteracy and gross inequality (facts and figures cited later) staring in the face of the mass of the population. Can the new democratic government successfully face the challenges? It must if the ultimate purpose of the movement—i.e. to establish participatory, equitable and self-reliant political and economic systems—is to be fulfilled and the country is to transform itself sufficiently by the turn of the century for a confident, sustained and equitably distributed progress in the new century.

I wish to enumerate below certain key items that should be in the agenda of the new government to take up to that end and work out and implement appropriate solutions. It is my view that both economic and political reforms should be implemented simultaneously.

C. POLITICAL PROCESS

Let me recount and underline three key widely agreed points. First, steps must be taken toward the establishment of a truly democratic environment. In a truly democratic society, we may remind ourselves lest we forget, the government is—of the people, for the people and by the people—and not of individuals or groups taking charge through muscle power. It is possible that, in a democracy, one seeks to abuse power but

there are checks and balances in the system and there is the public scrutiny which may show no mercy in case an abuse is detected (the case of president Nixon of the United States of America comes to mind, who was forced to resign in disgrace as a consequence of the Watergate break-in).

In establishing democracy, appropriate institutions with necessary checks and blances need therefore to be created, or strengthened/ reformed where weakened or abusd by long years of autocracy. There must be elected bodies at all levels—local to national—with real and appropriate devolution of power to each. There were/are such institutional arrangements as union parishads, gram sarkars, upazila parishads, zila parishads, and city corporations. But it is a shame that such important positions as those of the Mayor of Dhaka and other cities were appointed and not elected. These institutions have essentially always been extensions of the central government with very little devolution of political power. I wrote in a keynote address presented to a national conference held in Dhaka from 17-18 February 1990 regarding what, in my judgement, the Ershad government's decentralization programme in general and the upazila system in particular represented, which I quote below:

"In spite of all the hullabaloo, upazila represents very little political devolution or administrative decentralization. At best, it represents some deconcentration of authority. Both political power and line ministry decision making authority basically remain the preserve of the central level structures. The upazila outfits are an extension of the central government, working according to the procedures prescribed and using resources provided by the central government. It is at best a misplaced optimism that the upazila structure will be able to preform as the key institution in the proposed decentralized planning process. Also, in spite of much vaunted administrative reforms, the whole administrative system remains essentially centralized, ponderous and given to procrastination as ever and does not have adequate orientation to provide the necessary administrative and managerial inputs into a decentralized planned development process..."

It should also be emphasized that an elected national parliament alone cannot create true democratic environment in the country. People's active participation in the management of the affairs at local spaces must also be ensured through appropriate devolution of political power to all lower level governments. The tentacles of the central government are now so widespread and pervasive that those who are not in government or government service are treated as suspects and need prior government clearance and permission even, e.g. regarding individuals to be invited if one is organizing an international or regional conference. Such detailed regulaion and control naturally breed corruption. In a democracy a free atmosphere must be created so that people's creative energies find full expression and all citizens can make their best possible contributions to the nation building process.

A free press is absolutely essential in this context. TV and Radio are public media and all citizens must have reasonable access to them. Institutional arrangement and adequate legal safeguards must be introduced so that these media cannot be turned into mouthpieces of the power that be. Such an arrangement will be a very healthy break away from what has been the case so far in this country.

Secondly, rule of law must be established. All are equal before law, irrespective of their socio-economic and official status and position, conditions must be created for this principle to be applied by those whose responsibility it is to do so without fear or favour. The situation has degenerated so much that those who are in positions of power or have access to power or have the financial capacity are almost above rules and laws. They use their authority, connection and money to manoeuvre and bribe their way out of violations of rules and laws and crimes that they commit.

Establishment of rule of law in the country should therefore be a high priority item in the agenda of the new government, without which a truly democratic society cannot be established.

Thirdly, let me take up the question of accountablity. If the country belongs to the people and people are the source of all power, those who hold power at whatever level (from the highest to the lowest must be subject to public accountablity. The enforcement of the principle of accountability at all levels and spheres of power is an expression of people power and makes those who hold power use it with responsibility, without indulging in self-aggrandizement, favouritism and nepotism. Indeed such a system of accountability can be established only when people power finds true expression through the instrument of democracy at all levels.

The monumental absence of public accountablity in Bangladesh in the past has led to, for example, massive unproductive public expenditure; beautification of Dhaka in preference to rural development: high visibility, high cost large projects while the resources could have been alternatively used to benefit much larger numbers of people by choosing appropriate small projects; violation of plan discipline as resources were diverted from approved projects to projects of presidential commitment which were usually announced in public meetings; and irresponsible approval of such projects as imported milk powder packaging. Whims and caprices of individuals oftem were the main factors behind policy making and policy changes rather than careful analysis of pertinent issuses and possible implications.

Again, large number of projects have tended to take much longer to complete than were planned to and projects were often not implemented

properly. Hence, successive plans have had substantial proportion of planned investment blocked by on-going projects (e.g., over 50 per cent in the Fourth Five Year Plan) leaving limited scope for new investment planning. But there is no public accountability for these procrastinations and failures. Starting right from the top, the lack of accountability ran through all levels of power, and among all partners in power—military, political, bureaucratic, economic and professional. Corruption as the concomitant of lack of accountability therefore became widespread.

To establish public accountability must therefor be a top priority for the new democratic government. And indeed, public accountablility is an essential ingredient of a truly democratic system.

D. ECONOMIC PROCESS

It should be in order, before suggesting an aconomic agenda to foucs on, to remind oneselves of the state of economic realities facing the country today after two decades of independence.

The development of Bangladesh poses a formidable and intriguing challenge to the leaders and planners. Bangladesh is not only a least developed country but also one of the world's poorest 2 or 3 countries with a per capita annual income grew at a rate of only about US$170. In fact, per capita income grew at a rate of only one per cent or so since independence.

Eighty per cent or more of the people of the country are below a minimum quality of life (define in terms of food, shelter, clothing, medicare. education) worthy of human dighity.

Infant mortality rate is 110-120 per 1000 lives births. Malnutrition is widespread.

Officially stated literacy rate is 29 per cent. But only about half of those counted as literate may be actually functionally literate; others may only be able to write their names and read a little but cannot write or understand a letter or a document.

One third or more of the labour time available in the country is unemployed, which in terms of number of persons would translate into 11-12 million.

Both public and private investment declined and remained depressed due to demand management policies implemented within the frameowork of stabilization and structural adjustment policies initiated in the early 1980s at the instance of IMF and World Bank. Investment in the decade of the 1980s also suffered due to cut backs in the Annual Development Programmes (ADPs) consequent upon floods in 1987 and 1988. Moreover, the investment pattern in the decade has been grossly biased

against growth as support was given more to unproductive activities and expansion of services and construction while agriculture, industry, education and health sectors were de-emphasized.

The annual domestic savings rate (proportion of GDP saved) and national saving rate (domestic saving plus foreign remittances) averaged only 1.7 per cent and 4.5 per cent respectively during 1980-87 . Hence, the country's domestic investment programmes have remained largely foreign aid based. The grip and influence of foreign dependence on the economy and the society futher increased during the 1980s not only through regular investment programmes, food aid and continued influence on revenue collection (substantial proportion of which comes from duties and taxes on aid-funded imports), but also because additional aid resources were required for flood control. Moreover, outstanding foreign debt liability as of 30 June 1988 was US$ 8.68 billion, about 47 per cent of the GDP of 1987-88 (TK. 589.22 billion or US$ 18.41-the exchange rate used being US$ 1=TK. 32); and the annual debt service payment on average accouned for 27.9 per cent of the total export earnings and 18.7 per cent of all foreign exchange receipts during 1985-88.

With foreign aid financing virtually the whole of development programmes over the years, there has developed a pervasive donor influence in Bangladesh in various spheres of policy making and programme/project formulation and implementation. The IMF and the World Bank are the most influential actors. Bangladesh has in fact faithfully accepted and implemented prescriptions given by them in the past such as the devaluation of Taka, liberalization of imports, demand management and structural adjustment, withdrawal of subsidies from agricultural inputs and increased reliance on private sector and market forces. But in spite of all these, the socio economic situation in the country today is a dismal one as portrayed by the facts presented above. There are also domestic vested interest groups who have been wielding vast influence on policy making. Thus for example, policies were adopted that encouraged and expanded import of goods that could be domestically produced if necessary policy support and assistance were provided.

While the picture depicted above is a dismal one for the country as a whole, it should be underlined that it is the poor majority who are languishing while a tiny minority of the elite military, economic, political, bureaucratic and other professionals—have largely benefited from whatever development has taken place. In fact, the poor, illiterate and ill-nourished mass of the people are in a state of powerlessness in terms of access to productive resources such as land and other assets, credit, technology and bases of social power such as knowledge, information and organization.

Some Key items in the economic agenda are enumerated below.

1. Planning vs. Private Sector and Market Forces

While planned development was earlier accepted as the appropriate approach in most developing countries including Bangladesh, in recent years there has been a large shift toward privatization and market forces in many of these countries—often due to donor pressure. In Bangladesh, while planning was assigned the key role immediately following independence, the main onus has since been shifted to the private sector and market forces. The scope of planning has increasingly shrunk in the country as reliance on the private sector and market forces has increased.

Even the remaining scope of planning has been further eroded by on-going projects (i.e., projects that spill over from one plan to the next) and projects of 'presidential commitment', (which used to be announced by the President spontaneously in public meetings and were not part of the current Five Year Plan or ADP) claiming substantial resources out of ADP allocations. It may be observed that the so-called projects of presidential commitment represented a grotesque free wheeling with public money in the absence of public accountability.

The five year plans have in practice become rather irrelevant exercises because ADPs are prepared mainly on the basis of aid climate on the one hand and political and interministerial dynamics on the other prevailing at the time when a particular ADP is prepared. Often not much correspondence can be found between what were set out in a five year plan and the relevant ADPs.

Then again a revised ADP, worked out towards the end of the year concerned has always been very much different from the ADP that was approved at the beginning of the year—usually falling substatially short in terms of size and targets. The reasons for such fates of ADPs have been monotonously similar over the years, which include failure to generate domestic resources as planned, aid disbursement not taking place as anticipated, non-availability of adequate administrative inputs, failure of interministerial coordination, bureaucratic procrastination, corruption, non-observance of plan disciplines, and natural calamities.

The role of Planning Commission has been minimized in the process and its technical strength eroded as professionals retired or left the organization. There has been no serious attempt to revamp the capability of the Commission. Also, the Commission has been suffering from a lack of professional balance at the topmost echelon i.e., member level. Indeed, for many years now, professional economists and planning experts from other disciplines have been conspicuously absent from membership of the Commission. The members have been mostly civil servants.

On the issue of planning vs. private sector and market forces, the first task is to determine their relative roles in the light of existing socio-economic realities in the country. To the extent, planning is assigned a role—which, I suggest, should be an important one—the role and status of the Planning Commission will need to be commensurately determined and restored and its capability at all levels including membership level adeuately improved.

The Fourth Year Plan may already have become irrelevant in many respects. It will be necessary to review it to improve its relevance so that it can provide an effective framework for the preparation of future ADPs during the plan period. A longer term perspective plan, which is reportedly uder preparation, should be formulated as soon as possible, providing a longer term vision for the society toward the establishment of a participatory, equiatable and exploitation free socio-economic system in the country and defining broad guidelines in that context for the preparation of medium term plans and annual development programmes during the perspective plan period.

The experience in the Pakistan period and in Bangladesh since independence shows that a healthy and efficient private sector cannot be promoted through spoon-feeding or government under-writing. On the other hand, detailed and elaborate government regulations and control militate against private sector development. The existing policy regime combines both, which is also a fertile breeding ground for corruption. It needs to be reviewed and appropriately restructured. Indeed, certain promotional assistance and facilities will be needed and justified concerning large and medium industries and other productive activitives, which may be provided on case by.case basis; and shackles of elaborate control should be dismantled keeping in place general rules and regulations to enable private entrepreneurs to establish and run their chosen industrial and other productive activities single-mindedly once they fulfil the general requirements, without having to run around in government offices to seek all kinds of permissions.

2. Foreign Aid

Two extreme views on foreign aid may be stated as follows: Foreign aid is Bangladesh's life line and the country cannot survive, let alone develop without foreign aid; and foreign aid is at the root of all evils faced by the economy. The truth should be somewhere in between these two extreme positions. Once the first position is taken, which seems to be the official dispositions in Bangladesh, then a pervasive donor influence as has occurred in Bangladesh is invitable. Given the very low level of divelopment and extremely limited domestic resource availability, there is a need for

foreign aid. But what is the purpose of foreign aid? Foreign aid should be used to raise investment, national income and saving, pay up the loans and initiate and carry forward a self-reliant economic process. But after twenty years of independence and having received foreign aid in billions of dollars, the country is today totally dependent on foreign aid and the economic base is so shaky that the future looks very bleak. The dependent, investment and GNP-focused development strategy has clearly failed. It must therefore be reviwed urgently; and it is my opion that a people-centred, self-reliant paradigm is the need of the hour. Once the paradigm shift is in principle accepted, the details of how to formulate and implement it will need to be worked out. It should be mentioned that people-centred, self-reliant paradigm does not mean autarky. Foreign aid can be sought and accepted, but under terms and conditions dictated by the requirments of the new paradigm. The relationship with the donors will also shift from one of patron-client type to one of partnership in development which is what it should be from the point of soverignty and self-respect of the recipient country and also because the world is essentially interdependent.

I strongly feel that the basic approach should be reviewed and reoriented taking advantage of the unique opportunity that there is before the nation now for embarking on a self-reliant course of development. In the meantime, such questions as the utilization of foreign aid, the pipe line of billions of dollars, gross underutilization of funds under techinical assistance programmes etc. should be seriously reviewed.

3. Employment Based Planning

In introducing a people-centred development strategy, as suggested above, an employment focus may be adopted since the proximate cause of poverty in Bangladesh is unemployment and underemployment not only in terms of time but also in terms of productivity and wages. The basic malaise of inequality can also be attacked to some extent through employment creation for and raising the productivity of the poor. Hence, an employment-based rather than investment-based planning may be more appropriate. That is, the starting point of the planning exercise may be the determination of a number of jobs to be created rather than an amount of money to be invested. In this approach, employment targets will be set first then, working backwards, policies, programmes and projects will be formulated. The activities promoted can be carefully selected so that there is complementarity in terms of demand for goods and services supplied by them.

It will be necessary to change the main criterion for project appraisal from the rate of return on capital to employment generation. Each project will then be judged on the basis of how many jobs it will create, but certainly the questions of efficient use of capital and environmental and other relevant

considerations should be adequately built into the appraisal process. An appropriate land reform should create a more suitable basis for employment based planning. However, this type of planning will be new and surely a difficult exercies. But it should be possible to prepare worthwile plans alone if the basic approach is accepted, which will produce desirable results in terms of growth, poverty alleviation and increasing self-reliance.

Given the limited availablility of land and large scale unemployment in the country, rural non-farm activities sonstitute a major focus for employment generation. The importance of these activities in the economic growth of the country has always been recognized but unfortunately adeqquate policy and investment support has never been provided toward promotion of these activities. This inconsistency needs to be looked into and adequately corrected.

4. Reorientation of Investment Structure

It has been noted earlier that unproductive expenditure has been taking up a major share of public expenditure so that productive sectors have suffered due to lower allocations. There is an urgent need to reorient the public expenditure pattern thereby increasing allocation to productive sectors and de-emphasizing unproductive expenditure.

5. Primacy of Agriculture

The development strategy proposed in the Fourth Five Year Plan has rightly assigned the leading role to the agriculture sector. But the public expenditure allocated to agriculture, water resources and rural development sector is only 27.12. per cent. The comparable figures in the Third and Second Five Year Plans were respectively 28.2 per cent and 34.3 per cent. In fact, the actual expenditure in the sector in the First and Second Plan periods was 31.2 per cent and 29.1 per cent respectively. During the Third Five Year Plan, the sector was de-emphasized so much so that public expenditure in the sector was down to less than 20 per cent. This has been followed by a percentage allocation in the Fourth Five Year Plan, which is lower than even in the Third Five Year Plan.

The primacy of agriculture in the country's development strategy demands that an adequately high allocation is made to agriculture and related activities and its utilization ensured. While allocation to agriculture, water resources and rural development during the Fourth Five Year Plan needs to be reviewed, allocation to the sector in ADPs must receive emphasis commensurate with this sector's leading role in the development of the country.

The detailed agricultural strategy also needs to be reviwed. The questions of land reform and access of the landless and poor to land, other productive assests and employment cannot be avoided or indefinitely

postponed. Also there are other important matters such as input subsidies and prices of agricultural commodities that will need to be faced up to and resolved while working out the detailed agricultural strategy.

6. Industrial Policy

A draft Industrial Policy 1990 is available. In reviewing it some time ago, I raised questions regarding sevaral basic proposals and suggested that unless the proposals in question were appropriately revised the policy would have little relevance to the realities and needs of the country. I touch upon only a few fundamental aspects here.

The industrial sector accounted for only 7.49 per cent of the GDP in 1989-90— of which the contributions of the large and medium industries was 2.99 per cent and that of small and cottage industries 4.50 per cent. Also, in that year, 10.84 per cent of the labour force was employed in the sector—2 per cent in large and medium industries and 8.84 per cent in small and cottage industries. Even if the sector grows at the fastest possible rate, it will make little impact on unemployment and poverty in the country in short and medium terms. Clearly therefore, at this stage, the industrial sector should play a supportive role to agriculture and should grow in a harmonious, mutually reinforcing relationship with agriculture. This has been recognized in the Fourth Five Year Plan, but not in the Industrial Policy, 1990. It is important that it is so recognized because such an approach will have different allocative and policy implications than otherwise.

One implication will be that the main focus of the industrialization is small and cottage industries. There are several important reasons in favour of such a strategy, which include economy in the use of capital, possible widespread dispersal of industrial activities, poverty alleviation through promotion of entrepreneurship among and employment for the poor, production of goods and services consumed by the poor, and establishment of a base for further industrialization in rural areas. Although the importance of the sector has been recognized in successive plans, the sector has always received negligible allocation of resources. In the Fourth Five Year Plan, for example, the public investment allocation to the sector accounts for only 6.07 per cent of the that allocated to the industrial sector and only 0.6 per cent of the total proposed bublic investment during the plan period. The sector must be given a much greater attention in terms of allocation of public resources to create facilities and environment so that private investors are encouraged and find it worthwile to invest more and more in such activities.

A second set of issues relate to private sector vs. public sector debate in so far as large and medium industries are concerned. The assential points

have been discussed earlier. Those and other pertinent issues in this context must be addressed and resolved.

Offer of various facilities to attract foreign industrial investment to the country has been reiterted in the draft policy. But there are serious questions to be raised. First, such foreign investment is usually capital intensive, but Bangladesh is characterized by abundance of labour and widespread unemployment. It is known from experience of various countries that foreign investors take a way by of way of prifit repatriation and internal pricing mechanisms more foreign exchange than they bring in, very little technology transfer takes place through such investments, certain enclaves are created for the elite; and at times political influence is also wielded by these investors. If, however, the economy of a country is strong, such ill effects of foreign investment may be less damaging. But in a weak economy like Bangladesh's negative effects of large scale foreign investment may outweigh the benefits that it could generate. A serious revie of this policy stance is in order.

7. Human Development

The basic purpose of all development must be human development defined in terms of quality of life of the people at large on the one hand and their ability and expertise to contribute to development process on the other.

The following four implications may be noted.

Since development should be for the people at large and not for a privileged few, development becomes a meaningful process if it progressively empowers the poor and the underprivileged in terms of improved access to income and other basis of social power so that they may improve their consumption and the circumstances of their living, thereby gaining an improvement in the quality of their life.

For making their best contribution to the development process, the ability and expertise of the people must be properly developed through education, training and health care.

Cultural aspects of life constitute an important determinant of human development. Conductive environment needs therefore to be created for cultural and finer values of life to find full expression and enrich people's lives.

Since only an environmentally sound development can help sustain human development, environmental issues must be adequately built into the economic policy and programme/project formulation and implementation processes.

Policy planning in Bangladesh must face up to these and other implied and related issues and implement effective policies and programmes toward promoting sustainable human development.

E. Open Public Debate and National Consensus

In autocracies, public opinion plays no part in decision making, whereas the essence of democracy is public participation. Hence, if a true democratic system is to be established and cherished, there must be open public debate on all major political, social and economic issues to facilitate the emergence of a national consensus in respect of each of them.

In Bangladesh, public opinion remained throttled for many years. In fact, General Ershad once boasted that his was a one-man show that was Bangladesh. The democratic forces must seize the opportunity that has now been created by the public movement and establish true and lasting democracy in the country so that an autocracy may never raise its head again—neither an overt autocracy nor an autocracy in the guise of democracy.

F. Concluding Remarks

No attempt has been made in this paper to provide a comprehensive framework. It is essentially an issue paper drawing attention to key policy issues which must be addressed urgently toward preparing a policy framework and work programme for achieving, establishing, participatory and equitable political and economic systems, alleviation of poverty and promotion of self-reliance and sustainable human development.

I have also intentionally not tried to characterize the type of economy that I would like to see established in Bangladesh, although there are indications in what I have stated above. I strongly believe that a national debate should be initiated so that general public are taken into confidence and have their views reflected in the decision concerning the type of economy to be established and the process through which the transition should take place. In this context, I wish however to note that Bangladesh society is highly differentiated. The class-ridden society is like a pyramid with the large majority of the people who are poor making up the bottom ring. The subsequent upper classes are gradually smaller in size. Two classes may be conceived to be separated by a glass-curtian. A particular class can see through the glass-curtain how much more facilities and privileges are being enjoyed by those belonging to the class above. They can easily understand how much deprived they are relatively and therefore will want to break the glass-curtain to secure their legitimate shares of political and economic rights and privileges. A time may come when they will not care whether they get cuts and bruises, even worse sufferings in the process. Those who are entrusted by the people to run the country will

certainly do themselves and the country a world of good if they remember this while developing political and economic systems in the country.

It is important that all pro-democratic forces continue to work in national interest in true democratic spirit such that, while different parties and groups may have different ideologies and approaches there will be tolerance of and respect for the views of the others. Otherswise, the divisivesness and the consequent in-fighting among and within them will not only negate the achievements so far secured toward democratic transformation and shatter the opportunity that has arisen for equitable and participatory socio-economic transformation, but will in fact create a situation in which anti-people forces are sure to make a comeback with disastrous consequence. As the familiar adage goes, we must never forget that eternal vigilance is the price of liberty.

REFERENCES

1. Q.K. Ahmad: "On the Agenda of the Fourth Five Year Plan (1990-95) of Bangladesh", Keynote Address presented at the National Conference on Fourth Five Year Plan Approaches, Issues, Policies and Strategies organized by the National Association of Social Sciences, Bangladesh, Dhaka, 17-18 February 1990; "Beyond Poverty: A Vision for Bangladesh", presented at a Seminar on Constitutional Accountability, Rule of Law and National Economy organized by Bangladesh Supreme Court Bar Association, Dhaka, 1-2 June 1990; and "Industrial Policy 1990: Some Comments", (in Bengali) Sangbad, 5 November 1990. I have drawn extensively from the above two papers of mine, with or without quotation marks.
2. Bangladesh Bureau of Statistics: Statistical Pocket Book of Bangladesh 1987 and 1989.
3. External Resource Division: Flow of External Resources into Bangladesh (As of June 30, 1988) ,18 February 1989,. Ministry of Planning.
4. Ministry of Industries: Draft Industrial Policy 1990, Government of Bangladesh, 18 September 1990.
5. Planning Commission: Various Five Year Plans and Mid-Term Review of The Third Five Year Plan, Government of Bangladesh.

PROFESSOR SHAMSUL ISLAM MEMORIAL LECTURE
MODERN RICE TECHNOLOGY AND INCOME ADJUSTMENTS THROUGH FACTOR MARKETS : THE BANGLADESH CASE*

MAHABUB HOSSAIN**

I CONCEPTUAL ISSUES

The literature on the impact of modern rice varieties (MVs) has emphasized on their direct effects on income distribution across socio-economic groups and geographical regions.[1] It is argued that the new seeds have spread more in regions with already favourable production environments, such as areas with well-drained land, intensive and stable rainfall, plentiful supply of surface or ground water for irrigation, enterprising farmers with ability and willingness to mobilize resources for investment on farming, less exploitative land tenure arrangements, etc. The process of diffusion is likely to benefit already well-of farmers and regions in a country.

The spread of the new technology may however have significant indirect impact through the operation of the factor markets. It may change the terms and conditions of transactions of land and labour and thereby indirectly affect income distribution through an adjustment process.[2] The demand for labour may increase with the spread of modern varieties. In the short run, the supply of labour may remain fixed, which would put an upward pressure on the wage rate, particularly in a situation where the labour market is relatively tight and the additional demand is not met by in-migration of workers from non-adopter villages. The increase in employment and the wage rate will set in a process of income transfers from cultivators to agricultural labourers. If the increase in labour demand is met through rural-rural migration of labour force, the increase in the wage rate in the adopter villages will be prevented, while the reduction in surplus labour in non-adopter villages will push the wage rates upwards. This process will eventually narrow down the employment and income differentials of the

* The author acknowledges the contribution of M.M. Akash, Asst. Professor Department of Economics, Dhaka Univerisity in preparing the paper. The paper draws heavily from the author's ongoing work on the "Differential Impact of Modern Agricultural Technology in Bangladesh."

** Director General, Bangladesh Institute of Development Studies.

1. For an excellent recent review of the literature see, M. Lipton and R. Longhurst, New Seeds and Poor People, Un Win Hyman, London, 1989.
2. See, Hans Binswanger, Income Distribution Effects of Technological Change: Some Analytical Issues", South-East Asian Economic Review, December 1980, pp. 179-218.

agricultural wage labourers between adopter and non-adopter villages. This factor will also be instrumental in transferring some of the gains in wage incomes from adopter to non-adopter villages.

With the diffusion of MVs the supply of foodgrains will increase which may keep the prices of foodgrains low relative to other prices. This will lead to an increase in real wages for agricultural labourers in both adopter and non-adopter villages, even when the money wages remain unchanged. This would transfer incomes from cultivators to labourers in both adopter and non-adopter villages. The cultivators in non-adopter villages would loose in absolute terms, since they do not benefit from the higher productivity of the modern varieties. They would try to adjust their cropping pattern by reallocating land from traditional cereals to non-cereal crops, which are now relatively more profitable because of higher prices. Thus, changes in the terms of trade between cereals and non-cereal crops would compensate some of the income loss of cultivators in the non-adopter villages.

The diffusion of MVs may lead to specialization in crop cultivation. One would expect a movement towards concentration of production of MVs in areas having irrigation facilities, while the production of non-foodgrains crops would be taken up more in non-irrigated areas. The movement from family consumption oriented self-sufficient production system to specialization will increase marketed surplus for a given level of output. This in turn will generate opportunities of employment in trade and transport services. The increased demand for modern agricultural inputs produced outside the locality, and the higher agricultural income induced demand for non-farm goods and services, will also create additional employment opportunities in the non-farm sector. They may induce a shift of rural labour force from farm to non-farm activities, and the reduction in the supply of agricultural labour may also put an upward pressure on the wage rate.

Similar adjustments may take place through the operation of the land market. Initially, the increase in land productivity will raise land prices and rents, which will increase the factor share of land at the expenses of labour. But it would provide incentives to people from low productive areas to permanently migrate to high productive areas through purchase of land. This would reduce the average size of farm in the adopter villages and increase the same in the non-adopter villages. This process will eventually reduce the gap in farm incomes between adopter and non-adopter villages.

The diffusion of modern varieties may lead to changes in tenurial arrangements and the terms and conditions in the tenancy market. Since MVs require more labour per unit of land, the large landowner, faced with the problem of supervision of additional labour, may want to get the new

varieties cultivated by the labour surplus tenant households. The MVs require substantially large investment on purchased inputs such as fertilizer and water. So the terms of sharecropping, which requires tenants to provide non-land inputs while the incremental yield is shared with the landowner, may discourage adoption of modern varieties by the sharecropper. This may lead to changes in tenancy arrangement from sharecropping to fixed rent contracts, or changes in input sharing practices with landowners sharing a portion of the cost of modern inputs with the tenant. With changes in the incidence and the terms of tenancy some income adjustments will take place across socio-economic groups.

The hypothesis of the DIS project is that the difference across regions will be larger for land rent than for wages, because the supply of land is more inelastic than the supply of labour. In the initial period of adoption, one would expect the wage differential across regions to increase, but in the long run wages will be equalized across regions through the migration of agricultural labourers from non-adopter to adopter villages. The incremental income will thus be reaped by the landowners in the form of larger rents and higher land prices.

This paper looks into the operation of the land and labour market across villages differentiated by the extent of adoption of MV rice, to assess whether the income adjustments take place across regions and socio-economic groups through the operation of the above forces. For the study 62 villages were selected randomly and community and household level information was collected on the nature of the land and labour markets, the terms and conditions of factor transactions and the extent of participation of sample households in these markets. The villages were classified into three groups, (i) low-adopter, villages with less than 10 per cent of the land under MV rice, (ii) medium-adopter, villages with 10 to 50 per cent of the area under MV rice, and (iii) high-adopter, villages with more than 50 per cent of the area under MV rice.

II LAND MARKET OPERATIONS

The pattern of distribution of landownership in the low and high-adopter sample village will be reviewed from Table 1. Although there are few large landowners, land distribution is fairly unequal. In low-adopter villages, the botton 60 per cent of the households in the landownership scale own land in sizes of less than 1.5 acres and they control 16 per cent of the total land. At the other end, the top 10 per cent of the households who own land in sizes of more than five acres, control 50 per cent of the total land. The Gini concentration ratio is estimated as 0.65. Thus, when the productivity of land increases with the adoption of MVs, the incremental income from land will be highly unequally distributed.

In the high adopter villages, however, the concentration in landownership is relatively less, the concentration ratio is estimated at 0.60. The share of the botton 60 per cent is 22 per cent, about 6 per cent higher than that in the low-adopter villages. The proportion of households owning land in sizes of five acres or more is lower (7.3 per cent) and they control 34 per cent of the total land, compared to 50 per cent for the low-adopter villages. It appears from the findings that the MVs spread relatively more in villages with low average size of holding and/or with lower concentration of landownership. Also, with the increase in land productivity the pressure of population on land may increase through in-migration of people from 'low-adopter' villages. Small and marginal landowner may increase their size of holding to make it more viable by purchasing land from households who use it less intensively. So ex-post, the incremental gains in land productivity from MV adoption would be relatively less unequally distributed compared to that suggested by the pattern of land distribution in low adopter villages.

It will be noted from Table 1 that the adjustment process also works through the land-man ratio. The average size of the household is higher for larger land owners in both groups of villages. As larger land owners support larger families, the gains in per capita terms are lower. And, land owned per head of population is less unequally distributed than the land per household. While the land productivity would be higher for the 'high-adopter' villages, the average size landowned is about 9 per cent lower, and population to be supported with land is 5 per cent higher compared to low-adopter villages. The land-man ratio is 14 per cent lower in high-adopter villages. So, the difference in gains in per capita terms between the high and low-adopter villages would thus be less than that suggested by the extent of increase in land productivity.

Table 2 provides information on the source of acquisition of land, built up from reports at the plot level, for average households in the low and high- adopter villages. It will be seen from the table that 22 per cent of the land in the low-adopter villages was purchased after inheritance, the corresponding figure is 30 per cent for the 'high-adopter' villages. This information suggests that land market becomes more active with MV adoption. As the productivity of land increases, land transfers from relatively less efficient to more efficient users take place. Whether people migrate from low adopter villages and buy land in high-adopter ones however is difficult to ascertain from this information.

Table 3 provides information on land prices for different types of land across villages in the scale of MV adoption. As expected, the price of land is positively related with the land productivity. The price is higher for irrigated than for non-irrigated land, and for each irrigation category it is higher for

double cropped than for single cropped land. The price of land increases with MV adoption. In 'high-adopter' villages the price of double cropped irrigated land (major type) was Tk 82,000 per acre, 26 per cent higher than the double cropped non-irrigated land (major type in favourable environments) in low-adopter villages, and 100 per cent higher than single cropped unirrigated land (major type in unfavourable enviroments) in these villages.

The findings suggest that although the operation of the land market may activate some adjustments across villages through changes in the land-man ratio, it does not lead to equalization in land prices. The diffusion of the MVs benefits landowners even after adjustments through the operation of the land market.

Land is also transacted among households through the operation of the tenancy market. The most important tenancy arrangement found in Bangladesh is the share-cropping system. Under share-tenancy actual output and in some cases certain inputs are shared by the landowner and the tenant according to a fixed proportion. In Bangladesh the common practice is to share the output in 50 : 50 proportion. The fixed rent tenancy under which the tenant pays the landowner a fixed amount of rent either in cash or in kind irrespective of the output he produces on the land. The cash rent is usually paid at the time of renting the land and is often contracted on an yearly basis. The kind rent is paid after the harvest and the contract is on a seasonal basis. In Bangladesh one variant of the fixed rent tenancy is known as Khai-Khalasi, where the agreement is made for a longer period. Under this system the tenant enjoys productive powers of land for a specified number of years (varying from 3 to 7 years) by paying the full amount of the specified rent in advance. The land is usually transacted from small to large landowners. Another type of arrangement under which land is transferred from small to large landowners is known as dai-shudi, which is basically a credit arrangement. The tenant gives a loan to the landowner against a collateral of land which the tenant cultivates until the loan is repaid. If the landowner cannot repay after the specified number of years, the tenant would have the right to purchase the land. Dai-Shudi is sometimes the first step in the process of land transfers through purchases and sales.

Table 4 reports the findings of the survey on the incidence of tenancy in the sample villages across the MV adoption scale. The incidence of tenancy appears to increase with the adoption of MVs. The proportion of tenant cultivators[3] as well as the per cent of cultivated area under tenancy

3. Most of the tenants in Bangladesh are part tenants who own some land and rent in some more to make better utilization of their fixed endowment of family workers and farm establishments.

was higher in the 'high-adopter' villages compared to the 'low-adopter' ones. This finding is contrary to observations for other South-Asian countries that by increasing profitability of land, the spread of MVs lead to tenancy eviction and thereby accentuate income inequality.[4]

The importance of different tenancy arrangements in the low and high-adopter villages will be reviewed from Table 5. It will be seen that with the adoption of MVs the share-cropping system gives way to fixed rent tenancy. In the low adopter villages, 94 per cent of the land in the rental market was transacted under the crop sharing arrangement, the proportion was 57 per cent in the high-adopter villages. In the latter group, fixed rent contract for more than one-year (Khai-Khalasi) was also prominent. In these villages 25 per cent of the rented land was transacted under yearly fixed rent contract, and another 17 per cent under fixed rent contract for more than one year.

The findings of the community level survey on output and cost sharing practices under the share-cropping system are presented in Tables 6 and 7. The cost of seeds is shared by the landowners in about 30 per cent of villages, with the adoption of modern varieties landowners in a larger proportion of village share cost of seeds with the tenant. The change in the cost sharing practices is more noticeable in the case of fertilizer and water. One-fourth of the sample villages in the low-adopter group reported that the landowners shared with the tenant 50 per cent or more of the costs on account for fertilizer. The figure was reported to be about 40 per cent in the high-adopter villages. Because of the higher incidence of cost sharing, the factor share of land will go down with the adoption of MVs, although the absolute gains will increase.

The estimated values of land rent under different tenancy arrangements are reported in Table 8. The rent is substantially higher for modern varieties than under traditional varieties, which is a reflection of higher absolute share of land in the output of MVs. But the rental value under the fixed rent was about 45 per cent lower than that under the share-cropping contract. Thus, the change in the form of tenancy from share-cropping to fixed rent as shown earlier, will redistribute some of the incremental shares of land from the landowner to the tenant.

III LABOUR MARKET OPERATIONS

Labour is supplied by four categories of farm workers, (i) family workers, (ii) attached farm workers, (iii) casual workers and (iv) contract workers. Attached farm workers are hired on a permanent basis for a year after which

4. On this see the early literature on the Green Revolution in India for example Keith Griffin, The Political Economy of Agrarian Change : An Essay on the Green Revolution, Cambridge Harvard University, 1974; Andrew Pears, Seeds of Plenty, Seeds of Want : Socil and Economic Implications of the Green Revolution, Oxford Clarendon Press 1980.

the employment is reconsidered; employment for a crop season is also found. In either case the worker usually lives with the farm family and are paid wages irrespective of whether they are used or not. They are provided free meals and yearly supply of clothing. Casual workers are employed on a day to day basis and are paid a wage prevailing in the market at the time of employment. Even very small cultivators sometimes employ casual labourers because of the highly seasonal pattern of demand for labour in rice cultivation, which is dependent largely on nature. Contract workers are hired for completing a specific operation against a piece rated wage. The use of this type of labour hiring is gaining importance, because it needs less supervision on the part of the employer than in the case of casual workers who will get the stipulated wage after the day irrespective of the amount of work done. This type of labour hiring also suits both the worker and the employer in the situation where the labour market is tight. The worker can increase his earnings by working more intensively, he does not need to follow the institutional timing, and can take up another employment or look after his own business if he can finish the work early. The employers can get more work done by the available number of the agricultural wage labourers in the village.

The adoption of the modern varieties is found to have a positive impact on the size of the labour market (Table 9). The use of labour goes up with the reallocation of land from traditional to modern varieties, but the use of hired labour goes up proportionately more than family labour. For local varieties about 43 per cent of the labour was hired, with modern varieities it increases to 52 per cent. With the transfer of land from local to MVs the labour use increases by about 29 per cent, it is met by 10 per cent additional use of family labour but about 55 per cent additional use of hired labour. Thus, with MV adoption some income adjustment takes place. The incremental gains for labour is redistributed from family to hired worker and hence from landowners to landless agricultural labourers.

The adoption of modern varieties also seem to affect the composition of hired labour (Table 10). The importance of attached workers goes down with the adoption of modern varieities. The cultivators employing attached workers were 12 per cent in high MV adopter villages, compared to 23 per cent in low-adopter ones. Only eight per cent of the total labour was supplied by attached workers in the former group compared to about 36 per cent in the latter.[5] From the investigation one gets the impression that the employment of attached worker is poverty-driven. The working conditions are precarious, the worker has to provide domestic service, the

5. The information on flow of labour was not collected by the survey. It was estimated from the total wages paid to permanent workers on the assumption that they are employed for 30 days in a month. A part of the employment may be for other activities such as rearing of the livestock.

wage rate is significantly lower than for casual labour, and there is very little free time. The worker will prefer this type of employment when there is large surplus labour in the village and hence the uncertainty of finding job in the market is high. Some poor households hire out services of their children as attached worker in large landowning households where they work as apprentices. It saves the cost of rearing children in poor households. With reduction in surplus labour and alleviation of poverty, the supply of attached labour goes down. Since the wage rate for this type of labour is low (Table 11) the change seems to redistribute income from the land-rich employer households to the land-poor worker households.

The use of contract labour seems to increase with the adoption of MVs. Nearly 53 per cent of the sample villages in the high adopter group reported use of contract labour for performing transplanting, weeding and harvesting operations on a piece rated wage. It was 38 per cent for the low-adopter group. The difference in the proportion of farmers reporting use of contract labour was however less pronounced between the two groups of villages. It was difficult to estimate the flow of labour under this type of labour contract. Estimates obtained from the amount of land operated with contract labour for a particular activity, the labour days required for performing that activity, total wage bill paid for the work and the daily wage rate for casual labour shows that only 4.5 per cent of the total labour was transacted under this arrangement in the 'high-adopter' villages, compared to only 2.0 per cent in the 'low-adopter' villages.

A major change in labour market with the adoption of MVs is with respect to employment of migrant workers for supplying casual labour (Table 10). From the extensive village level survey the following information was obtained on the incidence of seasonal migration of agricultural labour (figures in per cent of total number of villages under study).

Migration status	Low-adopter villages	Medium-adopter villages	High-adopter villages
Villages reporting labour migrate-out	57.1	66.7	44.2
Villages reporting labour migrate-in	35.1	37.5	53.0
Both migrate-in and migrate-out	15.0	12.5	5.9

It shows high incidence of seasonal rural-rural migration in Bangladesh. It also shows that in-migration of labour increases with the adoption of MVs while out-migration declines. Among the sample cultivator households, about 24 per cent in the 'high-adopter' villages reported use of migrant labour during 1987-88, compared to only 8 per cent in the low-adopter villages. The proportion of labour contributed by migrant workers is

estimated at 20 per cent for the 'high-adopter' villages compared to 7 per cent for 'medium-adopter' and 12 per cent for 'low-adopters'.

The seasonal migration of labour may be in response to labour shortages during a particular time of the year, caused among others by the spread of modern varieties. In the extensive survey, reports of labour shortages were received from 76 per cent of the villages in the high-adopter group compared to 44 per cent for medium-adopters and 55 per cent for the low-adopter group.

When the labour market becomes tight, the increase in the demand for labour with the adoption of modern varieities should put an upward pressure on the wage rate, unless the excess demand is met by the employment of migrant workers or labour is substituted by machines.[6] The estimates of wage rates paid by sample respondents for different types of labour are presented in Table 11. It is found that the wage rate for attached workers was lower in villages with high-levels of adoption of modern varieties.[7] The monthly wage including about 62 per cent payment in kind was Tk. 777, which comes to about Tk. 25.90 per day for a 30 day working month. This is about one-third lower than the wage rate paid to workers employed on a daily basis. The wage rate for casual labour both for local and migrant workers has a positive relationship with the rate of adoption of MVs. The wage rate in 'high-adopter' villages was higher by 43 per cent compared to low-adopter villages, and 35 per cent, compared to medium-adopter villages. The village level community survey also shows higher wage rates in high-adopter villages although the difference is smaller (Table 12).

The above information suggests that the migration of labour does not lead to full adjustment in the labour market. While some income transfers take place between high and low-adopter villages through migration, workers from the locality gain initially through more Employment and later through higher wages. Thus, through the operation of the labour market, a part of the incremental income from cultivation 'trickle down' to the poor in the locality, while the workers from the 'non-adopter' villages get part of the benefit. As in the case of the land market, the impact of the technology on

6. In Bangladesh except for irrigation mechanisation is rarely practised. Among the 62 villages under study we found use of machines only in two villages. In one village near the Dhaka city power tillers are used for land preparation in potato cultivation. In another village in Comilla district small mechanical threshers are used for paddy threshing. There are reports however that over that last two years big farmers from areas where the labour market has become tight and wages have increased, have started acquiring power tillers.
7. This may be due to changes in the age composition of the attached workers. As the opportunities for employment in the market and the wage rate for employment on a daily basis increases with MV adoption the adult workers may prefer hiring out their services on a daily basis. So a larger proportion of attached workers in 'high-adopters' villages may be children who are paid lower wages.

the labour market operations does not lead to equalization of the wages across villages.

IV NEW TECHNOLOGY AND FACTOR PRICES

This section presents findings of a multi-variate analysis of the impact of the new rice technology on the price of land and the wage rate. For assessing the impact of the technology, a reduced form equation on the determinants of factor prices incorporating supply and demand variables was estimated, in order to separate out the effects of other exogenous variables.

Land Prices

For the price of land the following equation was estimated.

PRCL=f(LMR, MGR, PLLF, MV, PRCP, PFL, PNF, DUMH, DUML, SLNT)

Where :

PRCL = Price of land in the village (Tk/acre),
LMR = Amount of land per person (acres),
MRG = Per cent of population migrated out for 1987/88,
MV = Per cent of cultivated area under modern variety,
PRCP = The harvest price of paddy (Tk/maund),
PLFF = Per cent of land controlled by large farmers (households with more than 7.5 acres),
PLF = Per cent of functionally landless households (with less than 0.5 acres),
PNF = Per cent of households reporting non-farm activities as major sources of income,
DUMH = Dummy variable with '1' for villages with high land, 'o' otherwise,
DUML = Dummy variable with '1' for villages with low land, 'o' otherwise,
SLNT = Dummy variable with '1' for villages reporting salinity problem,

The supply variables are LMR, MGR and PLLF. The supply of land will depend on the amount of land available in relation to population. It will increase if people migrate out from the village. If there is a higher concentration of land in the hand of large landowners, more land will be offered in the tenancy market, which would reduce the rental value and depress land prices. The demand for land will depend on the proportion of landless population. The demand will be lower if there are alternative job opportunities in the non-farm sector, which is represented by PNF. The price of paddy, fertilizer and irrigation will affect the profitability of cultivation of land and hence should affect the demand for it. The market for irrigation is however imperfect in Bangladesh, and the prices vary according to the type of equipment (tubewells or power pumps) and the source of supply

(government, private owner or the cooperative). There was not enough variation in fertilizer prices across villages. So, we included only the price of paddy among the different price variables. By increasing the productivity and profitability of land, the incidence of adoption of MVs will increase the demand and hence would put an upward pressure on prices.

After elimination of the statistically insignificant variables. the following equation was obtained :

1) PRCL = 39048 + 9815 MRG + 75,711 SLNT - 46,355 DUML + 662 MVD
(3.22) (3,93) (3.31) (-2.46) (2.27)
R^2 = 0.42 F = 8.39 N = 51

The price of land is higher in villages with higher out-migration of population. This is contrary to the a priori hypothesis, because the higher the out-migration, the lower would be the pressure of population on land and hence the land prices should fall. It appears that the causality runs the other way round. The higher the pressure of population on land, the higher the out-migration rate.

The incidence of landlessness is an important factor influencing land prices in the country. The higher is the landlessness the larger is the demand for land, which pushes up land prices.

The price of land per acre was Tk. 76,000 higher in villages in the coastal areas reporting soil salinity. This result appears surprising. It has been reported in another paper that productivity of land is relatively higher in coastal areas, although the salinity problem constrain the adoption of MVs.[8] These areas are mostly single cropped with transplanted amon, which has a significantly higher productivity compared to other local varieties. The returns to family resources in the cultivation of transplanted amon is very high and is comparable with modern varieties of rice. Regular flooding of land from high tides increases crop yields. In fact, coastal areas have higher land rents than in other parts of the country. In two of the 62 sample villages, the tenant pays two-thirds of the gross produce as rent to the landowner, both of the villages are located in coastal areas. The higher land prices in these areas are thus expected.

The coefficient of the technology variable, the per cent of total land under MV was not found statistically significantly related to land prices. But when the variable was specified separately for the dry and the wet season, the coefficient of the proportion of area under MVs for dry season, MVD, came out to be statistically significant. This is consistent with the findings of another paper on costs and returns for MVs that the productivity and

8. M.A. Quasem and Mahabub Hossain, "Characterisation of Environment for Rice Production in Bangladesh", paper presented in the Final Workshop on Differential Impact of Modern Rice Technology Across Production Environements, IRRI, Manila. 26-28 March 1990

profitability differences between traditional and modern varieties are substantial for the dry season, but for the wet season the gains are marginal. The positive value of the coefficient supports the findings reported in Section II, that the impact of the new technology on the land market is not strong enough to equalize land prices across villages.

Wage Rates

For analysing the wage differential across villages, the following reduced form equation was specified :

WAGE = f (LMR, MGR, PFL, PNF, MV, PRC, LBRS, PLLF)

Where, WAGE is the wage rate per day of casual labour as obtained from the community level survey, LBRS is the amount of cultivable land per agricultural worker in the farm households, and other variables are as defined earlier. The technology variable, MV, was measured separately for the dry (MVD) and the wet season (MVW).

The supply of agricultural labour in the market is a function of the wage rate, as well as the population in relation to land, LMR, the proportion of people migrating out from the village, the proportion of households with little land to employ family workers, and the opportunities of employment in the non-farm sector. The demand of agricultural labour will depend on the availability of cultivable land in relation to agricultural workers, the proportion of land held by large farmers, and the proportion of area cultivated with modern varieties. By changing the profitability of cultivation, the paddy price would influence the demand for labour.

The estimated equations which contain the statistically significant variables (at five per cent level) are as follows :

2) WGT = 40.79 - 0.323 LMR + 0.088 MV + 0.228 PNF - 0.207 PLF
(5.73) (2.98) (3.22) (3.38) (2.05)
R^2 = 0.43 F = 10.7 N = 61

3) WGT = 42.41 - 0.340 LMR + 0.156 MVW + 0.229 PNF - 0.207 PFL
(6.10) (-3.10) (3.44) (3.44) (-2.08)
R^2 = 0.44 F = 11.2 N - 61

4) WGH = 30.45 - 0.299 LMR + 0.223 PNF + 0.062 MV
(6.55) (-2.98) (3.50) (2.29)
R^2 = 0.46 F = 16.0 N = 60

5) WGH = 31.69 - 0.319 LMR + 0.219 PNF + 0.118 MVW
(7.41) (3.10) (3.49) (2.69)
R2 = 0.48 F = 17.07 N = 60

The figures within parentheses are estimated 't' values. The higher is the pressure of population on land the greater is the supply of labour which

depresses the wage rate in the villages. The transplanting wage rate is negatively related to the proportion of the functionally landless household. But it does not have statistically significant influence on the harvesting wage rate. The availability of non-farm jobs reduces the supply of agricultural labour and puts an upward pressure on the wage rate. A 10 per cent increase in the proportion of households engaged in non-farm activities would increase the transplanting wage rate by Tk. 2.28 which is 6.9 per cent of the average wage rates.

The coefficient of the technology variable was found statistically significant. When MV adoption is desegregated by season and incorporated in the equation as separate explanatory variables, only the variable for the wet season come out statistically significant. Since the dry winter season is a relatively slack season of agricultural activities, the increase in the demand for labour from the adoption of MVs does not push up the wage rate. Also, since the crop is raised with irrigation, the seasonality in the demand for labour which creates shortage of labour at certain periods is probably less pronounced. Since most of the land is cropped during the wet season, occasional labour shortages may appear, which may be accentuated by strong seasonal demand because of the dependence on nature. The increase in the labour demand from the adoption of MV during this season thus puts an upward pressure on the wage rate.

The estimated value of the technology coefficient suggests that a 10 per cent increase in the area under modern varieties during the wet season would increase the transplanting wage rate by Tk. 1.56 per day and harvesting wage rate by Tk. 1.18 which are respectively 4.6 per cent and 3.4 per cent of the average wage rates. The statistically significant value of the coefficient suggests that the migration of labour does not lead to full equalization of wage rates across villages.

V. CONCLUSIONS

The evidence from the DIS field survey suggests that in Bangladesh the diffusion of the modern technology exerts a significant influence on the operation of both land and labour markets. The land market is found more active in high MV-adopter villages, compared to the low adopter ones. Land prices are higher in the former than in the latter for all categories of land. The land per unit of population is however lower in the high adopter villages, which suggests a transfer of population from low productive to high productive areas. This, to some extent, adjusts the difference in the returns from land per household between the high and low adopter villages.

The incidence of tenancy increases with the adoption of MVs and tne land in the tenancy market is transacted from large to small landowners. With the adoption of MVs a change in tenancy arrangement takes place away from sharecropping in favour of fixed rent. The fixed rent per unit of land was 45 per cent lower than the share rent. Thus, through the operation of the tenancy markets, a part of the incremental returns for land of reallocated from large landowners to poor tenant farmers is the high-adopter villages.

The market for agricultural labour increases with the adoption of modern varieties. The demand for hired labour increases at a substantially higher rate than the increase in the use of family labour. A change in composition of labour takes place away from the relatively low-wage attached labour to the high-wage casual labour. The use of migrant labour also increases with the diffusion of modern varieties. The wage rate for casual labour is substantially higher in the high MV adopter villages, which suggests that the incremental demand for labour is not fully met by the supply of migrant labour. Thus, while a part of the incremental labour income flows from the high-adopter to low-adopter villages through seasonal migration of labour, the local agricultural workers benefit substantially through additional employment, high wage rates and reallocation of labour from low-paid to high-paid jobs.

A multiple regression analysis on the determinants of land prices shows that the extent of adoption of MVs increasses both land prices and the wage rates. This suggests that factor prices are not equalized across different production environments through the operation of the land and labour market. While some income adjustments take place across socio-economic groups, considerable inequality in the distribution of the incremental gains from MV adoption remains among the owners of different factors of production in the adopter villages as well as between adopter and non-adopter villages.

Table-1: The Pattern of Distribution of Landownership in Sample Villages, By Status of MV Adoption

	Low-adopter villages				High-adopter villages			
Size of Landow-nership	Per cent of house-hold	Per cent of land owned	Average family size	Average size of holding	Per cent of house-holds	Per cent of land owned	Per cent of popu-lation	Average size of cultivated holding
upto 0.49	47.5	3.3	5.19	0.11	45.0	5.1	5.73	0.16
0.50 - 1.49	22.1	12.6	5.53	0.93	23.4	16.0	6.74	0.95
1.50 - 2.49	9.5	11.3	1.93	1.95	14.3	19.7	6.48	1.91
2.50 - 4.99	9.3	22.7	7.76	3.39	9.9	24.7	7.47	3.45
5.00 - 7.49	4.8	17.2	10.00	5.93	6.1	26.6	9.00	6.01
7.50 & above	5.2	32.8	11.73	10.23	1.2	7.9	9.75	9.35
Total	100.0	100.0	6.16	1.53	100.0	100.0	6.49	1.39
Concentra-tion ratio		0.66				0.61		

Table-2: Acquision of Land in Sample Villages By Status of MV Adoption and Irrigation

Source of acquisition of land	Low adopter villages	Medium adopter villages	High adopter villages	Low irrigated villages	Medium irrigated villages	High irrigated villages
Inheritance of self	74.4	74.9	66.4	75.3	70.9	68.8
Inheritance of wife	3.3	2.4	2.3	3.2	2.0	2.9
Purchased	22.3	21.2	29.7	20.8	25.4	27.7
Others	0.1	1.5	1.6	0.6	1.7	0.6
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Table-3: Price of Land By Type and Status of MV Adoption

(Figures in Tk. per acre)

	Non–adopter villages	Semi-adopter villages	High-adopter villages	Difference in high-adopter as per cent of non-adopter
Non-irrigated:				
Single cropped	40,000	43,300	44,300	10.8
Double cropped	65,100	57,200	91,600	40.7
Irrigated:				
Single cropped	45,100	57,200	59,200	31.3
Double cropped	64,200	76,200	82,200	28.0
Homestead land	93,300	86,700	144,700	55.1

Table-4: Incidence of Tenancy in Sample Villages by Status of MV Adoption

Indicators	Low adopter villages	Medium adopter villages	High adopter villages	per cent difference of high over low
Tenant farmers as a per cent of cultivators	39.4	42.3	43.0	9.1
Rented out land as per cent of owned land	20.3	10.1	13.6	-33.0
Rented-in land as a per cent of cultivated land	21.0	22.8	25.8	22.9

Table-5: Importance of Various Tenancy Arrangement in Sample Villages By Status of MV Adoption

Tenancy Arrangements	Low adopter Villages	Medium adopter Villages	High adopter Villages	All cases
Sharecropping	94.0	77.3	56.9	76.4
Fixed rent for one year	3.5	22.2	25.2	17.8
Fixed rent for more than one year	1.5	0.2	16.8	5.4
Mortgage arrangement	—	0.3	1.1	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Table-6: Output Sharing Arrangements Under Share Rent Contracts, 1988

(Figures in per cent of villages)

Rental Share	Low Adopter		Medium Adopter		High Adopter	
	Local Variety	Modern Variety	Local Variety	Modern Variety	Local Variety	Modern Variety
Two-thirds	10	—	4	4	—	—
one-half	90	81	96	84	100	100
One-third	—	19	—	8	—	—
One-fourth	—	—	—	4	—	—

Table-7: Cost Sharing Arrangements Under Share Rent Contracts, 1988

(Figures in per cent of villages)

Land owners share of input cost (per cent)	Seeds		Fertilizer		Irrigation
	Local Variety	Modern Variety	Local Variety	Modern Variety	Local Variety
Low Adopter Villages:					
100	9.5	4.7	—	4.8	—
50	19.0	23.8	14.3	19.8	23.8
nil	71.4	71.4	85.7	76.1	76.2
Medium Adopter Villages:					
100	16.7	16.7	8.3	12.5	12.5
50	20.8	25.0	20.8	37.5	29.2
nil	62.5	58.3	70.8	54.2	58.3
High Adopter Villages:					
100	11.8	11.8	—	—	—
50	17.6	23.5	23.5	35.3	41.2
nil	70.6	64.8	76.5	64.7	58.8

Table-8: Difference in Land Rent Under Sharecropping and Fixed Rent Contract

	Local Varieties	Modern Varieties
Fixed Cash Rent:		
Low Adopter	2,552	3,705
Medium Adopter	2,305	3,705
High Adopter	4,150	6,373
Fixed Kind Rent	—	6,225
Share Rent	6,286	11,240

Table-9: Changes in the Size of the Labour Market with Adoption of Modern Varieties

Seasons/ Varieties	Family labour (days/ha)	Hired labour (days/ha)	Total labour (days/ha)	Hired labour as per cent of total labour
Dry Season:				
Local aus	85	67	152	44.1
MV boro	96	107	203	52.7
Wet Season:				
Local T. amon	76	56	132	42.4
MV amon	79	80	159	50.3
All Seasons:				
Local	81	62	143	43.4
Modern	89	96	185	51.9
Difference in modern over local (per cent)	9.9	54.8	29.4	8.5

Table-10: Importance of Different Labour Hiring Arrangements in Sample Villages Classified by MV Status

	Low-adopter villages	Semi-adopter villages	High-adopter villages
Cultivators employing permanent worker (per cent)	23.2	13.2	11.6
Average number of permanent worker (per 100 household)	33	20	15
Cultivators hiring casual labour in a week (per cent)	28.0	37.0	41.9
Cultivators reporting use of migrant labour (per cent)	7.7	7.5	23.6
Share of total labour supplied by (per cent)	26.8	30.7	29.5
Share of total labour supplied by (per cent):			
Permanent labour	36.3	17.6	8.4
Casual labour	50.0	69.3	66.9
Migrant labour	11.8	7.4	20.1
Contract labour	2.0	5.6	4.5
Per cent of villages reporting use of contract labour	38.0	54.1	52.9

Table-11: Wage Rates by Type of Labour For Sample Villages Classified by Adoption of MVs, 1987-88

	Low-adopter Villages	Medium-adopter Villages	High-adopter Villages
A: Permanent Worker			
(Tk. per month)	887	741	777
Per cent paid in kind	52.00	60.20	62.50
B: Casual labour			
(Tk. per 8 hour day)	27.52	29.34	39.47
Per cent paid in kind	22.00	218.80	19.90
Employers paying wage in kind (per cent)	47.80	59.30	70.30
C: Migrant Labour	34.37	37.63	40.04

Table-12: Wage Rate By Type of Labour and MV Adoption, 1987-88

	Low-adopter Villages	Medium-adopter Villages	High-adopter Villages	Difference in high-adopter as per cent of low-adopter
Land preparation	31.67	30.88	35.24	11.3
Transplanting	32.81	30.25	37.06	13.0
Weeding	32.00	28.35	34.41	7.5
Harvesting	32.96	29.21	36.41	10.5
Threshing	31.28	27.81	32.93	5.3

Bangladesh Journal of Political Economy, Vol 11 No. 2 A

অধ্যাপক মাজহারুল হক স্মারক বক্তৃতা

আইনের শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মহীউদ্দীন খান আলমগীর*

জনাব সভাপতি, সহ অর্থ-বিজ্ঞানী ও সুধীবৃন্দ,

বাংলাদেশে স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশ-পরিধি বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে প্রযোজিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক হিসাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সচেতন আইনজীবিরা সমাজে মৌলিক মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে চেয়েছেন, বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদরা মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, বিবেক তাড়িত পেশাজীবি ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন, কৃষক-শ্রমিকরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছেন, ছাত্র-জনতা জাতিগত প্রচেষ্টায় বাক ও বিবেকের স্বাধীনতায় প্রজ্জ্বোল, প্রগতি-উন্মুখ, এবং প্রতিনিয়ত জীবনের উৎকর্ষ সাধনের সংস্কৃতিতে স্পন্দিত একটি দেশ গড়তে চেয়েছেন।

২। স্বৈরতন্ত্রের নিপাত সাধনে এবং গণতন্ত্রের মুক্তি অর্জনে[১] জাতির এই অভ্যুত্থান আইনের শাসন স্থাপন ও সম্প্রসারণে জাতীয় ঐক্যমতকে প্রদত্ত মূল ভিত্তি ও লক্ষ্য ধরে অর্থ বিজ্ঞানী ও পরিকল্পনাবিদ হিসাবে আমাদেরকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও কৌশল স্থিরীকৃত করতে হবে। অর্থ বিজ্ঞানের সাধারণ বিশ্লেষণে দেশের আইন কাঠামোকে প্রদত্ত ও অপরিবর্তনীয় বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কম বেশী প্রভাব বিহীন মনে করা কিংবা এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ দূরদর্শিতার অনুপস্থিতি যে কারণেই হোক না কেন আমরা গত ২০ বছর ধরে দেশের আইন কাঠামোকে পরিকল্পিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশ্লেষণে যথার্থ স্থান দেইনি। '৯০ এর দশকে উত্তরণকালে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্পন্দিত এই গণঅভ্যুত্থান এই ক্ষেত্রে এই অপূর্ণাংগতা দূরীকরণের প্রয়োজন সন্দেহাতীতভাবে সকল বিবেচনার সামনে নিয়ে এসেছে।

৩। বাংলাদেশের আইন কাঠামোর মূল অবয়ব সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হিসাবে 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে' সকল নাগরিকদের জন্য (১) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থাকরণ; (২)

---

* অতিরিক্তি সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। বক্তৃতায় ব্যক্ত মতামত বক্তার ব্যক্তিগত, সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা বাংলাদেশ সরকারের নয়।

১. আমি এখানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি শহীদ নুর হোসেনকে যিনি তিন বছর আগে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' তার দেহে অবব্যয়িত করে এই বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার, আইনের শাসনের সুফল আনার তাড়নায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। দর্শনগতভাবে এই উদাহরণের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য,

Sheldon S. Wolin: Politics and Vision, Little Brown, Boston, 1960.

ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালী পর্যায়ে এসব উপকরণের লভ্যতা সম্ভবকরণের উদ্দেশ্যে সকল সক্ষম নাগরিকদের লাভজনক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান; (৩) যুক্তি সংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার প্রদান ও (৪) সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার হিসাবে বিস্তৃতকরণ নিশ্চিত করণের বিধান দেয়া হয়েছে [১; অনুচ্ছেদ ১৫]।

৪। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের এই মূল লক্ষ্য সমূহের সম্পূরক ও অনুপূরক লক্ষ্য হিসাবে (১) মেহনতী মানুষকে–কৃষক–শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি প্রদান; (২) নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণ; (৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করণ; (৪) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নতি সাধন; (৫) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষম বন্টন এবং উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ; (৬) যোগ্যতানুসারে কর্ম করণ ও কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান, অনুপার্জিত আয় ভোগ বন্ধকরণ ও সকল প্রকার শ্রমকে সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণতকরণ এবং (৭) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ১৯৭২ সালে সংবিধানেই গৃহীত হয়েছিল [১; অনুচ্ছেদ ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ১০]।

৫। আগেই বলেছি এসব মূল, সম্পূরক ও অনুপূরক লক্ষ্য সমূহ অর্জনের সাংবিধানিক মাধ্যম 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ'। এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সম্পদ আহরণ, যোজন ও বিভাজনের ভিত্তি সংবিধানে প্রদত্ত 'উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টণ প্রণালীসমূহের' উপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধিকার [১; অনুচ্ছেদ ১৩]। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তায়নের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক, কেননা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী এই প্রজাতন্ত্র মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সম্বলিত একটি গণতন্ত্র [১; অনুচ্ছেদ ১১], যেখানে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসাবে জনগণ স্বীকৃত এবং জনগণের পক্ষে এই সব ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হওয়ার বিধান সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত [১; অনুচ্ছেদ–৭]। অন্য কথায়, দেশ ও সমাজের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তায়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের ভূমিকা ও প্রতিনিধিত্ব সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত রয়েছে। বাংলাদেশে জনসাধারণকে বাদ দিয়ে, গণমানুষের ভূমিকাকে অস্বীকার করে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্ধারিত কোন সম্পদ আহরণ, যোজন ও বিভাজনের প্রস্তাবনার কোন পরিধি আইনগতভাবে অনুপস্থিত।

৬। বাংলাদেশে গণতন্ত্র তথা আইনের শাসনের এই সাংবিধানিক প্রেক্ষিতে এবং বিশেষতঃ '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের বিশ্লেষণ উৎসারিত অভিব্যক্তির আলোকে পরিকল্পনার মৌল লক্ষ্য ও ভিত্তি সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু তথাপি দেখছি বিভ্রান্তির অবতারণা পরিকল্পনাবিদরাই করেছেন। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট দেশজ উৎপাদন বার্ষিক ৫% হারে বাড়ানো, মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান উৎসারণ ও বর্ধিত স্বনির্ভরতা মৌল উদ্দেশ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে [২; ১–৫]। এ উদ্দেশ্য ত্রয়

কতখানি এক্ষেত্রে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর অনুগামী কিংবা সাংবিধানিক অনুশাসন এক্ষেত্রে কার নির্দেশ অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়নি তা পরিকল্পনাবিদরা ব্যাখ্যা করেননি। এর আগে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়, তার আগে দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনায় এবং তারও আগে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা সম্পদ আহরণ ও যোজনা প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে মেটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করিনি। এমনকি প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়ও পরিকল্পনাবিদগণ সংবিধানে প্রদত্ত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে সর্বাংশে সজাগ থেকে সম্পদ যোজনার চেষ্টা করেছিলেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা কষ্টকর। অতীতের এই অপারগতার গ্লানি ঢাকতে হলে '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান উৎসারিত আইনের শাসনের অনুকূলে জাতীয় প্রত্যয় অবলোকন করে এই পর্যায়ে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মৌল লক্ষ্য ও কৌশলাদি, প্রস্তাবিত সম্পদ যোজনা ও বিভাজন সংবিধানে প্রদত্ত সকল নাগরিকদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে মেটানোর কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। স্বৈর শাসনামলের খসড়াকৃত চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এই প্রক্রিয়ায় '৬০ এর দশকের দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের তথাকথিত প্রাসংগিক উদাহরণ সময়ান্তরে দেয়া সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিকতার, আইনের শাসনের অনুকূলে গণঅভ্যুত্থানের সংবেদনশীল ধারক ও বাহক হিসাবে কোন ক্রমেই বিবেচনীয় নয়।

৭। সকল নাগরিকদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঢেলে সাজানোর মূল দর্শন হবে গণমানুষের ক্ষমতায়ন [৩]। পরিকল্পনাবিদদের হিসাবে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫০%। এদেরকে ক্রম নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে টেনে তুলে যুগপৎভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৃত্তে ও পর্যায়ে ক্ষমতায়নের ব্যবস্থাকরণ হবে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধনের মূল দিক-নির্দেশনা। এই ধরণের ক্ষমতায়নের কর্মসূচী আর্থ-সামাজিক পরিসরে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না করে ক্ষৈত্রিক অগ্রপথের সাথে গোষ্ঠীয় অগ্রপথের সমন্বয়, গ্রামাঞ্চলে গণক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের সংশ্লিষ্টায়ন, বিকেন্দ্রীক অংশায়নী পরিকল্পনা প্রণয়নের সম্প্রসারণ এবং অর্থ ব্যবস্থায় নিপুনতার সংস্কৃতির অবতারনাকরণ, যা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন দর্শন হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে [২;১-১৬] তা মাটির আর মানুষের সংশ্রব বিবর্জিত থেকে যাবে। বিশেষতঃ স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ ও তার নিপুনতম গণস্বার্থিক ব্যবহার সম্প্রসারিত করা যাবে না যদি না একই সাথে স্থানীয় পরিষদ সমূহে গণমানুষের ক্ষমতায়ন প্রতিফলিত না হয়।

৮। সাম্প্রতিক দশক সমূহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পৃথিবী জুড়ে ব্যক্তিগত উদ্যমকে অধিকতর কর্মক্ষম, সৃজনশীল ও নিপুনতর কর্মবৃত্ত হিসাবে জোর দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র তথা আইনের শাসনে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা তথা ব্যক্তি উদ্যমের পরিধি যুক্তিসংগতভাবে বিস্তৃত। বস্তুতঃ ব্যক্তি মালিকানার বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যক্তি উদ্যমের ব্যাপক উপস্থিতি বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও আইনের শাসন অর্জিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সঞ্চয়

উৎসারণ ও বাড়তি (উৎপাদন) ক্ষমতা সৃজনে সর্বাপেক্ষা বেশী অবদান রাখার উদ্দেশ্যে একটি চলিষ্ণু ব্যক্তি বা বেসরকারী ক্ষেত্র উন্নয়নকে মৌল কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে [২; ১–১১]। এবং এক্ষেত্রে সকল নাগরিকদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃজন ও সৃজিত ক্ষমতার নিপুনতম প্রয়োগ করে এদেশে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বা উদ্যম ঈপ্সিত ফল দিতে সক্ষম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা আইনের শাসনের দৃষ্টিকোন থেকে এই সক্ষমতা অর্জন করতে হলে তিনটি সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ অত্যাবশ্যক। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যক্তি উদ্যমকে তার অর্থনৈতিক কর্মবৃত্তে ব্যক্তিগত লাভ ও লোভের সন্দীপন শক্তি নিচয়কে সর্বাত্মক উৎপাদনে নিয়োগের জন্য একই কর্মবৃত্তে আইনের আওতায় সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা করে ব্যত্যয় বিহীন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিতে হবে। এই অধিকার প্রদান সম্পূর্ণ হবে না, যদিনা সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মবৃত্তের চারদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অনুকূল পরিমন্ডল বিস্তৃত না হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এইরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছে মূলতঃ মৌলিক অধিকার অবয়বে। আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত কারণে বৈষম্য না করণ, আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষণ, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত রক্ষাকবচ, জবরদস্তি মূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন, বাক্ ও বিবেকের স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ [১; অনুচ্ছেদ–২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩] ও প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র হওয়ার বিধান [১; অনুচ্ছেদ–১১] রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিফলন। এসব মৌলিক অধিকার ব্যক্তি ও উদ্যমের অর্থনৈতিক কর্মবৃত্তে স্বাধীন বা স্বপ্রণোদিত সিদ্ধান্তায়নের প্রক্রিয়াকে রক্ষা ও ফলপ্রসূ করে। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি উদ্যমকে সর্বাত্মকভাবে ফলপ্রসূ করতে হলে সংবিধানে প্রদত্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণমূলক মৌলিক অধিকার সমূহ প্রয়োগ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন এই প্রেক্ষিতে অনস্বীকার্য। তেমনি প্রয়োজন কেবলমাত্র সংবিধান অনুযায়ী আইনের আওতায়, উৎপাদনশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে, পেশী শক্তি ভিত্তিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমর্থন কেন্দ্রিক হুকুমের জোরে নয়, মালিক, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার পারিতোষিক বা ফিরতি নির্ধারণ।

৯। অন্যদিকে, লাভ ও লোভের শক্তিতে সন্দীপিত ব্যক্তি উদ্যমকে সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ লংঘন না করে তার সঞ্চয়, পরিশ্রম, উদ্ভাবন ও সৃজন শক্তির বিপরীতে ঈপ্সিত ফিরতির নিশ্চয়তা দেয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও অলংঘনীয় আইন কানুন, নিরপেক্ষ ও নিপুন প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ব্যক্তি মালিকানা ও উদ্যমের সার্বিক বিস্তৃতি সত্ত্বেও সমষ্টিগত স্বার্থ রাষ্ট্রের মাধ্যমে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যম প্রযোজনা করার পরিধি আমাদের সংবিধানে বিদ্যমান [১; অনুচ্ছেদ–১৩]। নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে আইন প্রয়োগ ও বলবৎ করণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সুসংহতভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করতে পারলে ব্যক্তি উদ্যম সম্প্রসারিত হয় না। কোন কদলী কোমল প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তি উদ্যম সফল হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আইনের চোখে সকলকে সমান হিসাবে বিবেচনা না করে, আত্মীয়তা, স্বজনতা, কিংবা নিষিদ্ধ নৈকট্যের ভিত্তিতে কিংবা সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে যদি আইনের কাঠামো বা বিচারীয় উপাত্ত বা

প্রশাসনিক বিবেচনা বেঁকে যায়, কিংবা লাইসেন্স, পারমিট, ইনসাফ নীলামকৃত হয়, তাহলে তা সামন্তবাদের, ব্যক্তি উদ্যম ভিত্তিক চলিষ্ণু ধনতন্ত্রের নয়, নামান্তর হয়ে দাড়ায়। ইতিহাস বলে, সামন্তবাদ আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বেঁধে রাখে; সৃজন, উদ্ভাবন ও আহরণের প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূতার মুক্তি দেয় না। স্বৈর শাসনের আট বছরে, এই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি উদ্যম ফলপ্রসূতায় উৎসারিত হয়নি বরং সামন্তবাদের নিগড়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের অচলায়তনে আবদ্ধ হয়েছে। এরূপ অচলায়তনের অর্গল ভেংগে ব্যক্তি উদ্যমকে মুক্তি দেয়ার যুক্তি দেয় আইনের শাসনের প্রত্যয় ও পদ্ধতি।

১০। আর এক দিক দিয়ে দেখলে একথাও প্রতিভাত করা দুঃসাধ্য নয় যে ব্যক্তি উদ্যমের ভূমিকা সফলকরনে রাষ্ট্রের তরফ হতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোমূলক বিনিয়োগ সম্পাদন ও অনুসমর্থকাদি সরবরাহ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে গণ–ক্ষেত্রের বিনিয়োগ ও কর্ম পরিচালনার ব্যপ্তি নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষিতে, কেবলমাত্র ভিন্নতর দেশে তুলনীয় সময়ে কি করা হয়েছিল তার নিরীখে নয়। উদাহরণতঃ ভিন্ন দেশের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বাংলাদেশের সমকালীন পর্যায়ে ছোট চাষীর সংখ্যার প্রতুলতা সত্ত্বেও বলা হয় যে, তারা স্বপ্রনোদিত ভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে সেচ সম্প্রসারণ করবেন তাহলে তা বেয়াকুফের বেহেশত বাস করার বিশ্বাসের সমগোত্রীয় হয়ে দাড়াবে। রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব পালন বা অবকাঠামোমূলক কর্মাদি সম্পাদন কোন যুক্তিতেই ব্যক্তি উদ্যোগ বা কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরীয় নয়। সাম্প্রতিক কালের ব্যক্তিগতায়ন ও অর্থনৈতিক উদরায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি ও ফলপ্রসূতা সত্ত্বেও একথা ভুলে যাওয়া সংগত হবে না যে কেবলমাত্র সুসংহত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় ও সীমানার ভেতরেই ব্যক্তিগতায়ন ও উদরায়ন সম্ভব ও ফলদায়ক [৪]। রাষ্ট্রকে বিরাষ্ট্রীয়করণ ব্যক্তিগতায়নের বা উদরায়নের প্রত্যয় অনুগামী নয়। এদেশেও দুশো বছরের আগে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। যারা এ কাজটা করেছিল, তাদের নামে আমরা এখনও আমাদের সন্তানদের নাম রাখি না। সাম্প্রতিক কালে যারা ব্যক্তিগতায়নের নামে ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রক্রিয়ায় আখের গোছাতে চেয়েছিল তাদের নামেও আমরা হয়ত আমাদের উত্তরসূরীদের নাম রাখব না। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রেখেও রাষ্টকে বিরাষ্টীকৃত করলে যেমনি আইনের শাসন তিরোহিত হয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠি শোষণ সমাজের উপর চেপে বসে, তেমনি দুর্নীতিপরায়নদের উল্লাসের নৃত্যে[২]· আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেশের সিদ্ধান্তায়নের বলয় থেকে বিদায় নেয়।

১১। আইনের শাসন বর্জিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দুর্নীতিপরায়নদের উল্লাসের নৃত্য আর্থ–সামাজিক উন্নয়নকে বিদায় দেয় দুই অর্থে। এক, জনসাধারণের কুশল, জীবনের মানোন্নয়ন উল্লাস–নর্তকের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয় না। ক্রমান্বয়ে দেশের নাগরিকরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ বাদ দিয়ে সার্বিক বা গণ–স্বার্থ প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড, প্রতীকাদি ও প্রতিষ্ঠান নিচয়ের অনুকূলে আনুগত্য রাখতে ভুলে যায় বা ব্যর্থ হয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বেচা কেনা চলে। ফলতঃ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে [৫,৬] এবং সেই উল্লাস–

২. প্রসংগত এই বিশেষণ প্রয়োগ এই প্রেক্ষিতে এই দেশে করেছিলেন অকুতোভয় সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী। দ্রষ্টব্য, দুর্নীতিপরায়নদের উল্লাসের নৃত্য, খবরের কাগজ ৯ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ঢাকা।

নর্তককে তার আমত্যবর্গ সহ জনসাধারণের কাছে তার শোষণ–তোষণ মূলক কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হয়না। দুই, সেই উল্লাস–নৃত্য উৎসারিত অর্থনৈতিক অচলায়তনের পরিপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তি উদ্যোগ সক্রিয় থাকে, শহরতলীতে, গ্রামে গঞ্জে, ফসলের মাঠের সীমানায় যারা পণ্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদনে উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কর্মরত, যারা ইতিবাচক পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম, তাদের আদান–প্রদান ব্যয় বেড়ে যায়, ঘুষ আর উপরির তান্ডবে প্রকৃত উৎপাদন ও সৃজনকারীর উদ্বৃত্ত অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজনের তুলনার মাত্রায় অতি স্বল্প ও ফলতঃ তাৎপর্য বিহীন হয়ে দাড়ায়।

১২। উৎপাদন ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে আইনের শাসনের এই তাৎপর্য অধিকতর উৎপাদনে রূপান্তরকরণের নানা দিকের চিন্তায় যারা নির্দিষ্ট সমাধানের অনুপস্থিতিতে ক্লিষ্ট তারা এখানে হয়তবা বলতে পারেন আইন নির্বিশেষে আইনের শাসন কি সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ে ঈপ্সিতভাবে ফলদায়ক? এই প্রশ্নের অন্তরালে তারা বলতে চান যে, যদি আইন এবং তার আওতায় শাসন প্রতিক্রিয়াশীল হয় প্রতিষ্ঠানিকভাবে উৎপাদনে স্বপ্রনোদন ব্যহত করে, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উদ্যমকে সম্প্রসারিত না করে দমিত করে, তা'হলে আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সমকালে আমরা কি আইনের শাসন চাইব? এই প্রশ্নের বিপরীতে আমি বলতে চাই যে, আইন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের যুগ মানসের প্রতিফলক হিসাবে তার আওতায় সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অংশ গ্রহণ বা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির প্রাকভাস দিয়ে থাকে, তার ফিরতির যথার্থতা সম্পর্কে ঈপ্সিত দৃশ্যমানতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে। মূলতঃ আইন এই প্রেক্ষিতে বলতে চায় যে, যিনি ভাল কাজ করবেন, পরিশ্রম করবেন, সৃজনশীল অবদান রাখবেন তিনি সমাজের স্বীকৃতি পাবেন, পুরস্কৃত হবেন এবং যথাযোগ্য আর্থিক ফিরতির নিশ্চয়তা লাভ করবেন। আর যিনি কাজ করবেন না, কিংবা দুষ্কর্ম করবেন কিংবা অন্যের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন তিনি তিরস্কৃত হবেন বা সমাজ থেকে ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে বহিঃস্কৃত থাকবেন। এই দুই দিক দিয়ে যাতে সমাজ সমষ্টিগতভাবে আইনের শাসনের আওতায় ব্যক্তি উদ্যমকে উৎসাহিত বা সঠিক খাতে প্রবাহিত করণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে পারে সে জন্য ব্যক্তি উদ্যমের কর্মকান্ডে সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রতিফলনীয় দৃশ্যমানতা অর্জন প্রয়োজন হয়। এই দুই দিকে আইনের এই মূল নির্যাস উৎসারিত সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিধানাবলীতে সময় বিশেষে যুগ–মানসের প্রতিফলন নাও থাকতে পারে। আইনের প্রণয়ন যুগ–মানসের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে এবং এই প্রেক্ষিতে প্রচলিত আইন ও যুগ–মানসের ফারাক থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। তথাপিও যেহেতু আইনের শাসন মূলতঃ এক্ষেত্রে প্রাকভাস প্রদান করে ব্যক্তিগত উদ্যম থেকে লাভ ও লোভের নিপুন শক্তিতে সৃজনশীলতা উৎসারিত করে এবং যেহেতু ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে ব্যক্তি–উদ্যম ও গণ উদ্যমের লক্ষ্য সমূহের পরিধি ও সীমানা বেঁধে দেয় এবং সকল কর্মকান্ডে সামাজিক দৃশ্যমানতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে সেহেতু আইনের শাসনের উপস্থিতি তার অনুপস্থিতির চেয়ে সব সময়ই ভাল। যদি আইনে ত্রুটি থাকে কিংবা আইন যুগ–মানসের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনীয় হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে তার যুক্তিসংগত সংশোধন ও সন্মানার্জন।

১৩। এই প্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশের প্রচলিত সার্বিক আইনাবলীকে যেমন এখুনি বাদ দেয়ার কথা বলতে পারি না তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে তা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করতে পারি না। ব্যক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালে বাংলাদেশে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন প্রচলিত কোম্পানী, দেওলিয়াত্ব, চুক্তি বা লেনদেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং কৃষি ভূমি মালিকানা ও বর্গাচাষীর স্বত্ব সংক্রান্ত আইনাবলীর বিবর্তিত সময় উৎসারিত প্রয়োজন ও তুলনীয় দেশ সমূহে ইতিমধ্যে কৃত পরিবর্তনের আলোকে সংশোধন করা এবং এ সবের যথা সম্ভব দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে বলবৎ করণের ব্যবস্থা করা। এদিকে যত্ন সহকারে দৃষ্টি দেয়া এখুনি প্রয়োজন।

১৪। এসব আইনাবলী বলবৎকরণের প্রসংগে এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, চলমান প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লেনদেন সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব ঈপ্সিত দ্রুততা ও ব্যয়স্বল্পতার সাথে বলবৎকরণের প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এই সেই দেশ যেখানে স্বৈর শাসনামলের শেষ বাজেটে প্রয়োজনানুগ অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ৬৮৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর অনায়াসে প্রায় কণ্ঠ ভোটে সংসদ গ্রহণ করেছে সেখানে সেই বছরেই একটি গণ-অর্থায়নী প্রতিষ্ঠান হতে ২৫০ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ-সুদ মাফ হয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ঋণচুক্তি বলবৎ করণে প্রশাসন হয় অজ্ঞান না হয় কদলী কোমলতার ধারক হয়ে নিশ্চুপতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। যদি সংশ্লিষ্ট আদালত হতে দায়-দেনা সংক্রান্ত অধিকাংশ বিবাদ বা মামলার নিষ্পত্তি করতে গড়ে এক বছরের চেয়ে বেশী সময় লাগে এবং তাই লাগছে বলেই জানা গেছে এবং যদি এ ক্ষেত্রে ডিক্রি পাওয়ার পরেও ডিক্রি সম্পাদন করতে আরও বছর খানেক লাগে এবং তাই লাগছে বলে ভুক্তভোগীরা সোচ্চার, তাহলে একথা বলতে কোন দ্বিধা কারও থাকে না যে, এক্ষেত্রে আইনের শ্লথ বলবৎকরণ অর্থনৈতিক লেনদেনের মাত্রা ও গতি কমিয়ে দিয়েছে। ফলতঃ কতিপয় ক্ষেত্রে এবং উদাহরণতঃ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বলবৎ করণে মাস্তান পোষা বা চাচা-বড় মিয়ার আনুগত্য আহরণ আইনের শাসনের বলয়কে সংকুচিত করে এনেছে। ব্যক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিভাত হয় ক্রমবর্ধমান লেনদেনের মাত্রায়। এই লেনদেনের মাত্রা যদি সংশ্লিষ্ট আইনাবলীর সংশোধন এবং বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংহতকরণ বাড়াতে না পারে তাহলে ব্যক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিংবা উৎপাদনের মাত্রাও বাড়াতে পারবে না। এ দিকে যত তাড়াতাড়ি জাতিগতভাবে আমরা নজর দেই ততই তাড়াতাড়ি আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যমের সৃজনশীল স্পন্দন বিস্তৃত করতে সমর্থহব।

১৫। অসংবদ্ধতার সম্ভাব্য অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে আমি এই বক্তৃতার উপসংহার টানব এর নির্যাস তুলে ধরে। সাংবিধানিকভাবে এই দেশের-এই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এই জনগণ '৯০ এর অভ্যুথানের স্বৈর শাসনকে হারিয়ে তাদের রায় দিয়েছেন আইনের শাসনের অনুকূলে। আইনের শাসনের মূল শর্ত গণতন্ত্রের উপস্থিতি ও ক্রম-প্রসার। গণতন্ত্রের দুই ভিত্তিঃ ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য ও বহু দল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থ-

সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারক ও বাহক ব্যক্তি উদ্যম। এবং সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করে ব্যক্তি উদ্যমের সফলতার ভিত্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও সুসংহত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অতএব, '৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানের উৎসারিত ব্যবহারিক দর্শন—গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একে অন্যের সহায়কী প্রক্রিয়া, গণতন্ত্রের সংগ্রাম আর উন্নয়নের সংগ্রাম এই প্রেক্ষিতে এই কালে সমর্থক। দেশ ও সময় প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত সঠিক ও দৃঢ়ভাবে স্থাপন এবং বিবেকের আনুগত্য নিয়ে তা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রসারণের পথে আমি আপনাদের স্বাগত করছি।

জয় হোক গণতন্ত্রের, জয় হোক উন্নয়নের, জয় হোক বাংলাদেশের।

ধন্যবাদ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, বাংলাদেশ সরকার

2. Planning Commission: The Fourth Five Year Plan, 1990-95, Government of Bangladesh, June, 1990.

3. Rahman Atiur: Empowerment and Development-Towards Livelihood Security, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol-II, No. I, 1990

4. Lal Deepak: The Political Economy of Economic Liberalisation, The World Bank Economic Review, Vol 1, No. 2

5. Dobel J Patrick: The Corruption of a State, The American Political Science Review, Vol. 72, 1977

6. Klitgaard Robert: Controlling Corruption, University of California Press, Berkley, 1988.

Bangladesh Journal of Political Economy, Vol 11 No. 2 A

এ্যাডাম স্মিথ দ্বিশতবার্ষিক স্মারক বক্তৃতা

রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন

সনৎ কুমার সাহা*

সকলেই স্বীকার করেন, অর্থনীতির প্রথম সংহিতা গ্রন্থের রচনাকার এ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩–৯০)। তাঁর মৌলিকত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। শ্যমপীটরও এই মানদণ্ডে তাঁকে মহত্ত্বের মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠিত।[১] কিন্তু তাঁর An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (১৭৭৬)[২] যে অর্থনীতির নিজস্ব ভূখণ্ডকে সুনির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে প্রথম চিনিয়ে দেয় এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ যুক্তিশৃঙ্খলার নির্মাণকলাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তাকে ঐকান্তিক অনুশীলনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে, একথা মেনে নিতে আপত্তি করেন, অর্থনীতির এমন আগ্রহী পাঠক নিতান্তই বিরল। তাঁর গ্রন্থ পরিকল্পনাতেই অর্থনীতির বিশ্বরূপের আভাস মেলে। প্রথম পাঠে অন্বেষণের বিষয় শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির সুষ্ঠু বিকাশের কারণসমূহ এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের ভেতর উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর স্বাভাবিক বন্টন প্রণালী। শ্রম বিভাজন, বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থার বিকাশ ও বিন্যাস, দ্রব্যসামগীর দাম নির্ধারণ, মজুরি ও মুনাফা বিষয়ক ভাবনা এবং খাজনার ধারণাগত রূপরেখা–প্রথম পাঠের প্রধান আলোচ্য বিষয় এগুলোই। দ্বিতীয় পাঠে দেখি মূলধন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বের উপস্থাপনা। সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার পরিণামে মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টি এবং কার্যকর শ্রমের যথোপযুক্ত ব্যবহারে ওই মজুতভাণ্ডারের নির্ণায়ক ভূমিকা অনুশীলনের সিংহভাগ দখল করে রাখে। তৃতীয় পাঠের বিবেচ্য বিষয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশে তারতম্য–কৃষির তুলনায় কারিগরি কুশলতা ও শিল্পের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ, শহরাঞ্চলের বিস্তার ও নগর কেন্দ্রিক ব্যবসা–বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামাঞ্চলেরও অব্যাহত শ্রীবৃদ্ধি। চতুর্থ পাঠে এ্যাডাম স্মিথ নজর দেন তত্ত্ব বাস্তব নীতি ও কর্মকাণ্ডের সাথে জনগণের আপেক্ষিক বৈষয়িক অবস্থার কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর, তাঁর লক্ষ্য সামান্যকরণে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর প্রতিপাদ্য সাধারণ প্রস্তাবনার দিকে তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যান। পঞ্চম ও শেষ পাঠের বৃহদাংশ জুড়ে আছে সরকারী অর্থ ব্যবস্থা। উপনিবেশিক অর্থনীতিও তার আওতাভুক্ত। এই পাঁচটি পাঠ দু'খণ্ডে ভাগ করা। চতুর্থ পাঠের তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে প্রথম খণ্ডে, বাকি অংশ দ্বিতীয় খণ্ডে।

স্পষ্টই প্রতীয়মান, অর্থনীতি বলতে শাস্ত্রবিদ্যার যে শাখাকে আজকাল আমরা সাধারণভাবে চিনে থাকি, তার মূল কাঠামোর প্রায় সবটাই দক্ষহাতে সুসমন্বিত আকারে গড়ে তোলেন

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ্যাডাম স্মিথ। নির্মাণের মালমসলা হয়ত সামান্যই তাঁর একক মেধার ফসল। কিন্তু সমস্তটাকে এক চিন্তাসূত্রে গেঁথে নিয়ে বাজার

অর্থনীতির মূল ধারণাকে নৈব্যক্তিক যুক্তিশৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠা করার গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর। যুক্তিশৃঙ্খলার ওই ধারা অর্থনীতিকে এক অনন্যনির্ভর স্বয়ংশাসিত বিদ্যার আকার দিতে থাকে। শ্যমপীটর ও তার চূড়ান্ত মহিমার বিচ্ছুরণ দেখেন ওয়ালরাসিয় সার্বিক ভারসাম্যে যেখানে যৌক্তিক নির্মান আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এক স্বয়ংক্রিয় আদর্শ বিমূর্ত জগৎ, যা বাস্তবতার সমান্তরাল ও প্রতিস্পর্ধী।[৩] বাস্তব সমাজ জীবনে অসংখ্য কর্মকাণ্ডের সর্বাত্মক পূর্ণতা নিষ্কামত তার অভিমুখী। অতএব অর্থনীতি সত্য হয়ে ওঠে–অথবা ভ্রান্ত–ওই চৈতন্য শাসিত জগতে। বাস্তব তার অনুসরণ করে মাত্র। এ যেন মানুষের আপন চেতনায় কাল্পিত ঈশ্বরের জগৎ নির্মাণ, পরে তারই আদর্শে মর্তলোকে পার্থিব সার্থকতার অন্বেষণ। অর্থনীতি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে নিত্যতাকে স্পর্শ করতে চায়, যে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেরই যা কাঙ্খিত পরিণাম। মানবভূমি থেকে উত্থিত হলেও তার লক্ষ্য এমন এক শুদ্ধতা যা সত্যানৃতে সংমিশ্রিত মানুষী অভীপ্সর মুখাপেক্ষী আর থাকে না, বরং তাকে অতিক্রম করে আপন নিয়মের শাসনের অভ্রান্ততাই তার প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে, যে অভ্রান্ততার দাবি আবার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অব্যাহত প্রভাব ফেলে। বৈজ্ঞানিক অন্বেষার শৃঙ্খলা অর্থনীতিকেও বাঁধে এবং তার সূত্রপাত ঘটে এ্যাডাম স্মিথ–এর মানবজাতিসমূহের সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণের অন্বেষণেই।

কিন্তু মজা এই, তাঁর ওই মহৎ এবং বৃহৎ গ্রন্থে 'ইকোনমিক্স্' শব্দটি নিতান্তই বিরল। বস্তুগত সমৃদ্ধির স্বরূপ সন্ধানে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন–এবং ওই বইতে এটিই তাঁর আসল কাজ, কিন্তু এই কাজকে তিনি 'ইকোনমিক্স্' বলে চিহ্নিত করেননি, যদিও তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করেই একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে 'ইকোনমিক্স্' পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে। তবে কি এ্যাডাম স্মিথ ছিলেন এক অসচেতন মনীষী, নিজের কাজের অর্থ ও গুরুত্ব ঠাহর করতে যিনি অপারগ? অবশ্যই নয়। বরং এটিই সত্য যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি যে যৌক্তিক কাঠামো রচনা করেন, তা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনি আতিশয্য বর্জিত এবং তাঁর বিষয় ভাবনা একমুখী, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। তিনি তাকে যদি 'ইকোনমিক্স্' বলে পরিচিত না করে থাকেন, তবে তা তাঁর সজ্ঞান অনুধাবনেরই ফল। গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক এ্যাডাম স্মিথ মানুষের আচরণেও স্বাভাবিক প্রবণতায় সমৃদ্ধির চালিকাশক্তির যে প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করেন, তাকে অবলম্বন করেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মানুষের বৈষয়িক উন্নতির এক সাধারণ তত্ত্ব দাঁড় করাতে বিশেষ যত্নবান হন। নিউটনিয় বিশ্বভাবনায় প্রকৃতিতে নিয়মের শাসন ও সার্বিক ভারসাম্যের ধারণা জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই অনিবার্য প্রভাব ফেলে। মানুষ যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতিরই অংশ, তাই তার সমস্ত আচরণে নিয়মের ধারা খোঁজা নিউটন পরবর্তী ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজে অত্যন্ত জরুরী বলে গণ্য হতে থাকে। এই নিয়ম মানুষকে অবলম্বন করে, কিন্তু মানুষের অতিরিক্ত। যদি তা সাধারণ সত্যের আকার নেয় তবে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা–অনিচ্ছা–খেয়াল–খুশীর ওপর তা আর নির্ভর করে না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অখণ্ডনীয় সত্যেরই এক প্রতিভাস বলে তা বিবেচিত হতে পারে। এ্যাডাম

পারে। এ্যাডাম স্মিথ দেখেন, মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী এবং বিভিন্ন জাতির ভৌগলিক সীমা সাধারণত সমাজ মানুষের কর্মকাণ্ড প্রাথমিকভাবে বেঁধে দেয়। মানুষের বৈষয়িক উন্নতিকে তাই এ্যাডাম স্মিথ বিভিন্ন জাতির বৈষয়িক উন্নতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। তারই তাত্ত্বিকসূত্র অন্বেষণ তাঁর সচেতন প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায়। একে তিনি 'ইকোনমিক্স্' বলেননি; বলেছেন 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'[৪] আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, তাঁর কাজ প্রকৃতপক্ষে 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'রই অনুশীলন। সহজেই লক্ষ্য করা যায়, এ্যাডাম স্মিথ বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয়ের সাধনায় মানুষের বস্তুগত অবস্থান থেকে দৃষ্টি সরাননি, বরং সেই অবস্থানকে মানব প্রকৃতির প্রকাশমান প্রতিফলন বলে মেনে নিয়ে তার আবশ্যকতার ভিত্তিতে মানুষের সমৃদ্ধির এক সাধারণ সূত্রের রূপরেখা পাবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ সূত্রে মানুষের আচরণের অন্তর্নিহিত নিয়মের প্রকাশ ঘটলেও তার অন্বিষ্ট অবস্থান নৈর্ব্যক্তিক নিত্যতায়। কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রয়োগ ক্ষেত্র থেকে যায় বিভিন্ন জাতির কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ মানবসমাজ।

গ্রন্থের চতুর্থ পাঠের শুরুতে এ্যাডাম স্মিথ 'পলিটিক্যাল ইকোনমি' বা রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারণা বিশদ করেন এইভাবেঃ 'রাষ্ট্রনায়ক বা বিধায়কের আচরণ–বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়ঃ প্রথম, জনগণের জন্যে প্রচুর আয় বা দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করা, অথবা, আরো সঙ্গতভাবে, তাদের নিজেদের দিয়েই নিজেদের জন্যে তেমন আয় বা দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করা; এবং দ্বিতীয়, রাষ্ট্র অথবা, রাষ্ট্রমণ্ডলের হাতে গণকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্যে যথেষ্ট রাজস্ব নিশ্চিত করা। এর লক্ষ্য জনগণ ও রাষ্ট্র উভয়েরইসমৃদ্ধি।'[৫] এই বিদ্যা এ্যাডাম স্মিথের ধারণায় ও অনুশীলনে বিজ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত– যদিও আচরণ বিজ্ঞান এবং তার ফলে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত এখানেও তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির পেছনে আচরণগত নিত্য সত্য বা অন্তর্নিহিত নিয়মের সূত্র আবিষ্কার। এই নিত্য সত্যের প্রকাশ দেখেন তিনি আত্মস্বার্থের চরিতার্থতায়, শ্রমবিভাজনে, বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থায় এবং অবাধ বাণিজ্যে ও অব্যাহত প্রতিযোগিতায়। নিউটনিয় ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের প্রভাবেই সম্ভবত তাঁর আপাত উদ্ভট আত্মস্বার্থ চরিতার্থতায় সার্বিক সমৃদ্ধির কারণ অবলোকন। সমকালীন উদ্যোগের পরিবেশও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'কসাই, দারুওয়ালা বা রুটিওয়ালার বদান্যতায় আমরা আমাদের খাবার পাই না, পাই তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির তৎপরতা থেকে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, করি তাদের আত্মপ্রেমের কাছে এবং কখনোই তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বলি তাদের সুবিধার কথা। একমাত্র ভিখিরিই আর সবার দয়ার ওপর প্রধানত নির্ভর করে। এমনকি ভিখিরিও সবটুকু করে না। তাকেও চুক্তি, বিনিময় ও ক্রয়ের মাধ্যমে তার চাহিদার অনেকটা মেটাতে হয়'[৬]। আরো আগে তাঁর অন্য প্রধান গ্রন্থ 'থিওরি অফ মরাল সেন্টিমেন্ট্স্'–এ তিনি তাঁর প্রস্তাবনার ক্ষেত্র রচনা করেনঃ 'আমাদের ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থর প্রতি মনোযোগও অনেক সময়ে আমাদের কর্মের অতি প্রশংসনীয় নীতি বলে বিবেচিত হয়। মিতব্যয়, পরিশ্রম, বিবেচনা ও চিন্তাশীলতার অভ্যাস সাধারণত আত্মস্বার্থ প্রণোদিত বলেই গণ্য হয়ে থাকে এবং একই সাথে তারা সবার অনুমোদন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার যোগ্য অতি উত্তম

গুণাবলী। ..... অমনোযোগ ও অমিতাচার যে কারো অনুমোদন পায় না, তার কারণ কোন দয়াবোধের অভাব নয়, বরং তা আপন আপন আত্মস্বার্থের বিষয়ের প্রতি যথার্থ মনোযোগের অভাব।'[৭]

প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের ভাল চায়, তবে সেই ভালর পথ নিশ্চিতভাবে খুলে যায় শ্রমবিভাজনে ও বিশেষীকরণে। এ্যাডাম স্মিথ জোরের সাথে বলেন, 'সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বর্বর সমাজ যা অর্জন করতে পারে, সভ্যসমাজের নিকৃষ্টতম উদাহরণও এই শ্রমবিভাজনের কল্যাণে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি ভোগ করে।'[৮] যদি তার ফলে প্রচণ্ড বৈষম্য দেখা দেয়, তবুও। প্রযুক্তি উন্নয়ন, এমনকি বিনিয়োগ শ্রমবিভাজনেরই পরিণাম। যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ কাজের উৎকর্ষ বিধান আপন আপন উদ্বৃত্তের পারস্পরিক বিনিময় অনিবার্য করে তোলে। এভাবেই বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাজারের বিস্তার সমৃদ্ধিরই সূচক। তার "অদৃশ্য হাত" উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে।[৯] ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য বাজার ব্যবস্থাকে সার্বিক ভারসাম্য ও অব্যাহত সমৃদ্ধির পথে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখে উৎপাদনে ব্যক্তিগত লাভের আশা এবং এই লাভের আশাই মূলধনের সঞ্চয়ন ও বিনিয়োগে উৎসাহ জোগায়। বিনিয়োগ বাড়লে শ্রমের চাহিদাও বাড়ে। বাড়ে মজুরি ও উৎপাদন। সমৃদ্ধি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন পুঞ্জীভূত মূলধন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টিতে আর সহায়ক হয় না। ভূপ্রকৃতির উৎপাদনক্ষমতা ঐশ্বর্যের সীমা বেঁধে দেয়। শ্রমবিভাজন কতদূর যেতে পারে তা স্থির করে দেয় বাজারের আয়তন। বাজারের বিস্তার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার ওপর এবং সমৃদ্ধির পথে একমাত্র চালিকাশক্তি আত্মস্বার্থ প্রণোদিত প্রতিটি ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মোদ্যোগ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই অবাধ কর্মোদ্যোগের পুষ্টি সাধন। তা যেমন একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্যেও। কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার সর্বতোভাবে ক্ষতিকর। তা অন্যান্য ব্যক্তির উদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে সমৃদ্ধিই সংকুচিত হয়। এই যুক্তিতেই এ্যাডাম স্মিথ একচেটিয়া ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বিরোধী, বিরোধী উপনিবেশ থেকে একমুখী ধনদৌলত ও বিষয়-সম্পদ আহরণের। কারণ তা দ্বিমুখী উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই সমূলে বিনষ্ট করে।

বিভিন্ন জাতির শ্রীবৃদ্ধির হেতু নির্ণয়ে এ্যাডাম স্মিথ যে যুক্তিশৃংখল রচনা করেন, তা কিন্তু আর কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রক্ষমতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল থাকে না। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করলেও তা দাবি করে এমন এক অভ্রান্ততা যা সাধারণ সত্যের আকার নিয়ে দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে। এখানেই তা হয়ে উঠতে চায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু তার উপাত্তভূমি সমাজ-রাষ্ট্রের বিকাশমান পরিমণ্ডল। তা সর্বাংশে বাস্তব। সমকালীন মানুষের জীবনযাপন প্রণালী ও তার ঐতিহ্য, কল্যাণবোধ ও উন্নতির আকাংখা অপ্রতর্ক্য প্রত্যয় রচনায় নিঃসন্দেহে ছায়া ফেলে। সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার দাবি তার ব্যবহারিক মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। এ্যাডাম স্মিথ তাঁর নির্মিত ভুবনে পার্থিব জগতের মানবিক অক্ষরেখা থেকে দূরে সরেননি। তাই তা সর্বাংশে বিমূর্ত হয়ে ওঠেনি। পরিচিত শব্দবন্ধ

'পলিটিক্যাল ইকোনমি'র ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার যৌক্তিক কাঠামোকে তা নৈর্ব্যক্তিক সম্পূর্ণতায় তুলে ধরতে চেয়েছে।

অবশ্য এ্যাডাম স্মিথ শেষকথা বলেননি। কোন বিদ্যাতেই শেষকথা বলে কিছু নেই–যদি না তা হয়ে পড়ে মৃত বা অবরুদ্ধ। তবে বিদ্যার যে ক্ষেত্র তিনি নির্দেশ করেন, পরবর্তী একশ বছরে তা প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। রিকার্ডো থেকে মিল, সবাই রাজনৈতিক অর্থনীতির চর্চাই করেছেন।[১০] কার্লমার্ক্স্–ও তাই। তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রবেশিকা 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি।' সবাই এককথা বলেননি। বরং পূর্বসূরির বক্তব্য সংশোধন বা খণ্ডন করার ভেতর দিয়েই এই বিদ্যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। রিকার্ডোর মূল্য, খাজনা বা বাণিজ্য তত্ত্ব এ্যাডাম স্মিথের ধারণাকে ঢেলে সাজায়। তার হাতে সবটাই সংশোধিত ও আরো সঠিকভাবে স্থাপিত ও বিকশিত। কার্লমার্ক্স্ তো ভিন্নতর প্রত্যয় কাঠামো রচনা করে ব্যক্তি থেকে শ্রেণীতে এবং শ্রেণী থেকে সমষ্টিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সমাজ প্রগতির ব্যাখ্যায় বিকল্প প্রেক্ষিত রচনা করে। যদিও তা অতিব্যাপ্ত বলে অনেকে তার গুরুত্ব এককথায় মেনে নিতে কুণ্ঠিত, তবু তার প্রায়োগিক তাৎপর্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক–সম্বন্ধের বিশ্লেষণে কখনোই তাকে উপেক্ষা করতে দেয় না। উনিশ–শতকের প্রায় সবটা জুড়ে সমাজ–অর্থনীতি–প্রগতি চর্চায় বিষয় বিবেচনা মোটামুটি একই থাকে। যেসব বরেণ্য মনীষী এই বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠিত চালচিত্রটি মনে মনে ছকে নিয়ে অগ্রসর হন। বিদ্যার বিকাশ ঘটে ওই চালচিত্রকে আশ্রয় করেই।

কিন্তু শতাব্দীর শেষখণ্ডে বিষয় ভাবনাও একটু একটু করে বদলে যায়। যুক্তির পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস ও অবশ্যম্ভাবী সমাধান অনুশীলনে প্রধান জায়গা দখল করে নেয়। বাস্তব জীবনে ধরা ছোঁয়ার ব্যাপারটি গৌণ হয়ে পড়তে থাকে। মার্জিনালিস্ট বা প্রান্তিকবাদী চিন্তানায়কেরা এটা প্রমাণ করে দেখাতে চান যে, যে কোন বাঞ্ছিতকরণ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট লাভক্ষতির প্রান্তিক মানের সমীকরণের ওপর। তার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যয় কাঠামো রচনা করায় রাষ্ট্র বা সমাজে মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন করে না, সমাধানের উপযোগী প্রত্যয়রাশির অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই যথেষ্ট। সমাধান যদি অন্বিষ্ট হয়, তবে পূর্বনির্ধারিত শর্তাবলী বাস্তব সম্মত হোক বা না হোক, সমাধানে পৌঁছে দিলে তারাই বিবেচনার সবটুকু দাবি করে বসে। সমাধানের যৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সর্বাধিক প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি ভোক্তা ও উৎপাদকের সমাধান–সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার শর্ত ও পদ্ধতি অনন্য নির্ভর নিশ্চয়তায় নির্দিষ্ট হলে বস্তু জগৎ অবান্তর হয়ে পড়ে। তারাই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়। একই যুক্তি বিন্যাসে গোটা বাজার ব্যবস্থায় প্রত্যেকের সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সাধারণ ভারসাম্য রচনা ওই প্রেক্ষিতে বিষয় ভাবনার শেষকথা। সব মিলিয়ে যা পাই তা হলো বিষয় চিন্তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ যৌক্তিক কাঠামো। তার শুদ্ধতা ও সত্যতা বাস্তবকে পথ দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তব তাকে বিকৃত করে না। রাজনৈতিক অর্থনীতি শুদ্ধ অর্থনৈতিক চিন্তায় পর্যবসিত হয়। অর্থনীতি তার নিজস্ব ভূখণ্ডে একক মহিমায় জাঁকিয়ে বসে। রিকার্ডো, সিনিয়র বা মিল্–এর ধ্রুপদী গ্রন্থের শিরোনামে যেখানে ছিল 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'র প্রশ্নাতীত

উল্লেখ, সেখানে শতাব্দী শেষে মার্শালের মহৎ গ্রন্থের নাম 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ ইকোনমিক্‌স' (১৮৯০)। অর্থনীতি অন্য অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে তার একক বিশ্বে প্রবেশ করে। নিও–ক্ল্যাসিক্যাল যুক্তিকাঠামো ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তাকে অতিক্রম করে আসে।

দুই

নিও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে নিউটনিয় বল বিদ্যার ছায়াপাত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বাজার ব্যবস্থায় ঘটে বিপরীতমুখী বিভিন্ন শক্তির সমাহার। এই শক্তিগুলোও আবার এক বা একাধিক অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভরশীল এবং একই সাথে পরস্পর পরস্পরের ওপর কার্যকর। নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি সমস্ত বিচ্যুতি ও বিসঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শুদ্ধ আকার ছেঁকে তুলতে চায়। এই আকারের প্রতিফলন সবটাই বাস্তবে ঘটে না; হয়ত কোন কোনটি দৃশ্যমানও নয়। তবু তার প্রত্যেকটি পুরোপুরি মনে মনে ছকে নেওয়া চলে। তা নিরবচ্ছিন্ন এবং সুচারু; সুস্থিত ও সুবিন্যস্ত। অর্থনীতির ধারণগত বিশ্বে যৌক্তিক প্রত্যাশার সাথে তা মানিয়ে যায়। এরকম শক্তিসমূহের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় বাজারের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে এবং পরিণামে সমস্ত কর্মকাণ্ডে একসাথে সর্বোত্তম অবস্থার তাত্ত্বিক রূপ ফুটিয়ে তুলে সার্বিক ভারসাম্যের ধারণা দেওয়া নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির প্রধান কাজ। গাণিতিক বাহ্যিতকরণের উভয় প্রান্তিক শর্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বীজমন্ত্রের মত কাজ করে। বাজারের তাত্ত্বিক কাঠামোয় সার্বিক সমাধান প্রমাণিত হলে তার জন্যে পূর্ব শর্তের যে প্রত্যয়ভূমি রচনা করা হয় তাও স্থানকাল নিরপেক্ষভাবে অভ্রান্ততা দাবি করে। প্রকৃতির নিয়মের মত সাধারণ সত্যের মর্যাদা চায় অর্থনৈতিক বিধান। বাস্তব যদি ওই "সত্যের" অনুসারী না হয়, তবে ধরে নিতে হবে 'অন্য সবকিছু' অবিকল বা প্রত্যয়ভূমি অবিচল থাকেনি। যৌক্তিক কাঠামো ত্রুটিহীন হলে তাত্ত্বিক নির্মাণেও কোন ভুল থাকে না এবং তাত্ত্বিক সমাধান সঙ্গত হলে প্রত্যয়ভূমির যৌক্তিকতাও মেনে নিতে হয়। বিপরীত দিক থেকে কোন অনুমান বা প্রস্তাবনার যৌক্তিক প্রমাণ যদি বাস্তবের সমর্থন পায়, তবে তার প্রত্যয়ভূমিও যে বাস্তবসম্মত, তা স্বীকার করতে হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠা পায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা, ক্রমহ্রাসমান ব্যক্তি উপযোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বাজারের নিম্নগামী চাহিদা রেখা এবং ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ঊর্ধগামী যোগান রেখা। ধরে নেওয়া হয় মাত্রা–উৎপাদন সম্পর্ক স্থির এবং কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ধনাত্মক হলেও ক্রমহ্রাসমান। কব–ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষকের প্রায়োগিক সিদ্ধি যখন স্বীকৃতি পায়, তখন তার অনুসরণে অব্যর্থ প্রান্তিক হিসেবে মিলে যায় উৎপাদনে উপকরণসমূহের নিজ নিজ অংশভাগ সর্বোত্তম অবস্থায় ভারসাম্যের প্রয়োজনেই স্থির এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন ক্রমাগত ঘটতে থাকা সম্পূর্ণত অযৌক্তিক। মূলধন বিনিয়োগ তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সুদের হারের ওপর নির্ভরশীল। সুদের হার কমলে মূলধন বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু উৎপাদনে পুঁজি–নিবিড়তা বা মূলধন–শ্রম অনুপাত হ্রাস পায়। সর্বোপরি মনে করা হয়, উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার বা সাধ্যমত সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন পরিচালনা দক্ষতার ও সে সাথে কাম্যতার মাপকাঠি। অর্থনীতিতে অসৎ কোন মূল্য আরোপ অবান্তর ও

এটা সহজেই বোঝা যায়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত অর্থনীতিও নিজস্ব ক্ষেত্রে অসংখ্য কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও নিয়মসমূহ ঠিকঠিক তুলে ধরে চিনিয়ে দিতে চায়। এসব নিয়ম ব্যক্তি বা মহল বিশেষের প্ররোচনার পরিণাম নয়। সমস্ত ব্যক্তির সম্মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক যোগাযোগের সার্বিক ধারণাই তাদের ভিত্তি। শুদ্ধ বিজ্ঞানের মত অর্থনীতিও ঐসব ধারণার ওপর প্রয়োগ করে তার অনুসন্ধান পদ্ধতি। বিজ্ঞানের প্রচলিত পন্থা পদ্ধতি অর্থনীতির চিন্তা-কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। রবিন্‌স্ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে (১৯৩২) তো ঘোষণাই করেন অর্থনীতিও সাধারণ বিজ্ঞান পদবাচ্য। তাঁর বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা 'অর্থনীতি সেই বিজ্ঞান, যা বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সহায়-সম্বল (স্কেয়ার্স মীন্‌স্) ও উদ্দেশ্যসমূহের (এন্‌ড্‌স্) সম্পর্ক নির্দেশক মনুষ্য আচরণী অনুশীলন করে।'[১১] এই সংজ্ঞা অর্থনীতিকে সরাসরি বিজ্ঞান বলায় ইতস্তত করে না। এটা যে সমাজ বিজ্ঞান, এর বিচার্য বিষয় যে-কোন মানুষ নয়, সমাজবদ্ধ মানুষ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ অনুশীলন বাড়তি প্রতিবন্ধ রচনা করে, তা এই সংজ্ঞা আদৌ গণ্য করার প্রয়োজন দেখে না। উপরন্তু ওই ঐ প্রবন্ধে পন্থাপদ্ধতির নৈর্ব্যাক্তিক বিন্যাসের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাতে সাধারণ বিজ্ঞানের যৌক্তিক নির্মাণ প্রক্রিয়ার সরাসরি প্রভাব নির্ভুল ধরা পড়ে। তিনি লেখেন, 'সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত অর্থনৈতিক তত্ত্বের বক্তব্যসমূহ স্পষ্টতই এক প্রত্যয়রাশি (সিরিজ অফ পসট্যুলেট্‌স্) থেকে অনুসৃত এবং ঐ প্রত্যয়গুলোর মধ্যে যেগুলো প্রধান, সেগুলো এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, দ্রব্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার প্রকাশের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরল ও অবিসংবাদী অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত প্রতিজ্ঞাসমূহ (এ্যাসামশন্‌স্) মূল্যতত্ত্বের প্রধান প্রত্যয় এই সত্য যেসব ব্যক্তি তাদের পছন্দসমূহকে ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তা তারা করে। একাধিক উৎপাদনের উপাদান থাকা উৎপাদন তত্ত্বের প্রধান প্রত্যয়। কালের গতিময়র্তায় তত্ত্বের প্রধান প্রত্যয় ভবিষ্যতের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে আমাদের অনিশ্চিত ধারণা। প্রত্যয়গুলো এমন নয় যে তাদের প্রকৃতিসম্যক উপলব্ধি করতে পারলে তাদের বাস্তব প্রতিরূপসমূহের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে তুমুল বির্তক উঠবে। তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য কোন নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন করে না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই বলে দেয়, তারা একরকম অবধারিত সত্য। প্রকৃতপক্ষে বিপদ বরং এটিই যে তারা এতই অবধারিত মনে হতে পারে যে তাদের আরো অনুশীলন কোন কাজে আসবে না বলে সংশয় দেখা দিতে পারে। তবু এ জাতীয় প্রত্যয়ের ওপরই গভীর বিশ্লেষণ থেকে জটিল তত্ত্বসমূহ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের অবস্থান থেকেই অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সাধারণ বক্তব্যসমূহের সম্যক প্রয়োগসাধ্যতা নির্ধারিত হয়। এও অবশ্য সত্য যে এসব বক্তব্যের জটিলতর প্রয়োগ পদ্ধতি বিকাশের জন্যে আমাদের আরো অনুষঙ্গী প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। ..... তবে যা বোঝা খুব জরুরী, তাহলো প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠাগুলোর প্রায়োগিক যৌক্তিকতা কত ব্যাপক।'

স্পষ্টই বোঝা যায়, অর্থনীতি সাধারণ বিজ্ঞানের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে। তার অনুসন্ধান প্রণালী হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবরোহী প্রণালীর অনুরূপ। পূর্ব নির্ধারিত প্রত্যয়রাশি যুক্তির সোপান বেয়ে অর্থনীতির তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌছে দেয়। ঐ প্রত্যয়রাশি

প্রত্যক্ষানুমান ও গভীর অভিনিবেশের ফল; এবং আপাতদৃষ্টে অতি সরল ও তর্কাতীত। কিন্তু তারাই জন্ম দেয় চমকপ্রদ সব তত্ত্বের। হিক্‌স্ যেমন বলেছেন, 'পিওর ইকোনমিক্‌স্ হ্যাজ এ রিমার্কেব্‌ল্ ওয়ে অফ প্রড্যুসিং র‍্যাবিট্‌স্ আউট অফ এ হ্যাট–এপারেনট্‌লি এ প্রায়োরাই প্রপোজিশন্‌স্ হুইচ এপারেন্‌ট্‌লি রেফার টু রিয়্যালিটি।'[১৩] দু'বার এপারেন্‌ট্‌লি শব্দের ব্যবহারে হয়ত গোপন ঠাট্টার ছোঁয়া আছে। কিন্তু অত অল্পের ওপর দাঁড়িয়ে বিরাট তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করা–সেটি হিক্‌সের কাছেও তারিফ আদায় করে নেয়। রবিন্‌স তাদের নিতান্তই সরল, নির্দোষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সর্বজনগ্রাহ্য বলে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অনর্থক বলে মনে করেছেন। ফলে জোর সমস্তটাই পড়েছে অবরোহী পদ্ধতির শুদ্ধতার ওপর। তারা সঠিক হলে সিদ্ধান্তও সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু রবিন্‌স্–এর মত প্রত্যয়বাদী যাদের স্পষ্টই প্রতীয়মান বলে একবাক্যে মেনে নেন, বাস্তবত তারা অত স্পষ্ট নয়, সবসময় প্রতীয়মানও নয়। ভোক্তার আচরণবিধি ও উৎপাদন তত্ত্বের প্রত্যয়গুলো খুঁটিয়ে দেখলেই তাদের নিয়ে অস্বাদৃশ্য বাড়ে।[১৪] তাছাড়া অবান্তর বিষয় থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাও কতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চলকসমূহ এমন বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জড়াজড়ি করে থাকে যে একটি প্রত্যক্ষ বাস্তবসম্মত শুদ্ধ যৌক্তিক সমাধান দাঁড় করানো অত্যন্ত দুরূহ বলে মনে হতে পারে।

মিলটন ফ্রীডম্যান এ সমস্যার সমাধান বাত্‌লান এক চরম পন্থার দাওয়াই দিয়ে।[১৫] তিনি বলেন, প্রত্যয় সঠিক কি বেঠিক, এ প্রশ্ন অবান্তর। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা থেকে তারা যত দূরে সরে যায়, ততই ভাল। অন্তত স্যামুয়েলসন ফ্রীডম্যানের ধারণা সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্যই করেন। ফ্রীডম্যানের লেখাই অবশ্য এ মন্তব্য আহবান করে। সেখানে তিনি কোন অস্পষ্টতা রাখেন নাঃ 'এ ভাবনা খুব চমৎকার মনে হতে পারে যে অনুমানসমূহের (হাইপোথেসেস) শুধু পরিণামগত তাৎপর্যই (ইম্‌প্লিকেশন্‌স্) থাকে না, তাদের প্রতিজ্ঞারাশিও (এ্যাসামশন্‌স্) থাকে, এবং ঐ প্রতিজ্ঞারাশির সাথে বাস্তবতার (রিয়্যালিটি) সাদৃশ্য পরিণামগত তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিচার থেকে ভিন্ন ও তার অতিরিক্ত ঐ অনুমানের যথার্থতার অন্য এক বিচার। অনেকের এ ধারণা মূলত ভ্রান্ত এবং অনেক অপকীর্তির কারণ। ..... কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাসমূহ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এ নয় যে তারা "বাস্তবতার" প্রকাশ ঘটায় কিনা, কারণ তারা কখনোই তা করে না, বরং তা এই যে অভীষ্ট লক্ষ্যের বিবেচনায় তারা যথেষ্ট কাছাকাছি প্রতিরূপ কিনা এবং এ প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র তত্ত্বের কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ দেখা, ঐ তত্ত্ব যথেষ্ট সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে কিনা। দু'টি আলাদা আলাদা বিচার ফলে একটিতেই পর্যবসিত হয়।'[১৬] এবং তা ঐ দ্বিতীয়টি। এখানেও পাই প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রমাণ পদ্ধতির অনুসরণ। তাত্ত্বিক বক্তব্যের অনুসরণে অনুমান খাড়া করে যাচাই করতে চাওয়া হয়, বাস্তবে তা টেকে কিনা। যদি টেকে, তবে প্রত্যয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কোন মানে হয় না। বাস্তবের সমান্তরাল যে প্রত্যয় নির্ভর তাত্ত্বিক নির্মাণ, তার কার্যকারণকে সেখানে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া চলে। ফ্রীডম্যান ধনাত্মক অর্থনীতির (পজিটিভ ইকোনমিক্‌স্) প্রবক্তা। তত্ত্বের ভাল–মন্দ বিচারের অন্য কোন মানদণ্ড তাঁর কাছে অর্থহীন। তত্ত্ব বিচারে তিনি স্পষ্টতই আরোহী পদ্ধতির

ওপর জোর দেন। কিন্তু তত্ত্বের যৌক্তিক কাঠামো নিচ্ছিদ্রভাবে প্রত্যয়-নির্ভর অবরোহী থেকে যায় প্রত্যয়কে আক্রমণ করে তত্ত্বের যৌক্তিকতা নস্যাৎ করার যে-কোন প্রয়াস তাঁর কাছে আপত্তিকর ঠেকে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ব্যাখ্যা করেনঃ 'অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবার ভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব এই বক্তব্যের প্রতি অবহেলার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই তত্ত্ব তুলে ধরার পেছনে যা খোলাখুলি মদদ জুগিয়েছে এবং এর বিপুল স্বীকৃতি ও অনুমোদন যা দিয়ে অনেকখানি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলো এই বিশ্বাস যে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি তত্ত্ব "পূর্ণ প্রতিযোগিতা" অথবা "পূর্ণএকচেটিয়া কারবারের" যে প্রত্যয় বানিয়ে বর্তমান বলে ধরে নেওয়া হয়, তা বাস্তবতার ভ্রান্ত প্রতিরূপ রচনা করে এবং এই বিশ্বাস স্বয়ং যার ওপর প্রায় পুরোপুরি দাঁড়িয়ে থাকে তা নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত কোন পরিণাম প্রস্তাবের স্বীকৃত খণ্ডন নয়, বরং তা প্রত্যক্ষ আচরণের প্রাথমিক অনুধাবনের সাথে ঐ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাসমূহের বর্ণনামূলক গড়মিল।'[১৭] এই অবস্থানটিই ফ্রীডম্যানের কাছে অগ্রহণযোগ্য। তত্ত্বসজ্ঞাত প্রস্তাবসমূহ দাঁড়াতে পারল কিনা, সেটিই তাঁর কাছে চরম কথা। দাঁড়াতে পারার শর্তও ফ্রীডম্যান কিছুটা বদলে দেন। কার্ল পপারের অনুসরণে কোন বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি তাঁর কাছে তার শুদ্ধ হওয়া নয়, বরং তার অশুদ্ধ না হওয়া। বক্তব্যের অশুদ্ধতা প্রমাণিত হলেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, অন্যথায় নয় এবং বক্তব্য খণ্ডিত হলে এক প্রত্যয়কাঠামো ছেড়ে অন্য প্রত্যয়কাঠামো ধরে আবার এগুতে হবে অবরোহী পদ্ধতিতেই। নতুন প্রত্যয়কাঠামো পুরোনোটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন। কিন্তু কোনক্রমেই তা পরীক্ষনীয় নয়। যদিও একটি প্রস্তাবের প্রত্যয়ভূমি রচিত হতে পারে অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত সমাধান সূত্র অবলম্বন করে।

তত্ত্ববিচারে ফ্রীডম্যান যে ভূমিকা নেন, তাতে নিওক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে কিছুই আর প্রত্যাখ্যানযোগ্য থাকে না। স্যামুয়েলসন যাকে বলেছিলেন অর্থবহ প্রস্তাব (মীনিংফুল প্রপোজিশন)[১৮], তাকে ফ্রীডম্যন প্রায় অর্থের অতিরিক্ত করে তোলেন। সেই প্রস্তাবেই অর্থবহ, যা খণ্ডনযোগ্য এবং খণ্ডনের ভিত্তি হলো তার সত্য না হওয়া। কিন্তু ফ্রীডম্যান তাকে টেনে নিয়ে গেলেন একেবারে মিথ্যা হওয়াতে। সত্য এবং না-মিথ্যা এক নয়। না-মিথ্যার আঁড়ালে অনেক ভেজাল ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। বিশেষ করে অর্থনীতির ভাবনায়, যেখানে সত্য কখনোই স্থির ও নির্বিকল্প নয় এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক-সম্বন্ধে কখনোই সর্বসম যথাযথ গাণিতিক সমীকরণে সিদ্ধ নয়।

এখানেই আসে যৌক্তিক অনুমান বিচারের পদ্ধতিগত প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় উপাত্ত সংগৃহীত হয় মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক আচরণ থেকে। স্বাভাবিকতা অবশ্য পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতি কৃত্রিমভাবে তৈরী নয়। বসবাস ও জীবনযাপনের হয়ে ওঠা সামাজিক পরিবেশে তা সৃষ্টি হয় এবং ক্রমাগত হতে থাকে। এখানে মানুষের ক্রিয়াকর্মে বিভিন্ন বিষয় ও উপাদানের সম্পর্ক-সম্বন্ধে বহিঃপ্রকাশ কিছু পরিমাপযোগ্য, কিছু নয়। যেমন, বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর দাম ও পরিমান সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য, কিন্তু ভোক্তার তৃপ্তি-অতৃপ্তি, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতার ব্যবহার ও বন্টন, এগুলো সাধারণত নয়। যা পরিমাপযোগ্য তার

সম্পর্কেও যদি কোন প্রত্যাশিত পরিণামের অনুমান রচনা করি, তবে অন্যান্য পরিমাপযোগ্য উপাদানের সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধের সংখ্যাগত উপাত্তর ওপর তাকে দাঁড় করাই। পরস্পর সম্পর্কিত উপাত্তসমূহের বিক্ষেপ বিন্দুগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে আমরা গাণিতিক অপেক্ষকের আকার দেই। এই অপেক্ষকে বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্কের প্রাক্কলিত পরিসংখ্যান বিচার করে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অনুমানের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করি। কিন্তু সমস্যা হলো, পরিমানবাচক হলেও সব সম্পর্ক–সম্বন্ধকে সুস্পষ্ট অপেক্ষকের ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হলেও সব অপেক্ষকই প্রাক্কলনযোগ্য নয়। ফলে কোন না কোন প্রাক্কলনযোগ্য অপেক্ষকের আকারেই প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে ঢালতে হয়। তা নিঃসন্দেহে আমাদের বিচারের যথার্থতা অনেকখানি খর্ব করে। দ্বিতীয়ত প্রাক্কলন পদ্ধতিও বাস্তবতার সরলীকরণ মেনে নেয়। ধরে নেওয়া হয় উপাত্তসমূহের আচরণে কোন বেয়াড়াপনা নেই এবং এও আশা করা হয় বিচ্যুতিরাশির ওপর আরোপিত শর্তসমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। কিন্তু এ দুটোই পদ্ধতি প্রকরণের ব্যবহার যোগ্যতা বাড়ায়, তাদের কার্যকারিতা সবসময় আবশ্যিকভাবে বাড়ায় না। তৃতীয়ত, ফ্রীডম্যানিয় না–মিথ্যার বিস্তার এত বড়, যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরী কোন অনুমান বা অনুমানরাশিকে খণ্ডন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

উদাহরণস্বরূপ কব–ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষকের কথা ধরা যাক।[১৯] যেহেতুকব–ডগলাস থেকে শুরু করে আরো অনেকের অনুশীলনে পাওয়া যায় প্রাক্কলিত অবধুবক মান সন্তোষজনক, তাই এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে উৎপাদন ও বন্টনের অন্তর্নিহিত নিয়মেরই প্রতিফলন ঘটে ঐ অপেক্ষক উদ্ভূত পরিসংখ্যানে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা, উৎপাদনে শ্রম ও মূলধনের অব্যাহত বিকল্পায়ন, তাদের স্থির বন্টনভাগ, এগুলো ধ্রুব–সত্যের প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। কারো মনে সন্দেহ দেখা দিলে সরাসরি তাকে বলা যায় বিশ্বাস না হয়, অংক কষে দেখ। কিন্তু যা আঁড়ালে থাকে, তা ঐ পদ্ধতি প্রয়োগের যৌক্তিকতা। পরবর্তীতে এ অভিযোগ প্রবলতর হয়েছে যে নির্ধারক চলকদ্বয়, শ্রম ও মূলধনের সমরৈখিকতা (মাল্‌টি কো–লীনিয়ারিটি), সহসমীকরণ দোষ (সাইমালটেনিয়স ইকুয়েশন বায়াস), সঠিক সনাক্তকরণ সমস্যা (আইডেন্‌টিফিকেশন প্রবলেম), ইত্যাদি প্রাক্কলনকে নিশ্চিতভাবে দূষিত করে। আবার একই তাত্ত্বিক কাঠামোয় ভিন্ন উৎপাদন অপেক্ষকের (সি.ই.এস.) ভিত্তিতে[২০] এ অনুমানও যখন সিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় যে বিকল্পায়ন স্থিতিস্থাপকতা সবসময়েই কব–ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক থেকে প্রাপ্ত মান, এক–এর সমান হবে, এমন কোন কথা নেই, প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সময়েই তা এক থেকে ভিন্ন এবং কার্যত শ্রম–মূলধন আয়ভাগ শ্রম–মূলধন অনুপাতের সাথে পরিবর্তনশীল, তখন এই বিপুল আয়োজন, সবটাই ওপর চালাকি ও এক ধরনের চমৎকার হাত সাফাই বলে সন্দেহ প্রকাশ করলে তাকে আনাড়িপনার অজুহাতে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

আসলে অর্থনীতির প্রত্যয় নির্ভর তাত্ত্বিক প্রস্তাব যাচাই করার জন্যে যে উপাত্ত–ভূমির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়, তা এত জটিল ও অনিয়ন্ত্রিত যে তার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো শক্ত। একইসাথে একাধিক বিকল্প অনুমান কার্যকর মনে হতে পারে। এঙ্গেল রেখার সঠিক রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রেইস, হাওথেকার[২১] ও রিচার্ড স্টোন[২২] বিভিন্ন

আকৃতির এঙ্গেল রেখা একই উপাত্তরাশির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লক্ষ্য করেন। হয়ত কোন অনুমান অন্যটির চেয়ে অধিকতর কার্যকর; কিন্তু পরিষ্কারভাবে কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করা দুষ্কর। এরকম বাস্তব পরিস্থিতিতে ফ্রীডম্যানের যে কোন চতুর অনুমান, তা সে "স্থায়ী আয় অনুমানে"[২৩] (পার্মানেন্ট ইনকম হাইপোথেসিস) যে কোন আয়খণ্ডে আয়–ভোগ সমানুপাতিক সম্পর্কের মত আগ্রাসী প্রস্তাবও যদি হয়, তবু তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে খারিজ করা যায় না। ফলে প্রত্যয় নির্ভর তাত্ত্বিক কাঠামো অটুটই থেকে যায়।

কিন্তু এতে লাভ হয় কতটুকু? শুদ্ধ অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত এক ধরনের বুদ্ধির খেলায় পর্যবসিত হয়। 'শুক্ল স্বগত সংযমে' তার নিরাকৃতির আরাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সিদ্ধি শূন্যাভিসারী। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ঘটমান বাস্তবতার মর্মোদ্ধারে তা কাজে আসে সামান্যই। অথচ তার নিরক্ত সৌন্দর্য মেধাকে আকৃষ্ট করে। চমকপ্রদ সব যোক্তিক নির্মাণে আমরা মুগ্ধ হই। সমস্যা দেখা দেয় যখন ঐসব তত্ত্বকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তাদের অনুসরণে আমরা বাস্তব নীতি নির্ধারণ করতে চাই, অথবা নীতি নির্ধারণের প্রেক্ষাপট রচনায় মডেল নির্মাণের অনুশীলনে মাতি। তাদের ওপর নির্ভর করা আর হাত আন্দাজে এগুনো, প্রায়োগিক দিক থেকে এ দু'এর ভেতরে তফাৎ তেমন থাকে না। শুদ্ধ অর্থনীতি ফলে বাস্তব থেকে দুরে সরে যায়। বিমূর্ত জগতে তার প্রস্থানের আশংকা আর অমূলক মনে হয় না। ফিরে আসার পথ যে নেই, তা নয়। সে পথ যে এতদিন অব্যবহৃত থেকেছে এমনও নয়। এখন প্রয়োজন তাকে প্রধান বলে চিনে নেওয়া। সে পথ রাজনৈতিক অর্থনীতির।

তিন

শ্যামপীটর যাই বলুন, অর্থনীতির প্রধান কীর্তিগুলো প্রশ্নসংকুল বাস্তব জীবনের সংকট ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাদের সাথে মেধার দ্বৈরথ সংগ্রামে অর্থনীতির আত্মপ্রকাশ, তার ধারাবাহিক অগ্রগতি। চিন্তার বিমূর্ত জগতে নির্মাণের অভিলাষ তার আত্মখণ্ডনেরই নামান্তর–এমনকি যদি ঐ জগত বাস্তবের কল্পিত প্রতিরূপ হয়ে বাস্তবকে শাসন করতে চায়, তবুও। অর্থনীতিকে যিনি স্বশাসিত বিদ্যার মর্যাদা দেন, সেই মার্শালও ভাবিত ছিলেন মূলত বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়েই। 'দারিদ্র্যের কারণ অন্বেষণ প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের এক সুবৃহৎ অংশের শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুশীলন।' তিনি তাঁর 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্'–এর শুরুতেই তাঁর চিন্তার বিষয় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগের ইংল্যাণ্ড ও তার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই তাঁর এই চিন্তা। অনাহার, অপুষ্টি, অবহেলা, এগুলোই তিনি দেখেন দরিদ্র জনগণের ভাগ্যলিপি। তাদের অবস্থা ফেরানোর পথ খোঁজা, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, অর্থনীতি চর্চার 'প্রধান ও মহত্তম বিবেচ্য বিষয়।'[২৪] পথ তিনি খোঁজেন বাস্তবকে চিন্তায় স্থাপন করে, বাস্তব বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। তারই পরিণাম 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্।' কিন্তু তাঁর চেতনায় বাস্তবতার একটিই ছক। তা দেশ–কাল নিরপেক্ষ, তাঁর সমাধান, ফলে, ব্যক্তির আচরণকে ও তার সমষ্টিক রূপকে একইভাবে অবলম্বন করে। অর্থনীতির কার্যকারণের বাইরে অন্য কোন উপাদানকে তিনি বিবেচনায় আনেন না। বিক্ষিপ্তভাবে আনলেও তাঁর চিন্তার কেন্দ্রভূমি তাতে বিচলিত হয় না। সেই বিশ্লেষিত ও পরিশ্রুত বাস্তব

কেবল অর্থনীতিকেই ধারণ করে। পলিটিক্যাল ইকোনমি' শুদ্ধ 'ইকোনমিক্স্'–এ রূপান্তরিত হয়, যদিও মানুষের কল্যাণ এষণা বিসর্জিত হয় না। কিন্তু অর্থনীতি পুরোপুরি অনন্য নির্ভর হতে গিয়ে নিজের ক্ষতিই ডেকে আনে। কল্যাণ চেতনা তাকে উদ্বোধিত করলেও তার ক্ষেত্র হয়ে পড়ে সংকীর্ণ। পদ্ধতি প্রকরণ ও নীতি কাঠামো বাস্তবের বহুমাত্রিকতাকে আয়ত্তে আনতে পারে না। ফলে তা শুধু নিজের কোনটা বেছে নিয়ে বিদ্যার ছটা দেখায়, চিন্তা ও কর্মের জগতে সঠিক পথ বাতলে দিতে তেমন কোন কাজে আসে না।

বাংলাদেশে অর্থনীতি চর্চার দিকে তাকালেও বিষয়টি ধরা পড়ে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমাদের মেধাবী অর্থনীতিবিদদের শিক্ষা প্রধানত পাশ্চাত্যের নিও–ক্ল্যাসিক্যাল স্কুলে। তাঁরা নিওক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি–প্রকরণের দক্ষ কারিগর হয়েছেন, কিন্তু সেই পরিমাণেই হয়েছেন সমাজ ও জীবন–বিচ্ছিন্ন। আর নিও–ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি–প্রকরণ যতই উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান নির্ভর হোক না কেন, আমরা দেখেছি, বাস্তবতাকে সঠিকভাবে ধরবার ক্ষমতা তার নিতান্তই সামান্য। ফলে এসব নামী–দামী অর্থনীতিবিদ হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণত পেশাজীবী। সমাজ–অর্থনীতির সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণে বা বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতায় তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। অথচ তাঁদেরই আগের পর্বে কেইন্সীয় আবহে লালিত ও কখনো কখনো মার্কসিয় আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের প্রধান অর্থনীতিবিদেরা শুধু যে এই বিদ্যা চর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছে, তাই নয়, সমাজ বাস্তবতায় প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে চিন্তায় ও কর্মে অগ্রনীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন।

অর্থনীতিকে প্রানবান হতে হলে তাহলে তাকে ঐ আগের মিশ্র ধারাতেই ফিরে যেতে হবে। তাকে হতে হবে সৃষ্টিশীল ও সক্রিয় এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় বিষয়কে বাদ দিয়ে নয়, বরং তা সামনে রেখেই। এ্যাডাম স্মিথ, কার্ল মার্ক্স্ বা জন মেইনার্ড কেইন্স্ যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সেটিই অর্থনীতির অনুসরণীয় পথ। অবশ্যই তাঁরা এককথা বলেননি। একজনের সাথে অন্যের চিন্তা পদ্ধতিতেও ছিল যোজন যোজন ফারাক। কিন্তু তাঁদের বিষয় ভাবনার মূলে ঐক্য ছিল এবং সেই ঐক্যের ভিত্তি ছিল সমাজ মানুষের সমৃদ্ধির বা সংকট মোচনের পথ অন্বেষণ। তাঁদের কারো নির্দেশ যে আজ সব মেনে চলতে হবে, অথবা একটিও মেনে চলতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু তাঁরা যে চিন্তা ক্ষেত্র রচনা করেছেন, তাকে সম্প্রসারিত না করে, উল্টো সংকুচিত করতে চাইলে তা অর্থনীতির পক্ষে আত্মহননের সামিল হবে।

প্রত্যেকের সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে আপন পরিপার্শ্ব থেকে। পরে সে ধারণা হয়ত সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু আপন বস্তু–অভিজ্ঞতার প্রভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। এ্যাডাম স্মিথের চিন্তার বিকাশ ঘটে শিল্প–বিপ্লবের উষালগ্নে। শ্রমবিভাজন, প্রযুক্তি ও শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সম্প্রসারিত উৎপাদন ও বিনিয়োগের সমন্বয়ে বাজার ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ, এসবই তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে। তিনি শুধু চমৎকৃতই হন না, বিপুল আশা নিয়ে অব্যাহত সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণও তাদের ভেতর প্রত্যক্ষ করেন। স্পষ্টত সমকালীন ইংল্যাণ্ডের সম্ভাবনার আদলে গোটা পৃথিবীর সম্ভাবনাকে তিনি চেতনায় ধারণ করেন। এতে

অবশ্যই চিন্তায় নৃকেন্দ্রিকতা (এথ্নোসেন্ট্রিসিটি) এসে যায়। আপন ভুবন গোটা বিশ্বের কর্মকাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে। সমস্যার ভিন্নমাত্রা ও সমাধানের বহু বিকল্পতা, এমনকি পারস্পরিক বিরোধ চোখে পড়ে না। এ্যাডাম স্মিথের বেলাতেও এমনি ঘটে। উনিশ শতকের ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে লিস্ট ও মার্ক্স তাঁর যৌক্তিক কাঠামো চ্যালেঞ্জ করে বসেন। একটি যুক্তি-বিশ্ব রূপান্তরিত বা খণ্ডিত হলে সেই বিশ্ব মর্যাদা হারায় না, বরং নতুন চিন্তাকে অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত ও প্রবুদ্ধ করে বলে তা শ্রদ্ধার সাথে কীর্তিত হয়। একথা এ্যাডাম স্মিথের 'দি ওয়েলথ অফ নেশনস্' সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। তারই অনুসরণে রাজনৈতিক অর্থনীতি বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলনের এক জরুরী বিষয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক অর্থনীতি আবেগতাড়িত ভাবনার অনর্গল বহিঃপ্রকাশ বা বিশৃঙ্খল ভাবনারাশির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নয়। কোন বক্তব্য তুলে ধরায় এখানেও প্রয়োজন সুশৃঙ্খল যুক্তি কাঠামো। বিজ্ঞানে চিন্তা বিকাশের যে ধারা, তার প্রকৃতির সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের প্রকৃতির কোন মূলগত পার্থক্য নেই। এখানেও বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় কুহ্ন্ কথিত একটি প্যারাডিম বা যুক্তি বিশ্ব ভেঙে অন্য যুক্তি বিশ্ব রচিত হয়, অথবা ল্যাকাটোস বর্ণিত 'সায়েন্টিফিক রিসার্চ প্রোগ্রামে'র ধারাবাহিকতা ও ক্রমান্নতির ভেতর দিয়ে বিষয় স্তর থেকে স্তরান্তরে সম্প্রসারিত হয়।[২৫] তবে যে বিষয়ে সকর্ততা প্রয়োজন, তা বিশেষভাবে মনে রাখা যে চিন্তা বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সমাজ মানুষের বস্তু-বিশ্ব থেকেই উদ্ভূত-তার বাইরের কিছু নয়। এমনকি আলাদা আলাদা ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন আকাংক্ষার প্রতিফলনও নয়।

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এ্যাডাম স্মিথ যেমন, তেমনি আলাদা আলাদা প্যারাডিম গড়ে তোলেন মার্ক্স্[২৬] এবং কেইন্স্।[২৭] নিও-ক্ল্যাসিক্যাল প্যারাডিম-ও চিনে নেওয়া যায়। তবে তার লক্ষ্য রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এক অখণ্ড অন্বিত চিন্তা বিশ্বের ধারণাকে তা বিপর্যস্ত করে। মার্ক্স্-এর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ স্বয়ং কোন তত্ত্ব নয়, তা তত্ত্বের বাহক। এরই সাহায্যে মার্ক্স্ অবাধ ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার বিপরীত বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করে মূলধনের পুঞ্জীভবন ও পুঁজিবাদের সংকটের এক পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক কাঠামো রচনা করেন। যে-কোন বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের মতই তার বৈশিষ্ট্য তার পূর্বাভাস রচনার ক্ষমতা। প্রযুক্তি বিপ্লব ও অর্থনৈতিক উপনিবেশের বিস্তার পুঁজির সংকটকে পিছিয়ে দিলেও তার সম্ভাবনাকে দূর করে না। বাস্তব সংকটে কেইন্স্ যে সমাধান সূত্রের প্রস্তাব দেন তা এ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাতে আক্ষরিক অর্থেই রাজনৈতিক অর্থনীতির আওতায় চলে আসে। তবে তার যৌক্তিক কাঠামোও এ্যাডাম স্মিথ বা মার্শালের সুসমন্বিত বাজার-বিশ্বের ধারণাকে অস্বীকার করে। জাতীয় আন্তর্জাতিক, সর্বস্তরেই এ্যাডাম স্মিথ যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অবাধ বাণিজ্য ও পূর্ণ প্রতিযোগিতাকে সমৃদ্ধির চাবিকাঠি বলে চিহ্নিত করেন, সেখানে মন্দা ও পুঁজির সংকটের পটভূমিতে কেইন্স্ বিনিয়োগ ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যবহার, আয় বন্টন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নীতি প্রণয়নে ও তাদের বাস্তবায়নে সরকারের ভূমিকাকে একেবারে সামনে নিয়ে আসেন।

তবে এ্যাডাম স্মিথ, মার্ক্স্ বা কেইন্স্ যে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেন তার ভৌগলিক বাস্তবভূমি একই–বলা যেতে পারে তা পুঁজিবাদ বিকাশের পটভূমি পাশ্চাত্য জগত। হয়ত তাঁরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তাকে দেখেছেন, কিন্তু মূল যে বিষয় নিয়ে তাঁদের ভাবনা, তা একই থেকে গেছে। আজকের রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তব বিশ্ব কিন্তু বহুস্তরীয় ও বহুমাত্রিক। তারা পরস্পর সম্পৃক্ত, কিন্তু দৃষ্টিকোণ পরস্পর বিভিন্ন। এমন পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধির প্রকৃতিও কারণ সব জায়গায় সমভাবে এক হবে, এমন আশা করা অন্যায়। ফ্রান্জ্ ফ্যান্ন্–এর 'রেচেড্ অফ দ্য আর্থ'[২৮]–এর বাস্তব বিশ্ব আর গলব্রেথ্–এর 'এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির'র[২৯] বাস্তব বিশ্ব এক নয়–যদিও 'এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে'ও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দুশ্চিন্তা জাগায়। এমন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের অসংখ্য যৌক্তিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারে। তাদের প্রত্যেকটির উৎস তার সমাজ অর্থনীতির বাস্তবভূমি। শুধু অর্থনীতি নয়, রাজনৈতিক অর্থনীতির বিদ্যা বলয়েই তার অনুশীলন সম্ভব। নিও–ক্ল্যাসিক্যাল প্রতারণার ফাঁদ থেকে অর্থনীতি যে আজ অনেকখানি বেরিয়ে আসতে পেরেছে তা এই বোধেরই পরিণাম। তবে এ অনুশীলনেও যুক্তির সুশৃঙ্খল বাঁধন প্রয়োজন। পদ্ধতি প্রকরণের, বিশেষ করে গাণিতিক ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক যে সম্পদ আমাদের আয়ত্তে, সমাজ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে তা যথেষ্ট করার কোন কারণ নেই। বাস্তবজীবনে সম্পর্ক–সম্বন্ধের প্রকাশ সবসময় গণিতের নিয়ম মেনে চলে না। ক্রমবাচকতা ও গুণবাচকতার তারতম্যের ব্যাখ্যার উপযুক্ত যৌক্তিকভূমি গড়ে তোলা অবশ্যই জরুরী মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন কোন সহজিয়া সাধনা নয়, বরং ভাসমান বাস্তবতার অন্তর্ভেদে মনঃসংযমের ও সঠিক পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবনের তা এক দুশ্চর তপস্যা।

নির্দেশিকা

১. Schumpeter, J.A. : History of Economic Analysis, George Allenr Urwin, London, 1987, Pp 181-94.

২. Smith, A. : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, edited by Edwin Cannan, Methueur Co, London, Vol. I, (P524) and II (P 568), reprinted, 1961.

৩. Schumpeter, J.A. : পূর্বোক্ত, Pp 998-1026

৪. Smith, A. : পূর্বোক্ত, Vol II, P200

৫. পূর্বোক্ত, Vol I, P449

৬. পূর্বোক্ত, Vol I, P 18

৭. Theory of Moral Sentiments, 1759, P464-66

৮. Schumpeter, J.A. পূর্বোক্ত, P187

৯. The Wealth of Nations Vol I and II, Book IV

১০. Ricardo, D : Principles of Political Economy and Taxation, Penguin, 1971; Mill, J.S., Principles of Political Economy, Penguin, 1970

১১. Robbins, L. : Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Mcmillan, London, 1932.

১২. পূর্বোক্ত, Pp 75-78.

১৩. Hicks, J.R. : Value and Capital, Oxford, 1946, P 23.

১৪. Koopmans, T.C. : 'The Construction of Economic Knowledge', in Three Essays on the State of Economic Science, Mcgrew Hill, 1957, Pp136-7.

১৫. Freedman, M. : 'The Methodology of Positive Economics' in Essays in Positive Economics, Chicago, 1953, Pp1-43.

১৬. পূর্বোক্ত, P15

১৭. পূর্বোক্ত, P15

১৮. Samuelson,P. : Foundations of Economic Analysis,Harvard University Press,1963,Pp 3-5.

১৯. Bronfenleremmer, M. and P.H. Douglas : 'Cross Section Studies in the Cobb-Douglas Functions,' Journal of Political Economy, 1939

২০. Arrow, Solow, Minhas and Chenery, 'Capital-Labour Substitution and Economic Efficiency, Review of Economics and Statistics, 1961.

২১. Prais and Honthekkar : The Analysis of Family Budgets, Cambridge, 1955

২২. Stone, R. : The Measurement of Consumer Behaviour in the United Kingdom.

২৩. Freedman, M. : A Theory of the Consumption Function, Princton University Press, 1957.

২৪. Marshall, A. : Principles of Economics, London, (8th ed), Pp 2-4

২৫. Blang, M. : Economic Theory in Retrospect, Cambridge, 1978, Pp 713-25

২৬. Marx, K. : A Contribution to the Critique of Political Economy, Progress Publishers, MoscoW, 1970.

২৭. Keynes, J.M. : The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936.

২৮. Fanon, F. : The Wretched of the Earth, Newyork, 1968

২৯. Galbraith, J.K. : The Affluent Society, London, 1958.

PRINTED BY ARTISTIC TRADE 76, SHEGUNBAGICHA DHAKA TEL 417652, 407044